প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭ সন।

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী দেবরাণী মুখার্জী
"নৃসিংহ নিবাস"
৪৬নং, রামসীতা ঘাট ষ্ট্রীট,
পোঃ ভদ্রকালী,
জেলা : হুগলী।

মুদ্রক :
শ্রীঅতুল বণিক
"গীতা আর্ট প্রেস"
১৬৩, জি. টি. রোড,
ভদ্রকালী,
হুগলী।

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ পিতামহ
চরণে তোমার—
ছন্দে-গাঁথা "পঞ্চদল"
দিনু উপহার।
"স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ
কোরো"—এ-প্রার্থনা—
অব্যাহত থাকে যেন
সাহিত্য-সাধনা।

. . . . . . ইতি—
সেবক—
প্রদোষ

ঃঃ পঞ্চদল ঃঃ

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

বিসর্গ—বিস্ময় :— পৃষ্ঠা

আবল্প-আবেগ :—

স্মরণ-সৌরভ ঃ— পৃষ্ঠা

প্রবুদ্ধ-প্রলাপ ঃ— পৃষ্ঠা

বিচিত্র-বিচরণ ঃ— পৃষ্ঠা

—□—

ভূমিকা

বঙ্গীয় কবিকুলের সারস্বত সাধনার ধারা আজও অম্লান। মহৎ কবি, বৃহৎ কবি, সাহসী কবি, বিদ্রোহী কবি, বিদগ্ধ কবি, দুর্বোধ্য কবি—কত প্রকারেই না বাংলা ভাষার কবিদের আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে। পর্বতের উচ্চ চূড়া অনেক দূর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠকে সরস শ্যামল করে রাখে যে অগণ্য বৃক্ষরাজি তার কথাও তো স্মরণ-সীমার বহির্ভূত নয়। 'মেজর' কবিকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করেন, বুদ্ধিমত্তার আতিশয্যে হাতাহাতিও করেন কেউ কেউ, কিন্তু 'মাইনর' কবিকুলই এই বাংলার কাব্য কবিতার ধারা প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করে রেখেছে।

পাহাড়ের গাত্র হতে প্রচণ্ড নর্তন বেগে সশব্দে বয়ে চলা চমকভরা নির্ঝরিণী ধারা নয়, শান্ত সমাহিত ধীর মৃদু গতিতে কুলুকুলু মধুর শব্দে প্রবাহিত সুন্দর সুরধুনী ধারার মত কবিতার স্রোত চলেছে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনি বহন করে যাঁর কাব্য কবিতায় তিনি হলেন কবিসুন্দর শ্রীপ্রদোষ কুসুম মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার রাজকীয় কপট আভিজাত্যের মোহ পরিত্যাগ করে, শহরের উপকণ্ঠে আপন পল্লীতে নিভৃতে নিঃশব্দে কবিতা কুসুমের পর কুসুম সাজিয়ে একখানি পূর্ণ মালা নিবেদন করেছেন কবি, কাব্য সরস্বতীর রাতুল চরণে। স্বভাব কবি প্রদোষ কুসুম স্বভাবতই আত্মপ্রচার বিমুখ। তিনি কবিতা লিখেছেন প্রচারের জন্য নয়, না লিখে পারেন নি বলে।

"মনের উদ্যান-মাঝে কুসুমের সার

কবিতা-কুসুম রম্য !"

উদ্যানের বৃক্ষশাখে যখন কুসুম কলি ধরে তখন তার জন্য প্রয়াস প্রয়োজন হয় না। সে আপনিই ফুটে ওঠে। প্রদোষ কুসুমের মনের উদ্যানে কখন একটি

ছোট্ট ভাব-কলিকা অঙ্কুরিত হল তার খবর যেন তিনিও সব সময় রাখেন না। তারপর দেখা গেল কাব্য বিধাতা তাঁর লেখনীকে কবির হাতে যুগিয়ে দিয়ে কোন সময় একটি কবিতা কুসুম রত্ন প্রস্ফুটিত করে দিয়েছেন। সেই কুসুম রাজিকে থরে থরে সাজিয়ে একখানি কাব্যগ্রন্থের আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শিরোনাম তার "প ঞ্চ দ ল"।

প্রতিটি দলেই যেমন সেই পুষ্পের বর্ণ, সুবাস, চমৎকারিত্ব, অভিনবত্ব আভাসিত হয়, পঞ্চদলের প্রতিটি দলেই কবিসুন্দর প্রদোষ কুসুম তাঁর কবিতা রচনার সমতাকে, ভাব প্রকাশের কুশলতাকে, উপমা প্রয়োগের সরলতাকে, ছন্দোময়তার মাধুর্যকে সুপ্রকাশিত করেছেন।

সপ্তস্বরা বীণার টঙ্কারে কর্ণ বধির হয় না এই কাব্যে, সুমধুর বংশীধ্বনির একক গভীর নিঃস্বন ক্ষরিত হয় প্রদোষ কুসুমের কবিতায়। একদিকে হৃদয়ের সংহত আবেগ কবিতা হয়ে মুক্তি পায় "আবদ্ধ আবেগ" দলে, আবার বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের লীলা বৈচিত্র্য ধরা পড়ে সুগম্ভীর "নিসর্গ নিমগ্ন" দলে। কোথাও বা স্মৃতির মণিকোঠায় বিধৃত কাব্যে অশ্রু আচ্ছন্ন আবেশে মুখর হয়ে ওঠেন কবি "স্মরণ সৌরভ" দলে; সঙ্গে সঙ্গে বোধ ও বুদ্ধির, ভাব ও ভাবনার রসে জারিত হয়ে কত কথা ভেসে ওঠে "প্রবুদ্ধ প্রলাপ" দলে। প্রতিটি পাপড়িতেই পড়তে পারা যায় কুসুমরত্নের গভীর পরিচয়ের রেখা।

মন্দ মধুর মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই প্রদোষ কুসুমের অধিকাংশ কবিতা। সঙ্গীতের এত কাছে এক একটি চরণের শব্দ মাধুর্য্য যে মনে হয় এখনই সুর সংযোজনা করলে গান হয়ে ঝরে পড়বে শ্রোতার কর্ণে। অকারণ শব্দাড়ম্বর পরিহার করে, কষ্ট কল্পনার মোহজাল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, দুরান্বয়কে সযত্নে সরিয়ে রেখে, প্রতীক বাহুল্যকে কৃতিত্বের নিদর্শন মনে না ক'রে, কবি প্রদোষ কুসুম চারণ কবির মত আপন মনের কথা, আপন জনের কথা, দেশের কথা, দশের কথা, ব্যক্তির কথা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা কবির কলমে, চিত্রকরের তুলিতে, সঙ্গীতকারের বাণীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমন সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর সংযত কবিতা রচনা ইদানিং কালের কবিদের মধ্যে অলভ্য প্রায়। আধুনিক কবি হবার সহজ প্রলোভনকে পরিত্যাগ করে, সহজিয়া কবির মতই তিনি আধুনিক জগতের কথা সরল সপ্রাণ সবল ভাষায় অভিব্যক্ত করেছেন।

পাঁচটি দলে ফুটে-ওঠা এক আশ্চর্য্য কুসুম-রত্ন "পঞ্চদল"। দলের দোলন, কবিতার কোমলতা, ভাষার ভারহীনতা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, উপমার উদারতা প্রতিটি কবিতাকে অতীব সুখপাঠ্য করে তুলেছে। স্রোতস্বিনীর অপ্রতিহত ধারার মত কবিতাগুলি এগিয়ে চলেছে এক ভাব মহাসমুদ্রের অভিমুখে। সেই ভাব, কবি প্রদোষ কুসুমের সত্তায় এক অপূর্ব পরিমণ্ডল রচনা করে চলেছে। ভাব সমুদ্রের তরঙ্গ, কবিতা কুসুমের দল, স্মরণ বীণার স্তিমিত ঝঙ্কার, বিচিত্র রসের বৈভব 'পঞ্চদলের' প্রতিটি কবিতায় ছড়িয়ে আছে।

সুরসিক পাঠক, সহৃদয় সমঝদার, সুসংহত সমালোচক, সুন্দরের সন্ধানী, মাধুর্য্যের মরমী কবিতা আস্বাদকের কাছে "পঞ্চদল" এক বিশেষ সম্ভার। আমাদের অঞ্চলে প্রয়াত স্বভাবকবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের পরে এমন অফুরান কবিতা আর কেউ রচনা করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। সুস্মিত, সুশিক্ষিত কবি সুন্দর প্রদোষ কুসুমের সমগ্র কাব্যজীবন সাধনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে সংকলিত সংগ্রথিত এই 'পঞ্চদল" কাব্যগ্রন্থখানি বাংলার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করবে এই আশা এবং বিশ্বাস প্রকাশ করে, আমার মত অক্ষম ব্যক্তিকে দিয়ে এই ভূমিকা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে—তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে—লেখনীকে এখন বিশ্রাম দিলাম। পরিণত জীবনের প্রাঙ্গণে এসে প্রদোষ কুসুম যে তাঁর কাব্য গ্রন্থখানিকে কাব্য ভারতীর অঙ্গনে নিবেদন করতে পারলেন, তার জন্য প্রকাশিকা, মুদ্রক এবং উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

ঃ কবির কথা ঃ

আমার সাহিত্য-সাধনার শুরু, যখন আমার বয়স দশ বৎসর।

আমি জন্মলাভ ক'রেছি বাংলা ১২ই বৈশাখ, ১৩২৬ সন শুক্রবারে ইংরাজী ২৫শে এপ্রিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয় খিদিরপুরে "কবি রঙ্গলাল (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) কুটিরে।" আমার পিতৃ ও পিতামহের বাসভূমি হ'ল হুগলী জেলার ভদ্রকালী গ্রামে।

সাহিত্য আছে আমার রক্তে, আমার প্রাণে। কারণ, আমার পিতামহ ৺নৃসিংহ রাম মুখোপাধ্যায়, কাব্যসিন্ধু মহাশয় ছিলেন আজীবন সাহিত্য-সেবী, সাহিত্যগত প্রাণ। তিনি কোনদিন পরের দাসত্ব করেন নি। তিনি বিবাহ করেছিলেন উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার পুণ্যশ্লোক ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদৌহিত্রী ৺সৌদামিনী দেবীকে। মুদ্রণ বিষয়ে একদকালে, নিজের বাটীতে প্রথম 'Union Press' স্থাপন ক'রে পথিকৃৎ হ'ন।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব হ'লেন ৺রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং মাতৃদেবী ৺কান্তরাণী দেবী।

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহ হ'লেন প্রখ্যাত কবি ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি বিবাহ ক'রেছি খড়দহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দেবরাণী দেবীকে। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ৺শান্তশীলা দেবী হ'লেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পৌত্রী।

মোটামুটি ইহাই আমার বংশ পরিচয়।

আমি শিক্ষালাভ করেছি উত্তরপাড়া গভঃ হাইস্কুলে (অধুনা উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়), উত্তরপাড়া কলেজে (অধুনা রাজা প্যারীমোহন কলেজ) এবং রিপণ কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ।

আমার সাহিত্য-সাধনার উৎস-মূলে আছেন আমার স্বর্গতঃ পিতামহ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি যখন লিখ্‌তে বসি, কে যেন আমায় বসায়, কে যেন আমায় লেখায়। এর পেছনে কোন এক শক্তি যে কাজ করে, তা আমি বেশ বুঝতে পারি। কারণ, কবিতার বিষয়বস্তু আমি পূর্ব্বে ভাবি না বা ভাব্‌তে ভাব্‌তেও লিখিনা। আপ্‌না হ'তেই শুরু হয় এবং একটানা লিখে চলি। কোথায় শুরু, কোথায় বা শেষ, কী হ'বে কবিতার নাম, কিছুই জানি না। শেষ হ'লে দেখি, একটি নবজাতকের সৃষ্টি হ'য়ে একটি নিটোল কবিতার রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন স্বাদের ছন্দযুক্ত, সমিল কবিতা রচনা করেছি। সৃষ্টির অনেক কথাই ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। সে সব চোখে দেখে উপলব্ধি করতে হয়। বহু সাহিত্য-পত্রিকা এবং ধর্ম্ম পত্রিকায় আমার বহু কবিতা,—কোন পত্রিকায় নিয়মিত, কোন কোন পত্রিকায় অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং উচ্চ প্রশংসাও পেয়েছে। যাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল, 'আনন্দ', 'প্রেম প্রবাহ', 'সুদেষ্ণা', 'শিবম্'। এছাড়া 'অয়ন', 'প্রণব', 'শ্রীমা সারদা', 'শতাব্দীর আলো', 'বাসুদেব', 'মুক্তির পথে মানব', 'শীর্ষফলক', 'কণ্ঠস্বর', 'সুনীতি', 'সুহৃদ শরণ', 'শুভ লিপিকা', 'মণি, উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুর ব্লক পত্রিকা প্রভৃতি। আরও বহু স্মারক পত্রিকাতেও স্থান পেয়েছে আমার কবিতা। যেমন, 'মিলনী', 'উত্তরপাড়া গভঃ স্কুল রি-ইউনিয়ন', 'হিতকরী সভা', 'শহীদ ক্ষুদিরাম' প্রভৃতি। উপরিলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কবিতা বর্ত্তমান কাব্যে সংযোজিত করেছি। বহু সভা-সমিতিতে প্রায়ই আমার ডাক আসে, স্বরচিত কবিতা পাঠের। বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ মাফিক কবিতা আবৃত্তি করি এবং প্রশংসাও পাই প্রচুর। সময়ে সময়ে মনে হয়, আমি যেন এক আনন্দ-জগতে বাস করছি। ভারী সুন্দর লাগে।

বিশাল সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মত কয়েক ফোঁটা জলবিন্দু নিয়েই আমার এই কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম প্রয়াস। সহস্র সহস্র কবিতা আমার ভাণ্ডারে আছে, তা' থেকে কীই বা তুলে ধরতে পারলুম আপনাদের সম্মুখে? সাধ

আছে আমার অনেক কিন্তু সীমিত সাধ্যে কুলালো না। তা'র জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যদি আমার সুখের লেখা আপনাদের আনন্দ দিতে পেরে থাকে, দুঃখের লেখা আপনাদের কাঁদাতে পারে, তবেই জানবো আমার লেখা সার্থক, আমি ধন্য। এর পরে, আমি আবার উদ্যোগী হ'বো, আরও কিছু লেখা প্রকাশ করতে। এ বিষয়ে আপনাদের আন্তরিক উৎসাহ ও প্রেরণা এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র মূলধন।

প্রবীণ আধুনিক কবি শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু মহাশয় কোন এক কবি সম্মেলনে, আমার কবিতা পাঠ শুনে, সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "উনি (আমি) একজন প্রাচীন কবি, ছন্দ-যতি-মিল নিয়ে লেখেন।" জানি না কেন, দুর্ব্বোধ্য শব্দে-ভরা, অসম্ভব উপমাযুক্ত, ছন্দ ও মিলহীন আধুনিক কবিতা পড়তে আমার ভালো লাগে না। অবশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা গদ্য কবিতা পুস্তক, 'পুনশ্চ', 'প্রান্তিক', 'পত্রপুট' প্রভৃতি এ পর্য্যায়ে পড়ে না।

এইবার ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পালা। যেটা বাদ দিলে, আমি অপরাধী ও অকৃতজ্ঞই থেকে যাবো।

আমার এই কাব্য-প্রকাশের কাজে সর্ব্বপ্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে প্রবৃত্ত করেছেন, আমার এক ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধুবৎ শুভানুধ্যায়ী শ্রীঅমিয় কুমার ঘোষ। যাঁহার অদম্য উৎসাহ, প্রেরণা ও অপরিসীম পরিশ্রমই উদ্বুদ্ধ করেছে আমাকে এই কাজে নামানোয়, তাঁকে আমার আন্তরিক শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঠিক একই সময়ে, বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমূল্য পরামর্শ আমার কবিতা-বাছাইয়ে ও যথাযথ নামকরণে আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা না জানালে, বিরাট একটা ফাঁক থেকে যায়।

এর পরেই জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ আমার একান্ত শুভেচ্ছু, হাস্যময়, স্বল্পভাষী চিত্রশিল্পী শ্রীনীহার রঞ্জন বসুকে, যিনি আমার কাব্যের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে আমার প্রভূত উপকার করেছেন।

আমার বহু শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে অন্যতম পুত্রপ্রতিম স্নেহাস্পদ, তরুণ কবি শ্রীশ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁকেও আমার শুভেচ্ছা জানাই।

এরপরেই আসে ভদ্রকালী "গীতা আর্ট প্রেস"-এর মালিক, আমার স্নেহভাজন শ্রীঅতুল কুমার বণিক, যিনি আমার পুস্তকের মুদ্রণ-বিষয়ে সমস্ত ভার নিজের কাঁধে নিয়ে, পুস্তক-প্রকাশের পথকে সুগম ক'রে দিয়েছেন, তাঁকে আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে জানাই—অনেক সতর্ক দৃষ্টি ও যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও, মুদ্রণ প্রমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি—যার জন্য আমি পাঠককুলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি এই জীবন-ব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি।

ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

ডাকো যদি তোমরা আমায়
আবার হ'বে দেখা—
ঝুলি-ভরা থাক্‌বে দেখো
ভালোবাসার লেখা॥

ইতি—

বিনীত—

শ্রীপ্রমোদ কুসুম মুখোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হে বৃদ্ধবট	১	প্রথম	দ্বিতীয়	পক্ক	পক্ক
শেষ জীবনে শিমূলতলা	১১	সপ্তম	প্রথম	সুযিা	সূঁযিা
নদী ও সাগর	১৫	নবম	দ্বিতীয়	পশরা	পসরা
ঐ	১৫	একবিংশতি	দ্বিতীয়	ধু	ধূ
ভাবনা	৩১	অষ্টম	দ্বিতীয়	বধূয়া	বধুরা
দেখার আশা	৩১	সপ্তম	তৃতীয়	প'রে	'পরে
ঐ	৩২	নবম	প্রথম	যেন	যেন
ঐ	৩৩	নবম	তৃতীয়	চরণে	চরণে
সোনার ফসল	৩৮	সপ্তদশ	তৃতীয়	আয়না	আয় না
সময় এগিয়ে যায়	৪০	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ফুঁশে	ফুঁসে
লেখার ভবিষ্যৎ	৬৪	ষষ্ঠ	দ্বিতীয়	যাই	যাই
ঐ	৬৫	উনবিংশতি	তৃতীয়	বদ্ধ	বদ্ধ
প্রথম প্রেমের পত্রাবলী	৬৬	একাদশ	প্রথম	কাঁদে নিকো	কাঁদেনিকো

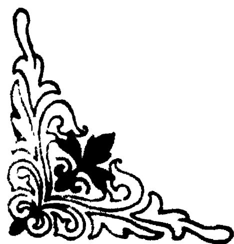
কবিতা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি	৬৮	চতুর্থ	—	ছত্রশেষে পূর্ণচ্ছেদ নেই	পূর্ণচ্ছেদ হবে
ঐ	৬৮	দ্বাদশ	—	ঐ	ঐ
ঐ	৬৮	সপ্তদশ	পঞ্চম	কথা (ভাঙা)	কথা
ঐ	৬৯	দ্বিতীয়	প্রথম	জোছনা	জ্যোছনা
ঐ	৬৯	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়	পূর্ণীমার	পূর্ণিমার
স্মৃতি অতীতের	৬৯	ষষ্ঠ	চতুর্থ	মম	মন
ঐ	৭০	তৃতীয়	তৃতীয়	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
ঐ	৭০	দশম	দ্বিতীয়	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
কবি-বন্ধু প্রয়াণে	৮৩	ষোড়শ	প্রথম	ব্যাপি	ব্যাপী
পুণ্যশ্লোক ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৮৯	একাদশ	দ্বিতীয়	চিকীৎসালয়	চিকিৎসালয়
চির-কিশোর কিশোর কুমার	৯১	সপ্তদশ	তৃতীয়	যে (অস্পষ্ট)	যে
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	৯৭	দ্বাদশ	তৃতীয়	তা'তে	তাহাতে
ছেলেবেলা	১২৫	চতুর্থ	তৃতীয়	তুলি	তুলি
ডব্লু-বিয়োগে	১৩০	পঞ্চম	তৃতীয়	হয় নাকো	হয়নাকো
আশার আলো	১৪১	ষষ্ঠ	প্রথম ও দ্বিতীয়	কাণে কাণে	কানে কানে
ফিরায়োনা তাঁরে	১৪৬	প্রথম	তৃতীয়	কাণা	কানা
৺বিজয়া দশমীতে	১৪৮	অষ্টাদশ	প্রথম	কাণ	কান
কবির সাধ	১৫২	নবম	প্রথম	তুমি (ভাঙা অক্ষর)	তুমি
আত্মদর্শন	১৭০	নবম	প্রথম	আকুলি	আকুলি
রহস্যময়ী	১৭১	দশম	তৃতীয়	কাণে	কানে

কবিতা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হোলি হ্যায়	১৮৬	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়	ফাল্গুনে	ফাগুনে
গোপুরাণী	১৯৬	অষ্টাদশ	তৃতীয়	ধর্বে (অস্পষ্ট)	ধর্বে
ভালোবাসার বাড়ী	২০১	দ্বাদশ	তৃতীয়	পুড়িয়ে (ভাঙা)	পুড়িয়ে
কেরোসিন তেল	২১৪	একবিংশতি	তৃতীয়	বাকি	বাকী
স্বাধীনতার ফটো	২১৯	বিংশতি	পঞ্চম	আসীন (ভাঙা)	আসীন
ঐ	২২০	প্রথম	চতুর্থ	কাণে	কানে
ঐ	২২০	ষষ্ঠ	প্রথম	শান্তি	শান্তি
গুরু দক্ষিণা	২২৬	ত্রয়োদশ	প্রথম	"যা"	"যা"
গীতায় শ্রীভগবান	২৩০	সপ্তম	দ্বিতীয়	বৈকুণ্ঠ	বৈকুণ্ঠ

—□—

নিসর্গ-

নিমগ্ন



কবিতা-কুসুম

আমার কবিতাগুলি
এক একটি কুসুম
ভ্রমর আসিয়া তা'রে
দেয় ঘন চুম্‌।
জন্মিয়াছে কোন কোন
অশ্রুজল হ'তে
এসেছে ভাসিয়া কোন
আনন্দের স্রোতে।
ভালবাসো মোরে যদি
পড়ো সযতনে—
অবহেলা করো যদি
ব্যথা পাবো মনে।

১৪/৭/৯০



হে বৃক্ষবট

জটাজুটধারী পক্কশ্মশ্রুগুম্ফশোভিত
জ্ঞানবৃদ্ধ ধ্যান-সমাহিত
তপস্বীপ্রবর দ্বিশতবর্ষের
অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ মহীরুহকুলের
প্রাকৃতিক অমোঘ বিপর্য্যয়ে
সুবিরাট দেহ ল'য়ে
হ'লে ধরাশায়ী, অশুভ ক্ষণে কোন
ত্যজিয়া ভবের মায়া, ছিঁড়িলে বন্ধন।
পাশেই মন্দির, জাগ্রত ধর্ম্মরাজের
বিরাজিছে হ'য়ে তা' অক্ষত।—
এধারে ওধারে, দোকানের সারি
ছড়ানো ছিটানো আছে বাড়ী
ছিটেফোঁটা ক্ষতি ছাড়া
হয়নি বিরাট কিছু তা'র
একটিও হয়নিক প্রাণহানি
দেখে বড় বিস্ময় জাগে
ভরে মন ঐশী-অনুরাগে।
মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী
কতশত ঘটনার মূক-মৌন
সাক্ষ্যবহ, হে সাক্ষী নীরব
তুমি চ'লে গেলে—
অস্তিত্বের স্মৃতিটুকু ফেলে।
তুমি ছিলে আশ্রয়স্থল
মাথার উপরে ধরি সুবিরাট ছত্রখানি—
ছায়া দিতে, শান্তি দিতে

পথশ্রমে ক্লান্ত পথিকের
মন-প্রাণ শীতল করিতে।
এবে মহাশূন্য, ফাঁকা সেই স্থান
একা কাঁদে, হাহাকার ক'রে।
জানা ও অজানা কত পাখী
সাঁঝে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে
কাটাইত সুখে, তা'র প্রেমিকারে ল'য়ে।
কত জমা কথা হ'ত, কত প্রেম-আলিঙ্গন
কত নিবিড় চুম্বন
দেহে দেহে মধুর মিলন
হ'ত নির্জ্জনে, কত সুখ-সম্ভোগ—
ধূলিসাৎ হ'ল অকস্মাৎ
বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত।
কে কাঁদে দুঃখেতে তব
কা'র চোখ ভ'রে ওঠে জলে ?
তব মর্ম্ম-ব্যথা বুঝে শুধু
অখ্যাত এ-কবি, তাই লিখে চ'লে
তোমার কাহিনী, যা' প'ড়েছে ধরা
কল্পনা-জগতে তা'র।
নাড়া দেয় মনের গভীরে
দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে পড়ে।
লোকমুখে শুনিয়াছি, ধর্ম্মবট
তুমি তো অমর, তব মৃত্যু নাই
তুমি চিরঞ্জীব এ-ধরায়'—
মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে তুমি, বেঁচে র'বে তাই।
হে বৃক্ষবট সুপ্রাচীন, চরণে তোমার
প্রণাম জানায় কবি, শত শত বার।

৩০/৫/৯০

—□—

বনফুলের গান

বনের ফুল বনেই ফুটে
বনেই ঝ'রে যায়।
দেখ্‌লো না কেউ তা'য় ॥
সুবাস তা'র ছড়িয়ে বনে
সৌন্দর্য্য তা'র অকারণে
বৃথাই শোভা পায়।
দেখ্‌লো না কেউ তা'য় ॥
কবরীতে পেল না ঠাঁই
কণ্ঠে কা'রও দুল্‌লোনাই
দিল না কেউ, অর্ঘ্য দেবের পা'য়।
দেখ্‌লো না কেউ তা'য় ॥
তুল্‌লোনা কেউ যতন ক'রে
উঠ্‌লোনাকো সাজি ভ'রে
ভালবেসে দিলনা প্রেমিকায়।
ফুটলো বনে নিরজনে
দেখ্‌লো না কেউ তা'য় ॥
আপন মনে ফুটেই বনে
অনাদরে পড়লো ঝ'রে হায়।
রাখ্‌লো না কেউ তা'র সে খবর
জান্‌লো না কেউ তা'য়।
এম্‌নিভাবেই কত না ফুল
বনেই ঝ'রে যায় ॥

১৩/৩/৮৯



ঝড়ে-পড়া কলাগাছ

আমার বুকের মাঝখানেতে
হ'চ্ছে কী যে যন্ত্রণা
তোমরা যা'রা আছো সুখে
বুঝ্‌বে না'তো বুঝ্‌বে না।
আপন জনে নিয়ে আমি
কর্‌ছিনু ঘর সুখে
কোথেকে এক রাক্ষুসী ঝড়
ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো বুকে।
ঘর-সংসার হ'ল তছনচ্‌
মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে
সবাই মোরা হ'লাম শেষ
ভাঙ্‌লো হাড়ে-গোড়ে।
মোদের দেহ এতই নরম
কেন করলে বিধি
লুটিয়ে পড়ি মাটির বুকে
লাগেই হাওয়া যদি ?
কাচ্চা-বাচ্চা যা'ছিল মোর
সবাই গেল অকালে
ঘুমিয়ে পড়্‌লো শেষ ঘুমেতে
দেখ্‌লোনাকো সকালে।
থাক্‌লে বেঁচে আমার কলাই
দেহে পুষ্টি জোগাতো
পেট ভরিয়ে রসনাকে
তৃপ্তি কত দিত।

বুঝ্‌বেনা কেহ দুঃখ আমার
লিখ্‌বে কবি গান—
যা'র বুকেতে বহেই যাবে
নীরব ব্যথার বান।

১/১২/৮৮



জবা ও চাঁপা

নাই বা থাক্‌লো, গন্ধ জবার
পড়্‌বে মায়ের পা'য়ে
জনম তাহার এই খুশীতে
যাবেই ধন্য হ'য়ে।
টক্‌টকে-লাল রূপে তাহার
করে আলো ঝল্‌মল্‌
দীঘির কালো জলের বুকে
ফোটেই শতদল।
দোলন চাঁপা, গন্ধে রূপে
মন যে কেড়ে নেয়
মহাদেবের মাথায় সে যে
পরম শোভা পায়।
জবা-চাঁপা, দুটি ফুলের
কেউ ছোট নয় জেনো—
মূর্খ যা'রা তর্ক করে
বুঝতে চায়না কেন?

জবা—তুমি রাগ কোরো না
তোমায় ভালবাসি—
চাঁপা—তোমায় ভোলা শক্ত
তাইত ছুটে আসি।
দু'জনেরই বাসা জেনো
এই মনেতে বাঁধা
দোতারাতে, দুই সুরে তাই
কণ্ঠ আমার সাধা।

২৬/৮/৮৮



বৃষ্টির ছবি

তখন দুপুর। সবে ভাত খেয়ে উঠেছি।
আকাশে হঠাৎ মেঘ জম্‌লো।
হয়তো বৃষ্টি হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে এলো
হাওয়া বেশ জোরে। ঝড়ো হাওয়ায়
খানিকটা মেঘ গেল স'রে।
রোদ উঠ্‌লো। আবার কোথা থেকে
এসে গেল মেঘ। শরৎ কালে বর্ষা!
ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে বৃষ্টি নাম্‌লো।
বেশ জোরেই। পায়রাগুলো এসে
জড়ো হয়েছে নারকেল গাছে।

বেলা একটা। এমন সময়ে পিওন
ব'য়ে আন্‌লো বুক পোষ্ট-পাঠানো

এককপি শারদীয় 'শুভলিপিকা'।
বর্দ্ধমান থেকে এসেছে। পায়রাগুলোকে
গম দিলুম। নিমেষের মধ্যে সব
খেয়ে নিয়ে কোথায় উড়ে গেল।
ভাত খাওয়ার পরের টনিকটা
চামচে ক'রে কাপে ঢেলে
খেয়ে নিলুম এক নিঃশ্বাসে—
ঠিক পায়রার গম খাওয়ার মত।
মুখের জর্দ্দা-পানটা আগেই
ফেলে দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিয়েছি।
এবার শারদীয় "শুভ-লিপিকা" টা
একবার উল্টে দেখে নিলুম-আমার
কোন কবিতা বেরিয়েছে কিনা?
দেখলুম নেই। খানিকক্ষণ বাইরে
ব'সে রইলুম চুপচাপ। ছোট ছেলে
তখন দালানে বসে ভাত খাচ্ছে।
ভালো লাগ্‌লো না। ঘরে এসে মশার
জ্বালায় নাইলনের মশারিটা নিজেই
খাটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। বৃষ্টি
তখনো পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়লুম।
ঘুম যখন ভাঙ্‌লো তখন সাড়ে চার্‌টে।
বৃষ্টি প'ড়েই চলেছে। মুখটা ধুয়ে নিয়ে
বাইরের রকে টুল্‌টা পেতে বসলুম।
খানিক পরে বড় বৌমা চা দিয়ে গেলেন।
নিমকি কাঠি-বিস্কুট দিয়ে চা টা মন্দ
লাগলো না। চুমুকে চুমুকে তারিয়ে
তারিয়ে চা খাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে লোক
চল্‌ছে। দেখ্‌ছি সেই দৃশ্য। 'সদার'

বৌ সেজে গুজে ছাতা মাথায় দিয়ে
হাতে একটি পাত্র নিয়ে রোজকার মত
দ্রুত পায়ে দুধ আন্‌তে যাচ্ছে খাটাল
থেকে। দু'একটি তরুণ-তরুণীও
সাইড্‌ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ছাতা মাথায়
মাষ্টারের কাছে পড়্‌তে চলেছে।
বৃষ্টির বিরাম নেই। কতকগুলো কাক
সেই বৃষ্টিতে সামনের গোলাপী রঙের
চার তলা বাড়ীর টি ভি'র এ্যানটেনায়
ব'সে ব'সে ভিজ্‌ছে। এ্যান্‌টেনাটা
হেলে প'ড়েছে। জুঁইগাছের ফাঁকে ফাঁকে
চড়ুইগুলো চুপচাপ ব'সে র'য়েছে
জোড়ায় জোড়ায়। সাইকেল চেপে
ছাতা মাথায় 'রঞ্জিৎ' দুধ নিয়ে
চ'লে গেল। রঙিন সিল্কের ছাপা
শাড়ী প'রে মাঝ-বয়সী এক মাড়োয়ারী
মোটা বৌও দেখি পেছন পেছন দুধ নিয়ে
যাচ্ছে। আমি ব'সে ব'সে দেখছি।
বৃষ্টিতে সব ভিজে গেছে।
মনটা ও ভিজে
গেল না কি? কিছুই যেন আর
ভালো লাগ্‌ছে না। নারকেল গাছ
আর কাঁঠাল গাছ থেকে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে
জল পড়ছে। উঠানের মাঝে মাঝে
খানিকটা ক'রে জল জ'মেছে
বৃষ্টি প'ড়েই চলেছে একটানা
সেই দুপুর থেকে যার হ'য়েছে শুরু।

৮/১০/৮৭

—□—

মহুয়ার মন

প্রেমের রসেতে আমি মশ্‌গুল
মহুয়ার মদেতে মাতাল
প্রেমের জোয়ারে কোথা ভেসে যাই
এক হয় আকাশ-পাতাল।
এক-কণা প্রেম তুমি দিলে
মন-প্রাণ ভরে যে হৃদয়
শিহরণ খেলে যায় দেহে
জানিনাকো কী ক'রে যে হয়!
প্রেম দাও—রাখো এ-মিনতি
আর কিছু চাহিনাকো আমি
নাচি যেন, গাহি তব গান
ওগো মোর, ওগো অন্তর্যামী।
প্রেমের ভিখারী হ'য়ে সদা
দ্বারে দ্বারে যাচিয়া বেড়াই
যদি কেহ এক কণা দেয়
তা'র কাছে নিজেরে বিলাই।
উন্মাদনা জাগে মোর মনে,
সঙ্গ-লোভে হই যে পাগল
ভুলে যাই সব কিছু ওগো
শুনি খালি ধ্বনি যে মাদল।
আদিবাসী হ'তে চাই আমি
নেচে-গেয়ে কাটাব জীবন
সরল সুন্দর হ'বে প্রাণ
মহুয়ার রসে-ভেজা মন।

—□—

৩১/৭/৮৭

শীত এসেছে শীত

বেজায় শীত এসেই গেছে
কড়া মেজাজ নিয়ে
হাড়-কাঁপানো, প্রাণ কাঁপানো
মরছি ঠক্ঠকিয়ে।
পাখীরা সব কুলায় ব'সে
বেরুচ্ছে না কেউ
বাঘেরা সব কোথায় গেল
ঘুমোচ্ছে তাই ফেউ।
মাছরাঙারা মাছ ধরে না
বক বসেছে ধ্যানে
খিদেয় পেট যাচ্ছে জ্ব'লে
মাছপা'বে কোন্‌খানে?
গরীব-গুর্ব্বো পাতা জ্বেলে
গরম করছে দেহ
শীত প'ড়েছে বড্ড এবার
নেই কোন সন্দেহ।
জল জ'মে যে বরফ হ'তে
নেইকো আর দেরী
খেয়াঘাটে যাত্রী কোথায়
বন্ধ তাইতো ফেরি।
শীতের দিনে এসো মোরা
রোদ্দুরেতে ব'সে
মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা
খাই দিব্যি ক'ষে।

৯/১/৮৬



শেষ জীবনে শিমুলতলা

শিমূলতলায় পাইনা কোথাও
দেখ্‌তে শিমূল ফুল
হেথায় খুঁজি, হোথায় খুঁজি
বয়স যে হয় ভুল।
শীতেরদিনে পাহাড় ঘুমায়
বরফ মুড়ি দিয়ে
সূর্যি উঠে ঠাণ্ডা সরায়
লেপটা কেড়ে নিয়ে।
পূবের আকাশ হয় যে তখন
রক্ত-আবীর গোলা
নয়ন জুড়ায়, প্রাণ শীতলায়
হই যে আপন-ভোলা।
মালার মত পাহাড় আছে
ঢেউয়ের পরে ঢেউ
রয় প্রকৃতি মৌন হয়ে
বুঝ্‌বেনাকো কেউ।
পাহাড়-কোলে ঐ দেখা যায়
সাদা বকের সারি—
রোজ সকালে কেউ জানে না
কোথায় দেয় যে পাড়ি!
শ্যামলিমায় ছেয়ে গেছে
সবুজ সমারোহে
পাহাড় আমায় পাগল করে

কী যেন এক মোহে !
কত রকম ফুল যে দেখি
নাম জানি না তা'র
ছোট্ট বটে, গন্ধ নেইকো
রূপ যে চমৎকার !
পাহাড় থেকে শীর্ণা নদী
কতই এসে নামে
চলার পথের পথিক হেথায়
অবাক হয়ে থামে !
বাড়ী থেকে অনেক দূরে
যেথায় আমি আছি
নিজের কাছেই নেইকো যেন
নিজেই কাছাকাছি।
ভুলেই গেছি হেথায় এসে
আমার প্রিয়জনে
কোথায় তা'রা, কেমন আছে
নেইকো আমার মনে।
আর যাবো না, হেথায় র'বো
শেষের পরমায়ু—
যে ক'টা দিন থাকে, নিয়ে
শিমূলতলার বায়ু।

৮/১২/৭১



নদী ও সাগর

নদী আর সাগরেতে
কী যে ব্যবধান
কেই বা বিচার করে
কে করে সন্ধান ?
কী-দুস্তর ভেদ রয়
সাগরে-নদীতে
নদীতে ঝিনুক মেলে
মুক্তা সাগরেতে।
কৃত্তিবাসী রামায়ণে
দস্যু রত্নাকর
রাম—নামে সাধু হ'ন
কুখ্যাত তস্কর।
"রত্নাকর' নাম নিয়ে
দস্যুর মতন
সাগর ও লুকায়ে রাখে
অমূল্য রতন।
নদীতে যতই খোঁজ
মুকুতা কি পা'বে
সাগরের ঝিনুকেতে
মুকুতা মিলিবে।
নদীতে যে ঢেউ ওঠে
উত্তাল সে নয়

সাগরের ঢেউ মনে
এনে দেয় ভয়।
পাহাড়ের বুক চিরে
নদী নেমে আসে
নদী-জলে পথ-ঘাট
জনপদ ভাসে।
অনাদি অনন্ত কাল
ধ'রে সে সাগর
রূপের পশরা ধরে
চোখের উপর।
নদীর যা' পরমায়ু
হয় নিঃশেষ
সাগরেতে মিশে গিয়ে
থাকেনাকো লেশ।
তখন নদীরে কেহ
খুঁজে নাহি পায়
আত্মহারা হ'য়ে সত্ত্বা
সাগরে মিলায়।
ভরা নদী শুষ্ক হয়
খরাতে প্রখর
ধূ ধূ ধূ উত্তাপে ভরা
জাগে বালুচর।
সনাতনী ধর্ম্ম সম
সাগর যে রয়
বাড়া-কমা জল তা'র
কভু নাহি হয়।

গরবে গরবী নদী
সুপেয় জলের
গাছ-পালা ফল আর
সোনা ফসলের।
সাগরের জল শুধু
লবণেতে ভরা
কে যায় মেটাতে তৃষা
তা'র কাছে ত্বরা ?
বাঙালীর প্রিয় মৎস্য
নদীতে ইলিশ
পেয়ে তা'রে রসনা যে
করে নিশ্‌পিশ্‌।
সাগরের মাছ পাই
সাগরেই শুধু
তেলালো সে খেতে লাগে
ভারী সুস্বাদু।
কুলু কুলু স্বরে শান্ত
নদী ব'হে যায়
সাগরের গরজনে
শোণিত শুকায় !
শরীর সারাতে যায়
সমুদ্রের ধারে
তখন নদীর কথা
কা'র মনে পড়ে ?
গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে
শুদ্ধ হয় নর

বিরস বদনে দেখে
নির্ব্বাক সাগর !
যাগ–যজ্ঞ, ধর্ম্ম–কর্ম্ম
যত পূজা আর
গঙ্গাজল আনে সেথা
বিশুদ্ধ আকার।
না মিলুক বিল্বপত্র
গন্ধ-পুষ্প দলে
গঙ্গাপূজা হয় জানি
শুধু গঙ্গাজলে।
নির্ভয়ে নদীতে লোকে
স্নান ক'রে যায়
সাগরে নামিতে দেখি
যেন ভয় পায়।
যতই ফারাক্ থাক্
নদী ও সাগরে
দু'জনাই ভালবাসে
বড় দু'জনারে।
কে ছোট, কে বড়–মোরা
করি সে-বিচার
হাসি পায়, প্রহসন
দেখে বিধাতার।
আমার প্রণাম লহ
নদী ও সাগর—
দোঁহা-দুঁহু মোর কাছে
রসিকা, নাগর।

১৯/৯/৭২

—□—

প্রকৃতির কবিতা

ভালো ক'রে দেখো যদি
দেখিবে আকাশ
অবাক নয়নে আছে চেয়ে,
শিল্পী-চোখ নিয়ে যদি
তন্ন তন্ন ক'রে দেখো—
মনে হ'বে এ-আকাশ
সুন্দর বিরাট একটি কবিতা।

এর কিবা অর্থ কী বলিতে চায়
ছবিটা সুন্দর কিনা
রংটা কেমন, রেখা গুলো
ঠিক কিনা—এ-কবিতা
লেখা যাঁর, তিনি তো শুধু
কবি নন—এক
খেয়ালী প্রকৃতি।

এ-কবিতা প'ড়ে নর-নারী
শিখেছে কত-না
জেনেছে নিজেরে।

সূর্য ওঠার আগে
পূব্ দিক হ'য়ে থাকে লাল—
বেলা হ'লে সেই লাল ছবি
কোথায় মিলায়!

এখন আকাশ নীল
শান্ত, সৌম্য কান্তি তা'র
দুরন্ত ছেলেটা যেন
দাপাদাপি ক'রে
ক্লান্ত হ'য়েছে।
দুপুর বিকাল গিয়ে
সন্ধ্যা ঘনালো—
পশ্চিম আকাশ হ'ল
ঠিক প্রথম পূব্ আকাশের মত লাল।
রাত্রি এসে অন্ধকারে
ঢেকে দিল নভ।
সারাদিনে কতবার
রঙের বদল হয়
নেই তার সময়—অসময়।
কেন এই রং, কেন ঐ রং
কৈফিয়ৎ কেউ বা চায় বলো।
বাদ্শাহী মেজাজ যেন
তোয়াক্কা করে না কারো।
খেয়াল-খুশীতে নিজে চলে
যে-ছবি আঁকুক্না কো—
যে-রঙই দিক্না ছিটিয়ে
সে সদাই নিজে সুন্দর
হ'য়ে ওঠে, নিখুঁত সে-ছবি।
চিরকাল স্থায়ী নয় কভু
জলেতে বুদ্বুদ্ সম
এই উঠে এখুনি মিলায়।

তাই বলি, দেখে নাও
চোখ ভ'রে দেখিতে যা' পাও।

দল বেঁধে মেঘ এসে
আকাশেরে ক'রে দিল কালো।

তারপরে এল বারিধারা।

থেমে গেল জল—
সুনীল আকাশ দেখা গেল
পুনঃ। রৌদ্র এসে ধুয়ে দিল।

রামধনু উঠিল আকাশে।

কী বিচিত্র রং তা'র
কী যে তা'র অপরূপ শোভা!

কোথা গেল রামধনু
কোথা তা'র রাশিরাশি
বর্ণের পশরা—
কে হরিল, কোথায় মিশিল?

আকাশ তো দেখে অনিমিখে
সকলের 'পরে তা'র
সমান চাহনি—কম নয়।

বেশী নয়। তুমিও দেখো না
ভালো ক'রে, সব মন দিয়ে।

কত ছবি এঁকে চলে
কত ছবি ঝ'রে যায়
মিশে যায় বিস্মৃতি-অতলে।

আবার সে ছবি আঁকে—
রং তার অফুরান্,
অকুলান হয়নাকো ভাব,
অসংখ্য তাহার তুলি,
সরু, মোটা, মাঝারিধরণ—
canvas অসীম আদিগন্ত।
দেখো তুমি. ভালো ক'রে দেখো
আকাশেরে—পাবে সুখ,
পাবে শান্তি, মন ভ'রে যাবে
নির্মল আনন্দে-হবে আত্মহারা-
ডুবে যাবে তাহার অন্তরে
গভীর অতলে।
বিরহী আকাশ খোঁজে
মনের মানুষ, খোঁজে
তা'র প্রেয়সীরে—পায়নাকো
মিল—শুধু খোঁজে আর
চেয়ে থাকে—হতাশ নয়ন—
ঠিক আমারই মতন—
খুঁজি আর খুঁজি—
যা'রে চাই, মন আর
প্রাণ দিয়ে—মেলে না
মেলে না তাহার দেখা—
তবু খুঁজি আর দিন গ'ণে
থাকি প্রতীক্ষায়—
বিরহী আকাশ সম।



১৪/৩/৭২

রূপের যাদু

মেঘ-বালারা শুয়ে আছে
যুবক-পাহাড় বুকে
একটানা ঘুম দিচ্ছে তা'রা
পরম মহাসুখে।
নীল পাহাড় তো আনন্দেতে
মেঘকে কোলে নিয়ে
কইছেনাকো কোনই কথা
শুধুই রহে চেয়ে।
কী অপরূপ মেঘের খেলা
সারা আকাশ জুড়ে—
দোল দিয়ে যায় আমায় দেখি
দেয় সে হৃদয় ভ'রে।
কা'র সাথে এর দিই তুলনা
নেইকো ইহার জুড়ি
সব কিছুই যে, হার মেনে যায়
ভাঙেই জারি জুরি।
কবি শুধুই দু'চোখ ভ'রে
দেখে পরম শোভা
সৃষ্টি যাহার এই ধরণী
সবার মনোলোভা।
ভাষা কবি হারিয়ে ফেলে
ভাব খেলে যায় মনে
অরূপ তোমার মন্ত্র বলে
রূপের যাদুগুণে।

নৈনীতাল
২২/৬/৮০
পঞ্চদশ



প্রকৃতির প্রেম

রাত থেকে বাদলের ধারা
ঝ'রে পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে
পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি, দেখিনু প্রথম
সন্ধানী দুই চোখ ভ'রে।
ঢেকে গেছে পাহাড়ের দেহ
কুয়াশার ধোঁয়া-আবরণে
শুধু চেয়ে থাকা ছাড়া নেই
কোন কাজ মোর এই ক্ষণে।
অঝোরে ঝরিছে বৃষ্টি
থামিবেনা, মনে হয় ধারা
দেহে-মনে আলোড়ন তুলে
চারিধারে জাগায় যে সাড়া।
এ-বাদল নয়নে পড়েনি
এর রূপ কখনো লিখিনি
এর ভাব কখনো আসেনি
কল্পনায় আগে তো দেখিনি!
থেমে গেল ভয়াল বাদল
পরিষ্কার আকাশের রূপ
কোথা হ'তে দেববালা আসি
জ্বেলে গেল সুবাসিত ধূপ?

রবি তা'র এখনো ঝিলিক্
দিতে কেন ধরায় আসে নি
পাহাড় তো স্নান-সমাপনে
প্রিয়তমে ভালো তো বাসে নি।
প্রকৃতির প্রেমের এ-ধারা
জীবনে কি আসিবে আবার
খুঁজে খুঁজে হ'য়েছি হতাশ
তবু আমি খুঁজি বারবার।
প্রেম তুমি ধরা দিয়ে মোরে
চিরকাল মোর বুকে থাকো
যে-নামেতে খুশী হও তুমি
সেই নামে বারে বারে ডাকো।

নৈনীতাল
২৫/৬/৮০



নির্বিকার

সারাদিন মেঘ খেলা করে
শুয়ে-থাকা পাহাড়ের সাথে
এই দেখি কোলে শুয়ে আছে
ঐ দেখি চ'ড়েছে মাথাতে।
এ-খেলা মজার খেলা কত
বলো আমি, জানাই কাহাকে
এই দেখি পাহাড়ের ছবি
কোথা থেকে মেঘ এসে ঢাকে।

যোগী-সম রূপ, ধ্যান-গম্ভীর
ধীর, স্থির, মৌনী হ'য়ে আছে
দূর হ'তে দেখে, ভয় পাই মনে
ধ্যান ভেঙ্গে দেয় মেঘ পাছে।
মেঘবালা খেলা করে নানান্ ধরণে
পাহাড়েরও রূপ বদ্‌লায়
ব'সে ব'সে এই কবি লিখে চলে শুধু
নয়নেতে যাহা আসে যায়।
পাষাণ যে এত রূপ ধরে
এত আছে রহস্য যে বুকে
স্থাণু, জড়, নিশ্চল পাহাড়ে
কত রঙ্গে ঘুমায় সে সুখে।
কখনো ধূসর, কখনো বা নীল
কখনো দেখি যে সাদা
কখনো বা দেখি, লোপ ক'রে দেয়
মেঘ জ'মে একগাদা।
নেই কোন দুঃখ-ক্ষোভ কিছু
নেই কোন মান-অভিমান
পাহাড় তো নির্বিকার সদা
তা'র কাছে সবাই সমান।

নৈনীতাল
২৬/৬/৮০



একাত্মতা

বিরাট আকাশ দেখি
মেঘেতে ঢাকা
কোথায় পাহাড় গেল
যায় না দেখা।
প্রকৃতি বিষণ্ণ যেন
কেন কি জানি
মনেতে আমারও সুখ
নেই তা' মানি।
ধূসর আকাশ দেখি
কি ভাবিছে মনে
প্রিয়া তা'র নিরুদ্দেশ
ক'বেই কে জানে?
আমিও ভাবি যে 'বসে
শুধু একেলা
কত ছবি মনে মোর
করে যে খেলা!
ও আকাশ, তুমি মোরে
সঙ্গী ক'রে নাও
আমিও তোমারি মত—
সঙ্গ শুধু দাও।

এসো মোরা গল্প করি
সুখ-দুখ নিয়ে
হাল্কা হ'য়ে যাক্ মন
কালি যাক্ ধুয়ে।
বাস্তব কল্পনা সাথে
এক হ'য়ে গেলে
স্বর্গ থাকে না স্বর্গে
মর্ত্তো এসে মিলে।



নৈনীতাল
২৯/৬/৮০

পাহাড়ী ফুল

আমি যদি পাহাড়ী হ'তেম।
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে
পাহাড়ীয়া গান গেয়ে
পাহাড়েই থেকে যে যেতেম
পাহাড়ের ছেলে হ'য়ে
পাহাড়িনী খুঁজে নিয়ে
পাহাড়েই বাসা বাঁধতেম।
পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে
পাহাড়ের মজা লুটে
পাহাড়েই ভেসে বেড়াতেম।

মেঘের সাথেতে আমি
ক'রে মিতালী—
আকাশের পানে মোর
নয়ন মেলি—
প্রেমের কবিতা আমি কত লিখ্‌তেম।

আমি যদি পাহাড়ী হ'তেম॥

পাহাড় নিয়েছে মোর
হৃদয় কেড়ে—
পাহাড়ী ফুলের গন্ধ
আছে মন জুড়ে।
পাহাড় ছাড়িয়া আমি
যাবো না কোথাও
পাহাড়েই হ'তে চাই
আমি যে উধাও।
পাহাড়েই সংসার আমি পাত্‌তেম্‌।

আমি যদি পাহাড়ী হ'তেম॥

অনুরোধ জানাই তোমায়
তুমি যেন ছেড়ো না মোরে
ভালোবেসে ফেলে তুমি
যেয়োনাকো স'রে।

আমি ভালবাসি
তুমি ভালবেসো মোরে॥

কত যে আনন্দ দাও
কী করে জানাই—
ভাব এসে ভীড় করে
ভাষা নাহি পাই।
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে পাহাড়ী হ'তেম
পাহাড় ছাড়িয়া আমি, কোথা না যেতেম

নৈনীতাল
১/৭/৮০



প্রকৃতি

নিত্যকার মত আমি
দেখি যে পাহাড়
আর দেখি কত-না যে
মেঘের বাহার!
চেয়ারেতে ব'সে দেখি
সমুখ বাগানে
ফুটিয়াছে রাইবেল
আর লাল জবা
কী সুন্দর অপরূপ
কত মনোলোভা!
একধারে গোলঞ্চ ফুল
অন্যধারে গরবী গোলাপ
কবি-মন বকে কি প্রলাপ!

মোরগ-মোরগী গেল ঘুরে
রাজ হাঁস প্যাক্ প্যাক্ করে।

কত পাখী ছোট ছোট
ঝাঁকে ঝাঁকে গাছে এসে বসে—
অবোধ্য ভাষায় তা'রা
কত কি প্রকাশে!

ধান-গাছ বুকে ক'রে
শুয়ে আছে মাঠ
সবুজের ছড়াছড়ি
বনরাজি-হাট।

চন্দ্রাতপ-সম যেন
মাথার উপরে নীলাকাশ
কিবা রূপ ম'রি মরি
ব'হে যায় পাহাড়ী বাতাস!



নৈনীতাল
১০/৭/৮০

ভাবনা

পাহাড়—পাহাড়—পাহাড়
ঘিরিয়াছে মোর চারিধার।
মেঘ—মেঘ—মেঘ
কোথা গেল মনের আবেগ ?
আকাশ—আকাশ—আকাশ
জোরে বহে মাতাল বাতাস।
মাঠ—মাঠ—মাঠ
পাহাড়ী বধূয়া যায় হাট।
মোরগেরা মোরগীকে ধাওয়া ক'রে আসে
রাজহাঁস হংসী নিয়ে সুখে জলে ভাসে।
বন—বন—বন
মন মোর হয় উচাটন।
গরু ও মহিষ চরে মাঠে
পাহাড়ী মেয়েরা ধান কাটে।
অবিরাম ঝ'রে পড়ে জল
পথ-ঘাট হয় যে পিছল।
নীরসেরে কবি ক'রে তোলে
থরে থরে পদ্ম ফোটে জলে।
তোমার সৃষ্টির মাঝে, তোমারেই খুঁজি
অলক্ষ্যে লুকায়ে থেকে, হাসো তুমি বুঝি!

—□—

নৈনীতাল
১৩/৭/৮০
পঞ্চদল

দেখার আশা

হে ভূধর, গিরিরাজ
তুমি কি উঠেছ আজ
সুনীল সাগরে স্নান ক'রে ?
তাই তব এত শোভা
তাই এত মনোলোভা
দেখি আমি দু'নয়ন ভ'রে।
তোমার শিরের প'রে
মেঘেরা বিরাজ করে
যেন ঠিক বরফের মত ;
ফিরিতে চাহে না তাই
যতই ফেরাতে চাই
আঁখি দুটি দেখে অবিরত।
মগ্ন তুমি যাঁর ধ্যানে
আমি চেয়ে তাঁর পানে,
জানি আমি, দেখা পাও তাঁর ;
আমি অতি ভাগ্যহীন
ডেকে ডেকে গলা ক্ষীণ
তাঁর দেখা মেলে না আমার।
জানিনাকো ক'বে তিনি
দেখা দেবে গুণমণি
সার্থক হ'বে এ-জীবন ;

দিন-রাত তাঁরই লাগি
এ-পরাণ আছে জাগি
শবরীর প্রতীক্ষা মতন।
এসো সখা দীনবন্ধু
পার করো ভবসিন্ধু
দেখা দিয়ে মোরে একবার ;
দেখা পেলে তব আমি
ওগো মোর অন্তর্যামী
প'ড়ে রবো চরণে তোমার।



নৈনীতাল
২৫/৭/৮০

সমাপ্তি

মেঘ ও পাহাড় ল'য়ে
কত যে কবিতা
লিখিনু, জানি না আমি
কে কা'র বনিতা ?
যত লিখি মনে হয়
কিছু লিখি নাই
আশা জাগে, এর মাঝে
যদি তোমা পাই।

পাহাড়, তোমার পানে
যখনই দেখি
মনে হয়, তুমি খাঁটি
আর সব মেকি।
না-জানি, সে শক্তি কত
ধরে ধরা মাঝে
যে তোমারে সৃষ্টি ক'রে
তোমাতে বিরাজে।
তখনই নিজেরে ভাবি
কত ক্ষুদ্র আমি
কত বড় তুমি হও
হে জীবন স্বামি!
পলকে করিতে পারো
অপূর্ব্ব সৃজন
বিনাশও করিতে পারো
পলকে সাধন।
যা' হ'য়েছে, যা' যেতেছে
জন্ম—মৃত্যু-খেলা
সকলেরই মূল্য আছে
নহে হেলা-ফেলা।
আমি শুধু মূল্যহীন
হ'য়ে আছি বোঝা
শেষ হ'বে ক'বে মোর
তোমাকেই খোঁজা।
তোমাকে দেখিতে পাবো
কবে তুমি বলো
শান্তি পাবে এই মন
নিরখি নির্ম্মল?

জুড়াবে আমার প্রাণ
জুড়াবে নয়ন
জুড়াবে সকল দেহ
জুড়াবে জীবন।
যেতে চাই সেই দিন
এই ধরা ছেড়ে
তখনি শমন যেন
নিয়ে যায় কেড়ে।



নৈনীতাল
১২/৮/৮০



আবদ্ধ আবেগ



ঝরিবার আগে

কুঁড়ি থেকে ফুটেছিল
যেদিন কুসুম
দেখে নাই কেহ তা'রে
চোখে ছিল ঘুম।
ছিল শোভা-সৌরভ
একাকী নির্জ্জনে
ছিল মগ্ন তপস্যায়
কা'র যেন ধ্যানে।
অবহেলা অনাদর
ভাগ্যে জুটেছিল
দীর্ঘশ্বাসে আপনি সে
আপনি শুকালো।
ঝরিবার আগে যদি
সুবাস বিলায়
সে-সুবাস মাতাবেই
জানি পরমায়।



১২/৬/৯০

সোনার ফসল

নতুন ধানে সোনার ফসল
ফ'লেছে ভাই ফ'লেছে
দেখ্‌বি যদি আয় ছুটে আয়
সোনায় সোনায় ভ'রেছে।
গান গেয়ে ধান, তুল্‌বো ঘরে
মরাই যাবে ভ'রে
ভাব্‌লে মনে, মনের ময়ূর
নাচে পেখম ধ'রে।
আনন্দে আর ঘুম আসে না
জেগে কাটাই রাত
তন্দ্রা-ঘোরে প্রিয়ার সাথে
হ'বে কি সাক্ষাৎ?
পেট ভ'রে ভাত খেতেই পাবো
এবার দুই বেলা
পর্‌তে পা'বো পিরাণ-ধুতি
এ-নয় মিছে বলা।
সবাই মিলে, আয়না রে ভাই
আনন্দেতে নাচি
গান গেয়ে হাত ধ'রে সবে

বাঁচার মত বাঁচি।
সোনায় সোনায় উঠবে ভ'রে
মোদের চালা ঘর
তাঁর করুণার নেই তুলনা
এতো তাঁরই বর।

২৬/৭/৮৯ 

সময় এগিয়ে যায়

সময় এগিয়ে যায়।
আগেকার স্মৃতিগুলো
ফিরিবে না হায়!!
মনে পড়ে শৈশবের
খেলাধূলা কত
কত সুখ, কত দুখ
আসে অবিরত।
কৈশোরের কতই না
ছিল সঙ্গী-সাথী
কেটেছে তা'দের নিয়ে
কত দিন-রাতি!
মনেতে ছিল না পাপ
ছিল শুদ্ধ প্রেম
কামনা ছিল না তাহে
নিকষিত হেম।

যৌবনের দুষ্ট কাম
করেনি পাগল
রূপে ফুঁসে ওঠেনিকো
সমুদ্রের জল।
কোথা গেল দিনগুলো
কোথা আমি আছি
একা ভাবি, মরণের
এসে কাছাকাছি।
স্মৃতি এসে ঢেউ তোলে
হাসি-কান্নায়—
দাঁড়ায় না—সময় সে
এগিয়েই যায়।



১৩/৭/৮৯

আমার আশা

যা' দিয়েছ আমায় প্রভু
যা' দাও তুমি মোরে
তাই নিয়ে তো আনন্দেতে
আছে এ-প্রাণ ভ'রে।
তোমার দেওয়ার নেই তো সীমা
তুলনা নেই তা'র
অযাচিতেই এসে পড়ে
তোমার উপহার।

তোমার কাজেই ডুবে থাকি
নেইকো অবসর
তোমার কৃপা পাবো ব'লে
আশায় করি ভর।
ক'বে তুমি সাম্‌নে এসে
আমায় দেখা দেবে
বলো আমায়, সেই সে সুদিন
ক'বে আমার হবে ?
ক'বে তোমার ভিড়্‌বে তরী
এসে জীবন-কূলে
ক'বে আমায় কৃপাক'রে
নেবেই বলো তুলে ?
এই অভাজন পা'বে ক'বে
চরণ-পদ্মে ঠাঁই
করবে ক্ষমা মোর অপরাধ
আর কিছু না চাই।

—□—

১১/৭/৮৯

সুস্বাগতম্, হে চিরনূতন

নতুন বছর এলো রে জীবনে
নতুন বছর এলো—
শঙ্খ বাজা, দে উলু দে
প্রাণ যে ফিরে পেল।
নতুন বছর, এসো তুমি এসো
হৃদয়-দুয়ার খোলা—
সুখ নিয়ে এসো, শান্তি নিয়ে এসো
নিয়ে এসো ভ'রে ডালা।
পুরানো বছরে দিয়াছি বিদায়
দেখিতে চাই না মুখ
সারাটি বছর, সে শুধু দিয়েছে
বুক-ফাটা ভরা দুখ্।
তাইতো তোমায় স্বাগত জানাই
ফোটাও সুখের হাসি
মনের বাগানে সুরভি ছড়াক্
নানা ফুল রাশি রাশি।
সুখে-সমৃদ্ধে ভরুক্ পৃথিবী
শোক-তাপ যাক্ দূরে
বংশীধারীর বংশীধ্বনি
বাজুক মধুর সুরে।

প্রথম রবির নতুন আলোক
সিনান্ করালো মোরে
আনন্দে তাই নাচেরে হৃদয়
যাই আনন্দে ভ'রে।
নতুন গান শোনায় যে পাখী
নতুন আশা জাগায় তা' কি
সবই নতুন লাগে—
নতুন আকাশ নতুন বাতাস
নতুন ফুলের নতুন সুবাস
নতুন নেশা জাগে।
এই ধরণী হ'ল নতুন
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা ঝরে
গহন কানন নতুন হয়ে
দুই চোখেতে ধরা পড়ে।
ফুল-বাগিচায় ফুলের টানেতে
মধু খেতে আসে অলি
নতুন জীবন খুলে সে দিয়েছে
অনুরাগ—দ্বারগুলি।
নতুনে নতুনে হয় কোলাকুলি
নতুন আবেশে মেতে
বাহিরিয়া আসে নতুন, নতুনে
নতুন করিয়া পেতে।
তুমিও নতুন, আমিও নতুন
নতুন দেয় যে কোল্—
নতুন গানেতে নতুন সুরেরা
তোলে যে নতুন বোল্।

নতুন বছর এসেছে আজিকে
নতুন রবিরে নিয়ে—
প্রণমি তোমায়, বরণ করি যে
সারা মন-প্রাণ দিয়ে।



১৪/৪/৮৯

ভালবাসি ভালবাসে

কণ্ঠে আমার নেইকো সুর
গান তবুও ভালবাসি
আমায় কেহ ঠেল্‌লে দূরেও
আমি কিন্তু কাছে আসি।
ভালবাসি সব মানুষে
তা'দের ভাবি আমার লোক
ব্যথা পেলেও প্রতিদানে
হাসি দিয়ে ভুলাই শোক।
দিন দু'য়েকের তরে এসে
শত্রু হ'য়ে কেন যাবো
খেল্‌বো খেলা সবার সনে
একটি মালায় গাঁথা রবো।

খেলার শেষে যেতেই হ'বে
ওপার হ'তে এলেই ডাক
সব কিছুই তো প'ড়ে রবে
ভালবাসা তোলা থাক্।
কেউ হাস্‌বে, কাঁদবে বা কেউ
আমার কিছু যায় না আসে
আমি জানি, "ভালবাসি—
সবাই আমায় ভালবাসে।"

৩/১/৮৯



নতুন প্রিয়া

কী সুন্দর, কী মধুর
মিষ্টি এ-সকাল
নতুন সূর্য্য আজ উঠেছে
ছড়িয়ে কিরণ জাল।
কী সুন্দর এ-সকাল ॥

কী আনন্দ, কী আনন্দ
কী আনন্দ মনে
নতুন কবিতা জন্ম নিল
নতুন শুভক্ষণে।
কী আনন্দ মনে ॥

কী মিষ্টি, কী মিষ্টি
কী মিষ্টি এ-সকাল
প্রিয়া আমার হারিয়ে গেছে
কোথায় যেন কাল।
কী মিষ্টি এ-সকাল ॥

আজ এসেছে নতুন প্রিয়া
নতুন প্রেম নিয়ে
মন ভোলাবো কেমন ক'রে
নতুন কী যে দিয়ে ?

আমার আছে মিষ্টি চুমা
মিষ্টি আলিঙ্গন
তাই দিয়ে আজ ভরিয়ে দেবো
নতুন প্রিয়ার মন।



১/১/৮৯

অভিশপ্ত বছর

পুরানো বছর, জীর্ণ বছর
যাও তুমি চ'লে যাও
ঐ পোড়া মুখ দেখিবে না কেহ
মাড়াবে না ছায়াটাও।
সারাটি বছর, কত খুন হ'ল
মারা গেল কত শত
হিসাবের খাতা ভরে গেছে সব
আঁখি জলে অবিরত।
কত জননী যে, হারায়ে পুত্র
কত পত্নী তা'র স্বামী
প্রিয় পরিজন, খালি ক'রে বুক
কাঁদে যে দিবস যামি।
তুমি থাকা-কালে, ভালো কী হয়েছে,
চারিধারে হাহাকার
ভূমিকম্পে আর বন্যা-কবলে
রোগে হ'ল ছারখার।
বিষাক্ত ক্ষতে ভরে গেছে দেহ
মনেতে আগুন জ্বলে
কত সংসার পুড়ে ছাই হ'ল
কে নেভাবে দিয়ে জলে ?

নতুন বছর, স্বাগত জানাই
আনন্দ-ডালি নিয়ে
এসো এসো এসো, হাসি মুখে এসো
ব'সে আছি পথ চেয়ে।

—□—

৩১/১২/৮৮

পথ

পথে পথেই জীবন গেল
মিললো নাকো দিশা
তবু পথেই ঘুর্‌ছি আমি
মেটাতে মোর নেশা।
সঠিক পথে চল্‌ছি কি না
কে ব'লে গো দেবে
বিপথেতে যাচ্ছি না তো
ভয় হয় তা' ভেবে।
এই পথেতেই পেয়েছি, আর
হারিয়েছি ও অনেক
এ-পথ তবু ছাড়্‌ছি নাকো
এলেও বাধা শতেক।

ওগো পথের মালিক আমার
লহ গো প্রণাম
পথের ধূলায় পথের মাঝে
আমায় রাখিলাম।
তোল যদি আমায় তুমি
উঠ্‌বো আমি তবে
নইলে জেনো, এই আমি যে
ধূলায় পড়ে র'বে।
পথের তোমার শেষ আছে কি
শেষ যেন না হয়
পথ থেকেই তো কুড়িয়ে নেব
পথের সঞ্চয়।
ঘুরতে ঘুরতে তোমার যদি
হঠাৎ দেখা পাই
সেই তো হ'বে পরম পাওয়া
আর কিছু না চাই।

—□—

৩/১২/৮৮

এই জীবনের আশা

কি কর্‌তে এসেছিলুম
গেলুম কী যে ক'রে
ভেবে কোন কূল না পাই
ভেবেই মন যে মরে।

করার ছিল অনেক কিছু
কোন্‌টা কর্‌বো তাই
মন কিছুতেই সায় দিল না
কাট্‌লো যে বৃথাই।

কিছুই তাইতো পেলাম নাকো
দিলাম নাকো ব'লে
এখন শুধুই ব্যথার ঢেউয়ে
দুল্‌ছি চোখের জলে।

এখান থেকে যখন যাবো
কে রাখ্‌বে মনে
ফুল ফুটে, ফুল ঝ'রেই যাবে
নীরব নিরজনে।

আবার যখন আস্‌বো হেথায়
মিট্‌বে মনের আশা
কর্‌বো সফল স্বপ্ন আমার
বিলিয়ে ভালবাসা।

বেছে নেবো মনের মিতা
রূপের ডালি নিয়ে—
জীবন-ভোর যে ব'সে আছে
আমার পথ চেয়ে।

শেষ হ'য়ে মোর এলো জীবন
আর কটা দিন বাকী
কেমন করে কাটাই বলো
কী নিয়ে গো থাকি ?

আমার লেখা পড়বে না কেউ
ব্যথার কথা জানবে না
কলম তবু চলবে লিখেই
কোন দিনই থামবে না।

এই জীবনের আশা আমার
এই জীবনের আশা—
পর জন্মে আসবো নিয়ে
শুধুই ভালবাসা।

২৮/১১/৮৮



মৃত্যু

কী ভয়াল মৃত্যু ওগো
কী ভীষণ দংশন তব
কত রূপ ধ'রে আসো
নিত্য তুমি, কত নব নব !
কী যাতনা দাও নরে
দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারো
অসাধ্য কিছুই নয়
সব তুমি পারো।
জন্ম - মৃত্যু তরণীতে
যাত্রী মোরা ভাসি
ভরা দুঃখ, ভরা কষ্ট
ভরা রাশি রাশি।
দেখিব তোমায় মৃত্যু
দেখিব জীবনে একবার
জানি তুমি একটি জীবনে
হানা নাহি দাও বারবার।
নিজেকে তুমি কি, সুন্দর ভাবো
শ্রেষ্ঠ এই জীবনের চেয়ে
কেন মোরা মিছে ভয় পাই
আসো যবে জীবনেরে খেয়ে ?

এসো মৃত্যু, এসো কাছে
করো তুমি, করো আলিঙ্গন
কঠোর বাস্তব সত্য
নহ তুমি অলীক স্বপন।



৬/৯/৮৮

প্রথম দেখা

মন থেকে মোর, তোমার স্মৃতি
মুছেই ফেল্‌তে চাই
যা' পেয়েছি কাছে তোমার
ভুলেই যেন যাই।
অবহেলা যতই করো
করোই অপমান
লাঞ্ছনা সব, পাচ্ছি যাহা
জানি প্রভুর দান।
নিজে হ'তে যা' সুখ তুমি
দিয়েছ হাসি মুখে
সে-সুখ এখন, তীর হ'য়ে যে
বিঁধ্‌ছে আমার বুকে!

এখন বুঝি, ভুল ক'রে যে
তোমায় ভালবাসা
উজাড় ক'রে দিয়ে, ছিল
অনেক পাবার আশা।
সে-সব আশা পুড়েই গিয়ে
আছে শুধুই ছাই
তোমায় পাবার আশা কোন
এ-মোর বুকে নাই।
পথের বাঁকে আলাপ-হওয়া
থাকে কতক্ষণ
যে যা'র পথে, চ'লে গেলেই
ভোলে সবই মন।
তোমায় ঘিরে স্বপ্ন কতই
দেখেছিলেম আমি
বাস্তবে তা' চূর্ণ হ'য়ে
জীবন গেল থামি।
তোমায় নিয়ে নিরালাতে
বাঁধনু সুখের ঘর
ভেঙে দিল সে-ঘর আমার
দুরন্ত এক ঝড়!
প'ড়ে আছি একলা এবে
আঁধার পথের ধারে
মুদি আঁখি, জলেই ভরা
সবার অগোচরে।

প্রথম যেদিন দেখেছিনু
আজ পড়ে তা' মনে
প্রথম ভালবাসার কথা
ভুলেছি কোন্ ক্ষণে।



২১/৫/৮৮

স্ত্রীর শোক

আমায় হেথায় ফেলে রেখে
কোথায় গেলে চ'লে
যাবার সময় একটি কথাও
কাকেও নাহি ব'লে ?
আমায় তুমি ভুলে গেলে
কেমন তোমার মন
ভুললে ভালবাসা আর
মধুর আলাপন !
কাটিয়ে গেলে অনায়াসে
কেমন ক'রে মায়া—
কা'র কাছেতে থাকবে বলো
তোমার স্নেহের "টুয়া" ?

আমার খেলা শেষের আগে
  ভাঙ্‌লে তোমার খেলা
কেমন ক'রে চ'লেই গেলে
  করলে অবহেলা ?
তোমার মত জীবন-সাথী
  কোথায় আমি পা'বো
শান্তি কোথায়, দাও বলে দাও
  যাঁর কাছেতে যাবো।
কর্ত্তব্যেতে অবিচল
  তেজ ছিল তো মনে
কখনো হটিতে তোমা
  দেখিনি পিছনে।
কাজ, কাজ, কাজ নিয়ে
  কাজে সর্ব্বক্ষণ
কাজেতেই দেখেছি তো
  ডুবে যেত মন।
সৌম্যকান্ত ছিলে তুমি
  শান্তিপ্রিয় লোক
যখনি এ-কথা ভাবি
  বেড়ে যায় শোক।
সব দায়িত্ব চাপিয়ে গেলে
  অশক্ত মোর ঘাড়ে
সঙ্গে থেকো, যাতে শক্তি
  দেহ-মনের বাড়ে।

পরমগুরু হে মোর স্বামী
শ্রীপাদপদ্মে ঠাঁই—
দাও আমারে, তুমি ছাড়া
আর যে কেহ নাই !
বিদেহী তোমার আত্মা
শান্তি যেন পায়—
গুরুদেবে ভাগ্যহীনা
কামনা জানায়।
সূর্য্যসম উজ্জ্বল
হোক্ "দুর্গা" নাম—
শ্রদ্ধানত হ'য়ে মোরা
জানাই প্রণাম।



১৬/৪/৮৮

তোমায় চেনা

যদি তোমায় পেতাম আগে
জীবন-সঙ্গী রূপে
ভরিয়ে দিতাম লেখায় লেখায়
হাসি-ঝল্‌কানো বুকে।
ভাগ্য নেহাৎ মন্দ ব'লেই
জীবন-শেষের দিনে
হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল
নিলাম তোমায় চিনে।
জীবন আমার বদ্‌লে গেল
এক ঘেয়ে একটানা—
নতুন রূপে কল্পনা মোর
মেল্‌লো নভে ডানা।
উড়েই এখন চল্‌ছি শুধু
নেইকো বিরাম-ছেদ
কলম আমার নেইকো থেমে
নেইকো ক্লান্তি-খেদ।
তোমায় নিয়েই বিভোর হ'য়ে
স্বপ্নের জাল-বোনা
কত রূপেই দেখ্‌ছি তোমায়
ওগো আমার সোনা।

তোমার গুণের নেইকো সীমা
নিজেই নিজের পরিচয়
এ-চোখ তোমায় দেখ্‌লে পরেই
কেনই বলো মুগ্ধ হয় ?
প'ড়ে গেছি তোমার মোহে
ভুলে গেছি তোমায় পেয়ে
চল্‌ছি এখন উজানেতে
তরীতে পাল তুলে দিয়ে।
কী যে আছে শেষের দিকে
কোথায় যাবো নেই জানা
এখন সুখে ভেসেই চলি
কোথাও কোন, নেই মানা।
তোমার ভালবাসায়, জীবন
নতুন ক'রে চিনিলাম
অনেক তুমি, দিয়েছ মোরে
আমি কিছু নাই বা দিলাম।



১৫/৩/৮৮

বাহু-বন্ধন

আমি যে ভালবাসার কাঙাল
তুমি কি বুঝ্‌তে পেরেছ
তাই আমারে অনায়াসেই
অনেক দিয়েছ ;
তোমার কাছে, আরও তাইতো চেয়ে
নিত্য এ-মন, যায় গো বেগে ধেয়ে।
ফিরিয়ে তুমি, দেবে না তা' জানি
ভালবেসে ধরবে হাতখানি।
প্রথম দেখায়, নিয়েছ মন কেড়ে
দিয়েছি তো আমি তোমায় ধরা
লুকোচুরি চল্‌ছে এখন খেলা
আমি এখন তোমায় নিয়ে ভরা।
কী চিন্তা করো এখন তুমি
জানতে আমার সাধ জাগে যে মনে
দূর ক'রে দাও, চিন্তা যত আছে
বাঁধো মোরে বাহুর বন্ধনে।

১৪/৩/৮৮



তুমি আমি এক

তুমি আমায় কতই ভালবাসো
তা'র বদলে কতটুকুই দিই
স্বার্থপরের মতই আমি ওগো
সবটুকুই তো, তোমার আমি নিই।
অনেক আছে তোমার ভালবাসা
কমেইনাকো যতই কেন দাও
প্রেমের কাঙাল, আমায় তুমি জেনে
ভালবেসে আপন ক'রে নাও।
কেমন ক'রে শোধ কোরবো বলো
দিনে দিনে বাড়ছে আমার ঋণ
আমা'র আমি, সবটুকুও দিলে
ঋণের বোঝা কমবে কোন দিন ?
উদার তোমার মনের পরিধি
মাপ্‌বো আমি, শক্তি সে মোর কই
ভাবি যখন নিরালাতে বসি
হারিয়ে ফেলি, ভালবাসার থৈই !
আমায় তুমি কৃপার বরিষণে
দাও কাটায়ে এই পৃথিবীর মায়া—
এক হয়ে যাক্, তোমার আমার মন
তোমার মাঝে লীন হ'য়ে যাক্ কায়া।



১/৩/৮৮

তোমার কি ইচ্ছা নয়

তোমার কি ইচ্ছা নয়
আমি সুস্থ হ'য়ে
তোমার কাজেতে পুনঃ
পড়ি গো ঝাঁপায়ে ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
স্বেচ্ছামত নিজে
হেথা-হোথা ঘুরিফিরি
আনন্দের খোঁজে ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
যে ক'দিন থাকি
অসমাপ্ত কাজগুলো
নাহি রাখি বাকী ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
আমি প্রিয়জনে
একটুকু ভালবাসি
নীরবে গোপনে ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
খেলি একমনে
হাসি মিশি একসাথে
একই অঙ্গনে ?

তোমার কি ইচ্ছা নয়
সুখেতে কাটাই
নেচে-গেয়ে জীবনেরে
ভোগ ক'রে যাই ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
একমনে ডাকি
কোন সাধ এ-মনের
অতৃপ্ত না রাখি ?
তোমার কি ইচ্ছা নয়
তুমি হ'বে মোর
সারাটা জীবন র'বো
তোমাতে বিভোর ?



২৯/৮/৮৭

লেখার ভবিষ্যৎ

আমি লিখি নিজের খেয়ালে
কী যে লিখি, নিজেই জানি না
কে পড়িবে, কে যে পড়িবে না
আমি তা'র কিছুই ভাবি না।
মনে মোর যাহা আসে তা'ই
লিখে যাই মনের সে-কথা
জানাই যা', আমি নিজে জানি
মনের যা গোপনীয় ব্যথা।
আমার এ-লেখা প'ড়ে যা'র
হাসি পায়, ক্ষতি কি—হাসুক
যদি কা'রো চোখে আসে জল
যত পারে, অঝোরে কাঁদুক।
ভাবি আর হাসি মনে-মনে
মোর ভাব জানে না তো কেউ
কেউই বলো সাগরকে দেখে
দেখে তা'র ভেঙে-পড়া ঢেউ!
কোন্ ভাবে কি লেখা লিখেছি
কা'র ছবি মনের পটেতে
কখন যে, কি মনে এঁকেছি
যা' করেছি নিজের মতেতে।

একদিন যখন রবো না
আবর্জ্জনা ভেবে ফেলে দেবে
কেহ মোর চেনা নাম দেখে
হয়তো বা সে-লেখা কুড়াবে।
ভাবিনাকো এই সব কথা
ভাবিনাকো এর ভবিষ্যৎ
হ'বার যা', হ'বে তা' নিশ্চয়ই
ধরার যা', ধরিবে সে পথ।
যতদিন র'বো এ-ধরায়
ততদিন এ-লেখনী মোর
লিখে যাবে, যা' দেখিবে চোখে
যেথা যত ঝরে আঁখি-লোর।
একটি একটি ক'রে ফুল
গেঁথে যাবো আমি ভোর হতে
শেষ হ'য়ে জানি যা'বে দিন
হ'বে নাকো গাঁথা কোন মতে।
কা'র তরে গাঁথিব এ-মালা
হাসি মুখে কে পরিবে গলে
গাঁথা তবু বন্ধ হ'বেনাকো
কোন দিন, জেনো কোন ছলে।
একদিন এ-মালা শুকাবে
ঝ'রে যাবে একে একে ফুল
যদি ভাঙে, ভাঙিবে সেদিন
জমা যত ছিল সব ভুল।

র'বো না তখন আমি জেনো
দূরে চ'লে যাবো বহুদূরে
শুনিতে বা দেখিতে কখনো
আসিব না ফেরা আর ঘুরে।



১৯/৮/৭৩

প্রথম প্রেমের পত্রাবলী

প্রথম প্রেমের পত্রাবলী
বিসর্জিনু ভাগীরথী-নীরে
ভার-মুক্ত হ'ল মোর মন
নেমে গেল বোঝা ধীরে ধীরে !
প্রেম হ'ল উজ্জ্বল আরও
হ'লনাকো সমাধি তাহার
কে বুঝিবে, তোমারে কে বিধি
বুঝিবার শক্তি আছে কা'র ?
প্রেম-পত্র লীন হ'য়ে জলে
ভেসে ভেসে গেল অকূলেতে
কাঁদে নিকো মন তো বারেক
ভরেনিকো নয়ন জলেতে !

কেন যে এমন হ'ল বলো
কে এমন শক্তি দিল মোরে
এতই পাষাণ, কী ক'রে হ'লাম
জানিনাকো কার যাদু-জোরে !
যে-মায়ায় বাঁধা ছিনু, আমি এতদিন
সেই ডোর ছিঁড়িনু যে আজি
গালি দাও, মন্দ বলো—কোন ক্ষতি নাই
মুক্তির গান ওঠে বাজি ।
প্রিয়া তুমি যেখানেই থাকো
পারো যদি, যেও মোরে ভুলে
ভুল বুঝে, দুখের সাগরে
দিওনাকো ঝাঁপ অকূলে ।
এই বুকে যতদিন র'বে ভালবাসা
ততদিন দোষী হ'য়ে র'বো—
হ'বেনাকো কোনদিন সে-দোষ ক্ষালন
ক্ষমা যদি না করেন প্রভো ।

—□—

১৪/৯/৮৫

তুমি

ফুল বাগানের তুমি যে গোলাপ
কোমল রজনীগন্ধা
গায়কের তুমি কণ্ঠ সুরেলা
মাতোয়ারা মধুছন্দা
হাস্‌নুহানার উগ্র সুবাস
যুঁই-বেল-চামেলী
কোকিলের কুহু, তুমি বেণু-বীণা
বিহগের কাকলী।
ধবল গিরির উঁচু যে শিখর
ঝরণার কলতান
হিয়ায় তুমি যে বিরাজো নিত্য
তুমি যে প্রাণের প্রাণ।
জননীর তুমি বিগলিত স্নেহ
শিশুর মুখেতে চুম্‌
সারারাত-জাগা বিরহী প্রিয়ার
আবেশে জড়ানো ঘুম।
আদর-সোহাগে মাখা আধো কথা
প্রেমিকের ভালবাসা
তোমার মাঝেতে সুর খুঁজে পায়
তুমি যে কুহকী আশা।

নীলাকাশে ওঠা পূর্ণচন্দ্র

জোছনা পূর্ণিমার

আমি ছাড়া আর, কারো নও তুমি

তুমি-আমি একাকার।



১০/১২/৬৯

স্মৃতি অতীতের

জীবনের আয়ু শেষ হ'ল ব'লে

এবার তো যেতে হ'বে

কী ক'রেছি আর কী যে করি নাই

হিসাব মেলাবো কবে ?

ছোট ছোট কত সুখ-স্মৃতি মোর

ভরিয়া আছে এ-মন

দুঃখের স্মৃতি তা'র চেয়ে বেশী

করিতেছে জ্বালাতন।

কিশোর কালেতে ফিরে যেতে চাই

কী সুখের দিন ছিল

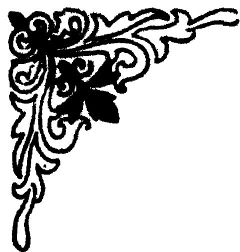
সেই দিন আর পাবো কি জীবনে

কেন তাহা চলে গেল ?

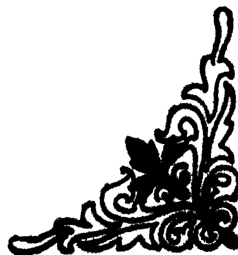
কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল
মনে ছিল কত সুখ
ছিল না দ্বন্দ্ব, ছিল না হিংসা
কপটতা এতটুক্।
যৌবনের সাথে এল প্রেম মনে
প্রেমিকাও গেল এসে
প্রেম-নিবেদন চলিতে লাগিল
ফেলিলাম ভালবেসে।
বিরহ-মিলন, কান্না-হাসিতে
লাগিল দ্বন্দ্ব ভারী
প্রাণ যায় যায়, কী হ'বে উপায়
কিছুই বুঝিতে নারি।
এবে বার্দ্ধক্যেতে, যাই সে অতীতে
কত কথা ভেসে আসে
নিজে নিজে হাসি, নিজে নিজে কাঁদি
পরাণ কাঁপে যে ত্রাসে।

—□—

১৫/১০/৮৭



স্মরণ সৌরভ



কবিগুরুকে প্রণাম

আরও একটি বছর গেল
জানি না কোথা দিয়ে
আজ ব'সেছি লিখ্‌বো ব'লে
কাগজ-কলম নিয়ে।
তোমার বিষয় লিখবো কি যে
নেইকো ভাষা মোর
সব লেখাই তো লিখে গেছ
তা'তেই আমি ভোর।
সাহিত্য-সূর্য্য ডুবে গেছে
তোমার যাওয়ার সাথে
ধুঁক্‌ছে এখন, ধুক্ ধুক্ ধুক্
বেঁচেই কোন মতে।
তুমি এসে রক্ত বহাও
জাগাও উন্মাদনা
বিস্মৃতিতে হারিয়েছে যা'
আবার হবে জানা।
ভক্তি—কুসুম দিয়ে গাঁথা
প্রাণ-চন্দন মাখা
নাও কবিবর, তোমার গলে
থাকুক্ মালা রাখা।

লহ কবির কোটি প্রণাম
তোমার চরণে
অটুট বাঁধায় থাকুক্ বাঁধা
জীবন—মরণে।



৮/৫/৮৯

শ্রীশ্রীঅনুকূল চন্দ্র ঠাকুর

দয়াল ঠাকুর প্রভু
ওগো "অনুকূল"
ঘুচালে ধরায় এসে
যত প্রতিকূল।
প্রেমের পতাকা তুমি
উড়ালে হেথায়
মৈত্রীর বাঁধনে দৃঢ়
বাঁধিলে সবায়।
সৌম্য শান্ত সমাহিত
হে ভাব—গম্ভীর
গড়িয়া দিয়াছ মনে
শান্তি-সুখ-নীড়।

ধর্ম্মের কথা যত
গিয়াছ শুনায়ে
অমৃত-বাণীতে গাঁথা
আছে তা' ছড়ায়ে।
প্রেমের কুসুম ফুটে
ছিল যা' হৃদয়ে
সুবাসেতে ভক্ত-প্রাণ
দিয়াছ ভরায়ে।
সুদৃঢ় সঙ্কল্প আর
কঠোর সাধনা
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি
ক'রেছ স্থাপনা।
তোমার আদর্শ সে তো
জীবনের বেদ
সব ধর্ম্ম মিশে গেছে
নাহি কোন ভেদ।
আর্ত্তজনে দয়া ছিল
জীবনেব ব্রত
পীড়িতেরে বুকে নিয়ে
সেবিতে নিয়ত।
আপনার জন তুমি
নহ তুমি পর
বিপদেতে ত্রাণ-কর্ত্তা
তুমি বন্ধুবর।
যে পেয়েছে সঙ্গ তব
এ-মর জীবন
ধন্য হ'য়ে গেছে তা'র
সারা প্রাণ-মন।

নশ্বর দেহে নাই
কিবা ক্ষতি তাঁ'র
সৎচিদানন্দ রূপে
আছো তো আমার।
"সৎসঙ্গ" মাঝে আর
আমাদের মনে
বিরাজিছ ভাস্বর
নিত্য সর্ব্বক্ষণে।
পুরুষোত্তম, যোগীশ্বর
সাধক তোমায়—
এ-অধম কোটি কোটি
প্রণাম জানায়।



২/১১/৮৯

গানের রাজা হেমন্ত কুমার

সুরের আকাশে ওগো শুকতারা
কোথায় লুকালে হায়
খুঁজে খুঁজে মরি, হ'য়ে দিশাহারা
অশ্রু যে ব'হে যায় !
তোমার বিহনে, গানের জগৎ
হারালো যে সুর তা'র
গানের কণ্ঠ, বাষ্পরুদ্ধ
করে একা হাহাকার।
রাখিয়া গেলে যে, স্বরলিপি তব
গানের খাতাটি খুলে
কে গাহিবে গান, তোমারই মতন
সারা মন-প্রাণ ঢেলে ?
গানের রাজা যে, হৃদয়েতে বসি'
র'বে তুমি চিরকাল
বিছানো থাকিবে, যাহা রেখে গেলে
স্বপ্নের সুরজাল।
মায়া-যাদু ভরা কণ্ঠে তোমার
পাবো না শুনিতে গান
ভাবিলে এ-কথা, ভেঙে ভেঙে হয়
হৃদয় যে খান্ খান্।

নব দিগন্ত খুলে দিয়ে গেছ
গানের রাজ্যে একা—
নিশান্তে পাবে, গান-প্রেমিকেরা
নব সূর্য্যের দেখা।
নন্দন-লোকে হয়ে অধীশ্বর
শোনাও সেথায় গেয়ে
মন্দাকিনীতে গানের প্লাবন
আসুক্ দুকূল বেয়ে।
বিদেহী আত্মা, লভুক্ শান্তি
জানাই শ্রদ্ধা-প্রণাম—
গানের ভুবনে, সোনার আঁখরে
লেখা রবে তব নাম।
যতদিন র'বে, গান এ-ধরায়
ততদিন র'বে তুমি
তোমার কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ভরিবে
পুণ্য ভারত-ভূমি।
তোমার গানের শূন্য আসনে
বসার শিল্পী কই
পূর্ণ করিতে সে-আসন, জানি
তুমি ছাড়া কেহ নেই।
সুর-বসন্ত, হেমন্ত সম্রাট
আমাদের মাঝে নেই—
হৃদয়ে অমর, হ'য়ে যে রহিবে
গানের রাজত্বেই।

২৭/৯/৮৯



সুনীতি শতবর্ষে

বহু ভাষাবিদ্ বিদগ্ধ সুধী
স্থিতধী জ্ঞানের দীপ
বঙ্গভাষার ললাটে পরায়ে
দিয়েছ উজ্বল্ টিপ্ ।
বহুভাবে তুমি উন্নতি-পথে
বঙ্গভাষারে আনি—
উচ্চ আসনে বসায়ে গিয়াছ
উচ্চ সম্মান দানি ।
সরস্বতীর নয়নের মণি
ছিলে তুমি বরপুত্র
ভাষার উৎস খুঁজিয়া ফিরেছ
ধরিয়া জ্ঞানের সূত্র ।
ছিলে বিনয়ী, সৌম্য-শান্ত
ছিলে অতি সজ্জন
ভিতরে বাহিরে, বহিত নিয়ত
প্রেমের প্রস্রবণ ।
শতবর্ষের আলোকেতে আজি
"সুনীতি" প্রণাম লহ—
দুর্নীতি সব ধুয়ে মুছে যাক্
জীবনে যা' দুঃসহ ।

৩০/৭/৮৯



সাহিত্য সম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র

সাহিত্য-সম্রাট্ তুমি
হে বঙ্কিম ঋষি
গালে হাত দিয়া ভাবি
একা হেথা বসি।
"বন্দে মাতরম্"—মন্ত্র
দিয়ে গেছ যাহে
সব শক্তি জননীর
লুকায়িত তাহে।
সাজাইয়া বঙ্গভাষা
নানা আভরণে
বসায়েছ নির্দ্বিধায়
রাজ-সিংহাসনে।
গ্রন্থ কত লিখে গিয়ে
ক'রেছ উজ্জ্বল
মণি-মাণিক্যেতে তা'রা
করে ঝলমল্।
তোমার বলিষ্ঠ ভাব
বলিষ্ঠ ভাষায়
ক'রেছ প্রকাশ সবে
নিজ মর্য্যাদায়।

কত সুধী সাহিত্যিক
হেথা জনমিয়া
চ'লে গেছে তারা—শিরে
পালক গুঁজিয়া।
আজও তুমি একভাবে
ভাস্বর অম্লান
নিজ গৌরবেতে আছো
মহা মহীয়ান্।



২/৭/৮৯

বিবেকানন্দ কোথা

গৈরিক-বসনধারী
সর্ব্বত্যাগী বীর
তোমার চরণে মোরা
নত করি শির।
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়
ক'রেছ সাধন
মানুষে-মানুষে ভেদ
রাখোনি কখন।

নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণে
একাসনে রাখি
অস্পৃশ্যতা দূর করি
শুচি দিলে ঢাকি।
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম
চিকাগো-ভাষণে
চেনালে ভারত-আত্মা
সেথা জনগণে।
যোগ্য গুরু রামকৃষ্ণের
যোগ্য-শিষ্য ছিলে
পেয়েছিলে সব শক্তি
বসি' পদমূলে।
শৌর্য্য-বীর্য্য-চরিত্র যে
সম্পদ শুধুই
যুবকের পরিচয়
দেয় ইহারাই।
দেশ-মাতৃকার দুঃখ
মোচন করিয়া
অভাব ক'রেছ দূর
হাসি ফুটাইয়া।
সাক্ষী হ'য়ে আছে ঐ
কন্যা কুমারিকা
জ্বলে যেথা সাধনার
অনির্ব্বাণ শিখা।

কোথা সে যুবকবৃন্দ
কোথা ভবিষ্যৎ
কোথায় বিবেকানন্দ
চিদানন্দ সৎ ?



২/৭/৮৯

শহীদ্ ক্ষুদিরাম

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছ তুমি
মুক্তির জয়গান
শুনেছিলে ডাক, বীর ক্ষুদিরাম
জননীর আহ্বান।
হেসে হেসে তুমি, ফাঁসির মঞ্চে
দিলে অমূল্য প্রাণ
স্বাধীনতা-তরে, অমৃতের পথে
হ'ল মহাপ্রস্থান।
সুখ-শান্তি আর আরাম-বিলাস
সব বিসর্জ্জন দিয়ে
চ'লে গেলে তুমি আনন্দ-ধামে
শুধু ভালবাসা নিয়ে।

তোমার বিহনে কাঁদিছে জননী
কাঁদিছে জন্মভূমি
ঘোর অমাবস্যা-রজনী আঁধারে
দেখালে আলোক তুমি।
তোমার মতন কত না শহীদ্-
রক্তে স্বাধীন হ'ল
বহু বছরের পরাধীনতার
শিকল যে ছিঁড়ে গেল।
তা'রপরে হ'ল দেশ যে দু'ভাগ
পরে আরও কত ভাগ
অকলঙ্ক এই স্বাধীনতা-চাঁদে
পড়িল কলঙ্ক-দাগ।
এখন শুধুই হানাহানি চলে
কাড়াকাড়ি গদি নিয়ে
নেই কোন নেতা নেই স্বাধীনতা
রক্ত যে যায় ব'য়ে।
যাবার সময় ব'লেছিলে তুমি
আবার আসিবে হেথা
কোরোনাকো দেরী, এসো ত্বরা করি
হও এ-দেশের নেতা।
আবার জনমি হেথা ক্ষুদিরাম
ধরো এ-দেশের হাল
শয়তান সব, পালাবে যে ভয়ে
হ'য়ে তা'রা বানচাল।



৬/৪/৮৯

কবি-বন্ধু প্রয়াণে

কবি তুমি পাড়ি দিলে
কোন্ অজানায়—
গুণমুগ্ধ মোরা শোকে
করি হায় হায়!
সাহিত্যই প্রাণ ছিল
তাই শ'য়ে শ'য়ে
লিখেছ কবিতা কভু
ক্লান্ত নাহি হ'য়ে।
বাণী-বরপুত্র ছিলে
তাঁর সাধনায়
আজীবন কাটায়েছ
অকুণ্ঠ চর্চ্চায়।
ব'হেছে কবিতা-নদী
নিত্য অবিরাম
স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধারাতেই
ব্যাপি দিবাযাম।
যেখানে সেখানে ব'সে
কবিতা-খাতায়
লিখেছ অন্তর দিয়ে
অজস্র ধারায়।

বাউল উদাসী কবি
একতারা নিয়ে
চলার পথেতে যেতে
তাঁরই গান গেয়ে।
উত্তরপাড়া ছিল জানি
তোমারি জীবন
প্রত্যুষে আসিয়া হেথা
চোলে দিতে মন।
আদর্শ শিক্ষক ছিলে
ছাত্র, পুত্রসম
নিরহঙ্কার, নিরভিমানী
ব্যাভার উত্তম।
মৃদুভাষী, সৌম্যকান্তি
অতি সজ্জন
প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিদীপ্ত
ছিল দু'নয়ন।
পুত্রশোক, কন্যাশোক
পেয়েছ কত না
বিচলিত হওনিকো
ছিলে স্থিরমনা।
আনন্দ পত্রিকা ছিল
গোষ্ঠী সহ তাঁর
প্রাণের নিকট বন্ধু
অতি আপনার।

প্রদোষ কুসুমে বড়
ভালো যে বাসিতে
তা'রে লেখা পত্রগুচ্ছ
আছে সাক্ষী দিতে।
শেষ চিঠি পেয়ে তুমি
না দিয়ে উত্তর
কেমনে চলিয়া গেলে
ভাবি নিরন্তর!
আত্মা তব শান্তি পাক্
যেথা গেছ তুমি
তোমার উদ্দেশে মোরা
শ্রদ্ধা সহ নমি।

—□—

১৬/৩/৮৯

শ্রীশ্রীবালানন্দ প্রণাম

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী
গঙ্গার কূলে
বিরাজেন "বালানন্দ"
প্রেমের দেউলে।
অর্দ্ধ নারীশ্বর-রূপে
পুরুষ-প্রকৃতি
জাগায়ে পরম ভক্তি
শুদ্ধ করে মতি।
নিত্য কত ভক্ত আসে
ঐ পদমূলে
অপার করুণা-কণা
পা'বে তা'রা ব'লে।
কী এক আনন্দ জাগে
মন-প্রাণ জুড়ে
বলিতে পারি না মুখে
প্রেম-ধারা ঝুরে।
হে মহারাজাধিরাজ
হে পরম যোগী
হে সাধক, ঋষিবর
হে মহান্ ত্যাগী।

সাধনায় মগ্ন ছিলে
সারাটি জীবন
সবার আদর্শ হ'য়ে
আছো তপোধন।

মাতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা
দেবীজ্ঞানে তাঁরে
সেবিতে, পূজিতে—রাখি
হৃদয়-মাঝারে।

সর্ব্বত্যাগী হে পরম
কৌপীনধারী
হে কঠোর তপস্বীবর
নর্ম্মদা বিহারী।

স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাহিত
প্রসন্ন বয়ান
ধ্যান মগ্ন, ঈশ্বরেতে
সমর্পিত প্রাণ।

প্রণমি তোমায় প্রভু
প্রণমি তোমায়—
এ-দীন দাসেরে রেখো
শ্রীচরণ-ছায়।



১৭/১/৮৯

যীশুর গান

হে মহাপুরুষ, হে মহাত্যাগী
হে মহান্ অবতার
বেথেল্‌হেমে জনমিলে তুমি
পঁচিশে ডিসেম্বর।
রাজার রাজা, অশ্বশালায়
কি ক'রে যে তুমি হ'লে
ভাবি আর ভাবি, অবাক বিস্ময়ে
ওগো মরিয়ম-ছেলে।
আকাশের গায়ে উজ্জ্বল তারা
দেখে এলো জ্যোতিষীরা—
হে আলোক-শিশু, তেজে দীপ্যমান
তোমায় নমস্কার।
প্রচারিতে হেথা ক্ষমা-ভালবাসা
ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে, পরাণ ত্যজিলে
হে মানব-অবতার।
তোমায় নমস্কার।।
পাপকে সদাই ঘৃণা যে করিতে
পাপীদের তুমি, বুকে টেনে নিতে
মানব-জাতি যে, তোমার আসাতে
হইয়াছে উদ্ধার।
তোমায় নমস্কার॥

যীশুখৃষ্ট, যীশুখৃষ্ট
যীশুই অবতার।
পঁচিশে ডিসেম্বর তাই
যীশুরে নমস্কার।



রাত ৩টে
২৫/১২/৮৮

পুণ্যশ্লোক ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

জয় জয় জয়কৃষ্ণ
জয় জয় জয়
তোমার চরণে মাথা
নিজে নত হয়।
তোমার দানের কথা
কে না জানে বলো
হৃদয় মোদের গর্বে
হয় যে উচ্ছল।
পরহিতে বিদ্যালয়
আর গ্রন্থাগার
দাতব্য চিকীৎসালয়
সাক্ষী যে তোমার।

পথ-ঘাট নির্ম্মাণ
পুকুর খনন
গরীব গুর্ব্বোরা সবে
করে যে স্মরণ।
জল-কল, নলকূপ
এমনি কতই
নিঃস্বার্থে ক'রেছ যাহা
লেখা—জোখা নেই।
একাধারে দানবীর
করুণা-সাগর
স্বতঃস্ফূর্ত্ত পেয়েছ যে
সম্মান—আদর।
বিদ্যাসাগরের বাহু
করেছ সবল
মুছায়েছ বিধবার
তপ্ত আঁখিজল।
তোমার অভাবে মোরা
বড় ব্যথা পাই
তোমার মতন ত্যাগী
এ-দেশেতে নাই।
ক'রে গেছ যাহা তুমি
রক্ষণ-অভাবে
নষ্ট হয়ে যেতেছে যে
জানাই কি ভাবে?
তোমার মতন দেব
দেখি না হেথায়
স্বার্থ নিয়ে হানাহানি
সব বুঝি যায়।

গড়িতে আসে না কেহ
ভাঙিবার তরে
উন্মুখ হয়ে সদা
খেয়োখেয়ি করে।
দেশের উন্নতি আর
হবে কি কখনো
নেই কোন আশা-আলো
কেঁদে মরে মন।
তোমার মতন কেহ
জন্মিবে কি আর
সেই কথা ভেবে মোরা
করি হাহাকার।
আবার এসো গো হেথা
জয়কৃষ্ণ তুমি—
তোমার বিহনে হের
কাঁদে জন্মভূমি।



১৯/৭/৮৭

চির-কিশোর কিশোর কুমার

হে চির-কিশোর, কিশোর কুমার
চ'লে গেলে কেন অকালে
গানের জগতে, যে-রবি ডুবিল
উদিবে কি কোন কালে ?
তোমার সাথেতে, গানের আনন্দ
চিরতরে গেল মুছে
মাতাবে মোদের, কোথা সে-শিল্পী
যাহারে লইব বেছে ?
হাসি-খুশি আর নাচ-গানে ভরা
তোমার জীবন ছিল
কেন যে বিধাতা নিষ্ঠুর হ'য়ে
তোমাকেই কেড়ে নিল ?
তোমাকে হারায়ে হা-হুতাশ ক'রে
কাঁদে সন্তানদ্বয়
সে-কান্না আজ ছড়ায়ে পড়েছে
সারাটা ভুবনময় !
জায়া তব যেন পাথর হ'য়েছে
নেইকো অশ্রু চোখে
কে দেবে সান্ত্বনা, তাহারে না জানি
নেইকো বিশ্বলোকে !

যেথা গেছ তুমি, ভরিয়ে তুলেছ
আনন্দ নাচে-গানে
নতুন জোয়ার বন্যায়ে সেথায়
উল্লাস-বান আনে।
শান্তি পাও তুমি, থাকো আনন্দে
আমরা কেঁদেই চলি
বিষম বিরহে, মাঝে মাঝে শুধু
খুলিব স্মৃতির ঝুলি।
চির-চঞ্চল কিশোর কুমার
কেন আজি স্থির হ'লে
এখানে পাওনি বিরাম, ব'লে কি
চির-বিশ্রাম নিলে ?



১৯/১০/৮৭

শিব মৃত্যুঞ্জয়

বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞে তুমি
হোতা রূপে ছিলে
অসমাপ্ত কর্ম্মভার
কা'রে দিয়ে গেলে ?
ঈশ্বরে অগাধ ভক্তি
মানুষের সেবা
উপদেশ-মাধ্যমে
শিখায়েছে কেবা ?
কী দরাজ কণ্ঠ ছিল
গানের মাঝেতে
ভক্তি গ'লে ধরা দিত
শ্রীকৃষ্ণ-সাজেতে।
শাল-প্রাংশু দেহ আর
ললাট উন্নত
কটাক্ষ উজ্জ্বল, বাহু
আজানুলম্বিত।
দিব্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিতে
এ-আঁখি দেখেছে
অহেতুকী করুণার
পরশ পেয়েছে।

কেশ জটাজাল আর
শ্মশ্রুগুম্ফরাশি
কী এক আনন্দরূপ
ধরা দিত আসি।
প্রণামের বিনিময়ে
দিতে আলিঙ্গন
পলকে "পরকে" তুমি
করিতে আপন।
অনাথ অবোধ শিশু
তব "স্নেহ নীড়ে"
আবার অনাথ হ'য়ে
ভাসে আঁখি-নীরে।
"আনন্দ আশ্রম" হ'তে
আনন্দ বিদায়
অকালে কেন যে নিল
বুঝিনাকো হায়!
জ্ঞান-গর্ভ কত কথা
হাসি-আবরণে
শুনেছি যা "ধর্ম্মচক্রে"
পড়ে আজি মনে।
হোমের শিখার মত
র'বে সমুজ্জ্বল—
হৃদয় ভক্তির রসে
করে টল্‌মল্‌।
"শিবানন্দ নেই"—কথা
ভাবি অকারণ
বাঁধ-ভাঙা অশ্রুরাশি
মানে না বারণ।

"শিবানন্দ আছে"—ব্রহ্মলীন
সত্য ব্রহ্মলোকে
সর্ব্বলোক ভ'রে গেছে
আলোকে আলোকে।
আমাদের 'পরে আছে
স্নেহ-দৃষ্টি তাঁর
সেই কৃপা কোনদিন
নয়কো যাবার।
কী ক'রে ভুলি গো তব
ভক্তি-ঝরা হাসি
কী ক'রে ধর্ম্মের কথা
ভুলি রাশি রাশি?
মরিতে পারো না তুমি
এ-যে মহামরণ—
মৃত্যুঞ্জয় লভিয়াছ
সুদিব্য জীবন!

—□—

১৪/৮/৮৭

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

জন্মদিনে মৃত্যুদিন
ভাবিতে পারিনা মোরা
কেমনে ঘটিল ইহা
হে "বিধান" ভারতের সেরা।
শূন্যস্থান প'ড়ে প'ড়ে কাঁদে
নেই কেহ সেথা বসিবার
নেতা যত, দুর্নীতি-ভরা
স্বার্থ-পিছে ছোটে অনিবার।
আদর্শ চরিত্র নেই কা'রো
নহে কা'রো লৌহ—দৃঢ়মন
গদি-মোহে প'ড়ে আছে সবে
দিবা—রাত্র তা'তে মগন।
বিরল কীর্ত্তির ছিলে তুমি
একচ্ছত্র হেথা অধিকারী
ভাঙা তরী এ-দেশের হাল
ধ'রেছিলে তুমি হে কাণ্ডারী
অনাথ আর আতুরের দেশে
সাক্ষাৎ ছিলে ভগবান
ব'হে যেত হৃদয়ে সবার
অফুরন্ত করুণার বান।

ছারখার হ'য়ে গেল এই
ধন-ধান্যে সোনা-ভরা দেশ
এবে মোরা সবে নিরাশ্রয়
নেই অন্ন, পরিধানে বেশ।
কী দুর্দ্দশা ভোগ মোরা
করিতেছি আজ
দেখে যাও একবার এসে
ওগো শিরোতাজ।
তুমি না আসিলে রক্ষা
কে করিবে আর
মুখ বুজে সহে নারী
পশু-অত্যাচার!
ভাইয়ে-ভাইয়ে ছোরাছুরি
চলে কেথাচোথা
যে মেটাবে এই দ্বন্দ্ব
সেই জন কোথা?
মুনাফাখোরেতে ছেয়ে
গেছে এই ধরা
ফাট্কা—কালোবাজারীতে
হ'য়ে গেছে ভরা।
এসো এসো হে "বিধান"
করজোড়ে বলি—
উজাড় করিয়া দিতে
করুণার থলি।

পরো মালা শ্রদ্ধার
ভক্তি দিয়ে গাঁথা—
তোমার চরণে ভক্ত
নোওয়ায় যে মাথা।



১/৭/৮৫

৺ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়কে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হে
"ললিত মোহন"
তোমার প্রয়াণে জল
ভরে দু'নয়ন।
তোমার গুণের কথা
বর্ণিব কেমনে
উত্তরপাড়া-বাসী যা'রা
জানে জনে-জনে।
গৌরকান্তি ঋজুদেহ
ছিলে স্বাস্থ্যবান
স্বল্পভাষী, সর্ব্বকাজে
হ'তে আগুয়ান।

গুণগ্রাহী ছিলে তুমি
ছিল সম দৃষ্টি
তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সমন্বিত
ছিল শিল্পসৃষ্টি।
বিশিষ্ট নাগরিক
হেথাকার ছিলে
নীরবে ক'রেছ কাজ
যশ অবহেলে।
বহুগুণে বিভূষিত
এবে যা' দুর্লভ
তব আদর্শে দীক্ষিত
হ'তে চাই সব।
উত্তরপাড়ার উন্নতির
মূলে ছিলে তুমি
তাই কাঁদে উত্তরপাড়া
তব মাতৃভূমি।
"কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক"
সে তো তব প্রতিষ্ঠিত
এখন যা' ফলে ফুলে
হ'য়েছে শোভিত।
"সারস্বত সম্মিলন"
তব কীর্ত্তি গাহে
"হিতকরী সভা" আজও
তোমাকেই চাহে।
বহু প্রতিষ্ঠান-সাথে
ছিলে যে জড়িত
উপদেশ সৎ দিয়ে
করিতে মোহিত।

যখনি তোমায় আমি
গিয়াছি দেখিতে
ফিরেছি অমূল্য কথার
ডালি নিয়ে চিতে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে
তুমি যে মহান্
নর-নারী গাহে দেখ
তব জয়গান।
পরিণত বয়সেতে
যদিও গিয়াছ
আমাদের মাঝে তুমি
মনে হয় আছো।
তুমি নেই একথা তো
ভাবিতে না পারি
মৃত্যুঞ্জয় আত্মা হেথা
করে পায়চারি।
নব জন্ম নিয়ে ধরো
এ দেশের হাল
দূর হোক্ কালিমার
দুর্নীতি জঞ্জাল।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে যাও
মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে—
আশীর্ব্বাদ নিয়তই
তব যেন ঝরে।

তোমার পরম আত্মা
শান্তি যেন পায়
এ-"প্রণাম" অন্তরের
প্রণতি জানায়।



৭/১/৯০

কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

স্বভাব কবি, ছন্দ কবি
কবিরত্ন তুমি
জন্মশতবর্ষে তব
শ্রদ্ধাভরে নমি।
নতুন সূর্য্য উঠেছিল
পূরব্ গগনে
কালো মেঘের ডানা হঠাৎ
ঢাক্‌লো অকারণে।
দিনের আলো ফুটলনাকো
দেখ্‌লোনাকো কেউ
নেপথ্যেতে মিলিয়ে গেল
অনুরাগের ঢেউ।

কবি তোমার কিরণ-ছটা
ছড়িয়ে পড়ার আগে
জীবন-কাব্যের যবনিকা
পড়্‌লো মধ্যভাগে।
থাক্‌লে তুমি সাহিত্যাকাশ
আলোয় ভ'রে যেত
মণি-মাণিক্যে ঝল্‌মলিয়ে
যশ-খ্যাতি সে পেত।
এখনকার অনেকেই
নাম শোনে নি তব
লজ্জা-ঘৃণায় মাথা নোওয়াই
কোন্ মুখে কী ক'বো?
তা'দের আমি পড়্‌তে বলি
তোমার "নতুন খাতা"—
ভাব-সমুদ্রে যাক্ তলিয়ে
শুনুক্ নতুন কথা।
তোমার অভাব বিশেষ ক'রেই
এই সময়ে বুঝি
হন্যে হ'য়ে দিক্‌বিদিগে
তোমায় কবি খুঁজি।
"নতুন খাতা" খুল্‌বে এসো
আমরা ব'সে আছি—
নতুন লেখন নিয়ে বোসো
মোদের কাছাকাছি।

নতুন বীণায় উঠুক্ বেজে

নতুন ঝঙ্কার—

তোমার দেওয়া, উহাই হউক্

নতুন "উপহার।"



২০/৪//৮৬

প্রবীণ কবি
৺তারক ঘোষ স্মরণে

"আনন্দ" গোষ্ঠীরে ত্যজি
গেছ অমরায়—
পারিজাত-মালা শোভে
তোমার গলায়।
চ'লে গেলে তুমি, সেই
কাম্য সুরলোকে
দুঃখের রাজ্য থেকে
রাজ্যের আলোকে।
কত কথা পড়ে আজি
বারবার মনে
ভাব আছে, ভাষা নেই
জানাই কেমনে?

সাহিত্য প্রাণের বন্ধু
ছিলে ডুবে তা'তে
উজাড়িয়া দেছ তুমি
বাণীর পূজাতে।
বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলে
জ্ঞানে ভরপুর
লেখনীতে রূপ দিতে
কতই মধুর!
সৌজন্য বিনয় ছিল
অঙ্গের ভূষণ
জ্ঞান-গর্ভ আলোচোতে
ভরা ছিল মন।
অপটু-জর্জ্জর দেহে
তুচ্ছ জ্ঞান করি
আসিতে সাহিত্য-টানে
সব পরিহরি।
কত লেখা শুনেছি যে
লেখা-জোখা নাই
সুকঠিন শব্দে-ভরা
ভাবে বোঝ্ নাই।
তুলনা নেইকো যা'র
আমি ভাষাহারা
স্মৃতি হ'য়ে আছে সব
শুনেছিল যা'রা।
শোক-স্তব্ধ সভা হ'বে
বিরস বদনে
শূন্য স্থান তব বলো
পূরিবে কেমনে?

ভালবাসা অন্তরের
কেমনেতে ভুলি
উঁকিঝুঁকি মারে বলো
প্রীতি-কথাগুলি।
আনন্দময় ছিলে
দেখেছি স্বচক্ষে
সরলতা ভরা মন
ছিল যা' অলক্ষ্যে।
বেশ-ভূষা কোনদিন
ছিল না তোমার
বাড়ায় যা' দিয়ে তুচ্ছ
দেহের বাহার।
চশ্‌মা পরিতে যাহা
ডাঁটি-ভাঙা তা'র
যা' দেখে হেসেছি, তুমি
ছিলে নির্বিকার!
তোমার বিষয় লিখি
সে-শক্তি কোথায়
ভাষার দীনতা হেরি
লজ্জাতে লুকায়!
ক্ষমা কোরো আমাদের
যত অপরাধ
অজ্ঞাতে ক'রেছি যা' যা'
ভ্রান্তি পরমাদ।
ভুলো না, ভুলো না কবি
তুমি আমাদের
আবার মিলিব হেথা
আসো যদি ফের।

জানাই প্রণাম তব
বিদেহী আত্মায়—
যেথা গেছ, সুখ-শান্তি
সেথা যেন পায়।



রাত ৪টে
১১/১১/৮৮

ভগিনী নিবেদিতা

নিবেদি পরাণ, "নিবেদিতা" হ'লে
ভারত-ভূমিতে এসে
মায়া-মমতায় ভরা তব মন
ফেলেছিল ভালবেসে।
অগ্নিগর্ভ স্বামীজীর তুমি
দৃপ্ত ভাষণ শুনে—
মুগ্ধ হ'য়েছ সাপিনীর মত
কোন্ এক মন্ত্রগুণে!
নিজেরে ধরিয়া রাখিতে পারো নি
স্বামীজীর ডাকে তাই—
ছুটে এসেছিলে উল্কার মত
কোন বাধা মানো নাই।

খুঁজে নিয়েছিলে বিবেকানন্দে
স্বামীজী তোমাকে পেয়ে
সাধনের পথ দেখালেন তিনি
জীবনাদর্শ হ'য়ে।
স্বামীজীর কাছে শিখেছিলে তুমি
সেবাই পরম ধর্ম্ম
জীবের মাঝারে শিবেরে নিরখি
ক'রে গেছ নিজ কর্ম্ম।
খুঁজেছ ঈশ্বরে, ঝঞ্ঝাবাতে দীপ
স্থির, নিষ্কম্প চিত্তে
স্বামীজী দিলেন, সে-পথের দিশা
ধরা চ'ল যেথা মিথ্যে।
সুদূর বিদেশ হইতে আসিয়া
জাগালে রমণী কুল
ঠিক পথ তুমি বেছে নিয়েছিলে
করোনিকো কোন ভুল।
বিদেশিনী হ'য়ে, এ দেশের হ'লে
কেমনেতে আত্মীয়
বিস্ময়-ভরা এই প্রশ্নের
সমাধান ক'রে দিও।
স্বধর্ম্ম-তেয়াগি পরধর্ম্ম নিলে
ধরায় ইহা তো বিরল
নিষ্কলঙ্কা দেবী তুমি হে সুভগা
নিবেদিতা শতদল।
শিক্ষা-দীক্ষা দুইই পেল নারী
তোমারই চালনা-গুণে
পূজে তাই, হ'য়ে শ্রদ্ধাবনত
এখনো তোমারে মনে।

কল্যাণ-কর প্রসারিয়া তুমি
শান্তি-প্রলেপ দিয়ে
আর্ত্তজনেরে শান্ত করিলে
শোক-তাপ মুছে নিয়ে।
ভায়েরা পেয়েছে ভগিনীর স্নেহ
মৃতেরা পেয়েছে প্রাণ
দরদিয়া মনে, বহায়েছ তুমি
প্রেমের করুণা-বান।
ভালবাসা যত সঞ্চিত ছিল
তব সুকোমল বুকে
নিঃশেষ হ'য়ে, ফল্গুর ধারা
বাহিরিল মহাসুখে।
আদ্যা মায়ের শক্তি যে ছিল
হৃদয়-গভীরে তব
তাই কত রূপে, বিলা'ল নিজেরে
অচিন্ত্য-অভিনব।
ঈশ্বর-দূতী হ'য়ে এসেছিলে
ধূলি-ধূসরিত ধরাতে
পীড়িতের কাছে দেবী হ'য়ে তুমি
ছিলে দিবাযামি সেবাতে।
দৈবের গুণে, বিধির কৃপায়
তোমাকে পাইয়া মোরা—
ধন্য হ'য়েছি, দেশ-জননীর
স্নেহ-কোল আলো-করা।

প্রণমি সাধিকা, নিবেদিতা তোমা
শ্রদ্ধা-ভক্তি ডোরে
বাঁধিয়া রেখেছি অটুট বাঁধনে
আমাদের অন্তরে।



১২/১০/৮৪

শতরূপে সারদা

সারদা যে মণি, জগৎ-জননী
ভকতি-প্রণাম লহ
তব আবির্ভাবে, মন যে কী ভাবে
কেমনে জানাই কহ?
তুমি না জন্মিলে, শ্রীরামকৃষ্ণে
পেতাম কভু কি মোরা
কে দেখাতো পথ, কে জানাতো মত
বৃথাই চ'ক্তো যে ঘোরা?
তোমার শকতি অনুভব করি
সে-শকতি আছে কৈ
আমরা শুধু যে, তোমাকেই বুঝি
জানিনাকো তোমা বৈ।

কে চেনাতো এই, ভারতভূমিরে
বিদেশেতে ছুটে গিয়ে—
বিবেকানন্দ হ'ল যোগীবর
তোমারই করুণা পেয়ে।
নিবেদিতা এলো, নিবেদিতে প্রাণ
আর নিয়ে সেবা-হাত
এর মূলে কি মা, ছিলনা অদেখা
তোমার প্রেরণা-পাত ?
ছিলেনাকো শুধু ভার্য্যা ঠাকুরের
জননীও একাধারে
তব উৎসাহে, সাধনায় তিনি
লভিলেন পরমারে।
শরৎ মহারাজ, আম্জাদ্ ডাকাত
ছ'চোখের ছুই মণি—
হিন্দু-মুস্লিম্ সন্তানের কাছে
ছিলে যে স্নেহের খনি।
"জ্যান্ত দুর্গা", ছিলে স্বামী
বিবেকানন্দের কাছে
শক্তি-ভক্তি-মুক্তির ঝোরা
নিত্য উৎসারিছে।
তুমি যে আদ্যা, তুমি যে বিদ্যা
তুমি যে মা, মহামায়া
এই ধরণীতে কৃপা ক'রে তুমি
এসেছিলে ধ'রে কায়া।

ভাগীরথী-তীরে, দক্ষিণেশ্বরে
তুমি যে নিয়েছ ঠাঁই
মা-হারা হ'য়ে যে, মা'কে পেতে মোরা
ছুটে ছুটে হোথা যাই।
কেহ তো দেখে না, পাপী-তাপীদের
তুমি বুকে টেনে নাও—
কোলে তুলে নিয়ে, স্নেহভরে মাগো
সব জ্বালা মুছে দাও।
কৃপা ক'রে তুমি, অধম মোদের
আশিস্ বরষি শিরে—
শ্রদ্ধা-ভক্তি, অশ্রু-কুসুমে
গাঁথা লহ মালাটিরে।



৩/১/৮৬

ইন্দিরা নেই

নেই ইন্দিরা, নেইকো ইন্দিরা
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা
থেমে গেল আজ বিশ্বপ্রাণের
চিরকালের মন্দিরা !
সব তারগুলি ছিঁড়ে গেল তা'র
বন্ধ হ'ল যে সুর
বীণা গেল ভেঙে, খান্ খান্ হ'য়ে
এ—ব্যথা কে করে দূর ?
তোমার প্রয়াণে স্তব্ধ বিশ্ব
বিভোল্ বিশ্ববাসী
অন্ধকারেতে হ'ল কি বিলীন
পৃথ্বীর সব হাসি ?
কে কা'কে সান্ত্বনা, এই শোকে দেবে
সবাই যে শোকাতুর
তুমি নাহি দিলে, সান্ত্বনা শোকে
এ-শোক হ'বে না দূর ।
প্রিয়দর্শিনী, "ভারতরত্ন"
ছিলে যে হৃদয় জুড়ে
হত্যা করিল নরাধম পশু
দুরাত্মা পামরে !

দেশের দশের মঙ্গল-তরে
ক'রে গেলে প্রাণ দান
স্বর্ণাক্ষরে লেখা হ'য়ে র'বে
ইতিহাসে অম্লান।

স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রকে
রক্ষার তরে নিজে
যুদ্ধ ক'রেছ আজীবন, তুমি
লিখি তা কেমনে কী যে!

দরিদ্রের দুঃখ করিতে দূর
সংহতি রেখে ঠিক
বজায় করিতে শৃঙ্খলা সব
তুমি ছিলে প্রাণাধিক।

আগুন ছিল যে মনেতে তোমার
দেহেতে সিংহী-বল
আপন ক'রেছ দেশে দেশে ঘুরে
প্রয়োগি সুকৌশল।

প্রখর বুদ্ধির ছিলে অধিকারী
লৌহ-কঠিন মন
উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিলে সমুখে
করিয়া জীবন-পণ।

মহীয়সী ছিলে, নির্ভীক্ ছিলে
স্থিতধী ছিলে যে তুমি
তোমার কাছেতে ঋণী হ'য়ে র'বে
জননী জন্মভূমি।

তোমার তুলনা, তুমি ছিলে নিজে
ভারত-প্রতীক্ হ'য়ে
তোমার বিহনে শূন্যতা দেখে
হতবাক্ বিস্ময়ে!

পারুলকণা

কে ভরাবে আজি—স্থানটি তোমার
শূন্য সিংহাসন
ভারত-মাতা যে বিবস্ত্রা হ'ল
ফেলে দিয়ে আবরণ।
ভারতবাসীরা উন্মাদ-প্রায়
জননী যে পাগলিনী
কী দশা দেশের, হ'ল আজি দেখো
নারীকুল শিরোমণি ?
দুধ কলা দিয়ে, যে-নাগেরে তুমি
পুষেছিলে নিজ-ঘরে
সেই শয়তান দিল যে ছোবল্
তোমারই শিরের 'পরে।
কাঁপিল না হাত, তুলিতে বন্দুক
কাঁদিল না বুক তা'র
এতই পাষাণ ছিল তা'র মন
ব্যাখ্যা মেলে না যা'র ?
ঘাতকের হাতে, অমূল্য প্রাণ
আচম্বিতে গেল চ'লে
সুবাস বিলাতে, ফুটেছে যে-ফুল
ঝরিল তা' ভূমিতলে !
পৃথিবীর সেই মহাশত্রুর
ফাঁসিকাঠ কোথা আছে
তিলে তিলে যা'র মৃত্যু দেখিতে
বিশ্ববাসীরা যাচে।
বিধাতা তোমার, এই ছিল মনে
মহা প্রাণেরে চুরি
এইভাবে ক'রে, বসালে মোদের
বুকেতে শাণিত ছুরি ?

খুনে লাল হ'ল, ইন্দিরা-তনু
লাল হ'য়ে গেল ধরা
স্বপ্নেও কেহ, ভাবে নি কখনো
দেখিবে এমন মরা !

যা'দের উন্নতি দেখিবার তরে
আজীবন এই শ্রম
শহীদ হ'লে যে তাহাদেরই হাতে
মায়া না মতিভ্রম !

মরিল পৃথিবী, মরিল প্রকৃতি
ধরার শ্রেষ্ঠ মণি
আঁধারে লুকালো, বিষে ভ'রে দিল
দংশিল কাল-ফণী !

তোমার প্রয়াণে, ভাষা-হারা কবি
ভাব নেই তা'র মনে
দুঃসহ শোকে, নারিনু লিখিতে
এই অমঙ্গল ক্ষণে।

মৃত্যু তোমার হয়নিকো দেবী
তোমার মৃত্যু নাই—
জ্বলিবে নামের, চিরকাল ধ'রে
উজ্জ্বল রোশ্‌নাই।

প্রণাম তোমারে, প্রণাম তোমারে
মোদের প্রণাম নাও—
অমর ইন্দিরা, শোক-মালা প'রে
স্বর্গলোকেতে যাও।



৩১/১০/৮৪

শ্রীঅরবিন্দ প্রণাম

কবিগুরু যাঁরে করে নমস্কার
কত বড় গুরু সে-যে
ভাবনার কোন পাইনাকো কূল
পারি না বুঝিতে নিজে।
তব আবির্ভাব-তিথিতে স্বাধীন
হ'ল যে ভারতবর্ষ
এ-ঘটনে আছে বিধির বিধান
জাগে দিকে দিকে হর্ষ।
মানব-আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক
সাধক হে যোগীবর
মাথা নত হয় চরণে তোমার
কাঁদে মোর অন্তর।
কোটি কোটি নরে দেখাইতে পথ
নিজে নির্ব্বাসন নিয়ে
চ'লে গেছ তুমি অমর লোকেতে
সাধনার পথ দিয়ে।
জ্বেলে রেখে গেছ সূক্ষ্ম জ্ঞানের
প্রদীপ অনির্ব্বাণ—
চিরকাল ধ'রে জ্বলিবে বিশ্বে
হ'য়ে রবি নিস্তেজ-ম্লান।

"বিপ্লবী" তুমি, কারাগার থেকে
বাসুদেব-কৃপা পেয়ে
রূপান্তরিত হ'লে "ঋষিবরে"
পণ্ডিচেরীতে গিয়ে।
তোমার ইচ্ছায় হয়নিতো ইহা
এতো তাঁরই নির্দ্দেশ
তোমার মতন তাপসেরে পেয়ে
ধন্য হ'য়েছে দেশ।
মানুষের মাঝে সব গুণ আছে
উন্নীত হইবার
অতি-মানসের স্তরে পৌঁছুতে
আছে তা'রই অধিকার।
চন্দ্রের আলো, ভিতরে তোমার
সূর্য্যের আলো বাহিরে
আলোর বন্যা বাঁধা প'ড়ে গেছে
আলো যে কোথায় নাহিরে !
জ্যোতির্ম্ময় তুমি, কোথা হ'তে বলো
এতই শকতি পেলে
জনম্ জনম্ খুঁজে খুঁজে ফিরে
যাহার কণা না মেলে।
মানুষের মাঝে, দেবতা যে আছে
তুমি দিলে সন্ধান
জগতে দেখালে স্বীয় জীবনের
খুলে ধ'রে "গীতাখান"।
পরব্রহ্ম তুমি অক্ষর
অব্যয়- অব্যক্ত
চির-সমাহিত, ধ্যান—গম্ভীর
পরম পুরুষ মুক্ত।

সুখ-দুখ আর সদাসদ্ জ্ঞান
আলো ও অন্ধকার
তোমার মাঝেতে পেয়েছে যে ঠাঁই
হ'য়ে গেছে একাকার।
"অরবিন্দ"-নাম কে যে রেখেছিল
তাঁহারে প্রণাম করি
শতদলে তুমি বিকশিত হ'য়ে
দিলে যে বিশ্ব ভরি।
সুবাসে তোমার, রূপেতে তোমার
নিল চুরি ক'রে মন
ভক্ত-অলিরা তোমাকেই ঘিরে
করে সদা গুঞ্জন।
শ্রীমায়ের ছিলে তুমি শ্রীকৃষ্ণ
আশ্রম তাঁর বৃন্দাবন
ভাগবত-লীলা নিত্য যেথায়
করে মন-প্রাণ রঞ্জন।
কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে দিলে
"উত্তরপাড়ায়" যে-ভাষণ
স্বর্ণাক্ষরে লেখা হ'য়ে র'বে
ভুলিবেনা কভু জগজন।
শ্রীঅরবিন্দ, চির-অনিন্দ্য
তোমায় স্মরণ করি
যুগে যুগে তুমি, করিবে যে ত্রাণ
কেটে যাবে বিভাবরী।

নয়ন-আনন্দ, জীবন-আনন্দ
প্রাণের আনন্দ তুমি—
হে অরবিন্দ, চরণারবিন্দে
আমরা সবাই নমি।



১৪/২/৭৩

নীলাচলে মহাপ্রভু

ঋতুরাজ ফাগুনেতে
দোল-পূর্ণিমায়
শ্রীরাধা-গোবিন্দ মত্ত
রঙেরই খেলায়।
গোপীগণ নানারূপ
যন্ত্রাদি বাজায়
বৃন্দাবন টলমল
রসে ভ'রে যায়।
শুক-সারী শাখে বসি
ধরিয়াছে গান
ময়ূর-ময়ূরী নাচে
বহে রস-বান।

কী আনন্দ বৃন্দাবনে
কী লিখিব আমি
অবতীর্ণ ধরাধামে
নিখিলের স্বামী।
ফাল্গুনী পূর্ণিমায়
নক্ষত্র ফাল্গুনী
নদীয়ায় আবির্ভূত
গোরা দ্বিজমণি।
অনাচারে অবিচারে
কাঁদে জীবগণ
হরিতে ধরার ভার
এলেন নারায়ণ।
রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী
এই অবকাশে
স্বর্গ হতে দেব-দেবী
মর্ত্ত্যে নেমে আসে।
ব্রহ্মাদি দেবগণ
গৌর-দরশনে
আসিলেন সবে মিলে
শচীর অঙ্গনে।
রাধা-ভাব-দ্যুতি-কান্তি
ল'য়ে শ্যামরায়
উদয় হ'লেন প্রভু
প্রেমের নদীয়ায়।

কোটি কোটি শশী-প্রভা
দীপ্ত গোরা-গা'য়
কী যে শোভা মনোলোভা
নয়ন জুড়ায় !
জগদ্বাসীর মনে
চৈতন্য জাগাতে
গোরা রূপে শ্যাম চাঁদ
এলেন ধরাতে।
শান্তি নাহি তাঁর মনে
হেরি কলি-জীবে
উদ্ধারিতে ভাবিলেন
সন্ন্যাস লইবে।
কেশব ভারতী কাছে
সন্ন্যাস লইতে
চলিলেন মহাপ্রভু
ধাম কাটোয়াতে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে
জগৎ মাতালো
হরিনাম মহাভাবে
বন্যা ব'হে গেল।
পুরবাসী উৎফুল্ল
প্রেমে মাতোয়ারা
মহাপ্রভু নাচে গায়
হ'য়ে আত্মহারা।

নর রূপে ভগবান
আসি এ-ধরায়
আপনি আচরি ধর্ম্ম
জীবেরে শিখায়।
"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ"
নাম-সুধা পানে
ছুটে আসে গৃহবাসী
প্রভু দরশনে।
কৃষ্ণ দরশন-লাগি
হ'য়ে আপনহারা
চলেন নদীয়া-চাঁদ
যেন পাগল-পারা।

গড়াগড়ি যান্ প্রভু
"হরি হরি" ব'লে
হরি হ'য়ে, "হরি" ব'লে
মাতালো সকলে।
জাতিধর্ম্ম নির্বিচারে
সবে দেখে এসে
গোলক-বিহারী হরি
ধরায় প্রকাশে।
আনন্দে সবে মিলে
দেয় আলিঙ্গন
ভেদাভেদ নাহি রয়
সেখানে তখন।

মুখে কারো নাহি কথা
চোখে বহে ধারা
প্রেমের সাগরে ডোবে
অনুরাগী যাঁ'রা।
আচণ্ডালে দেন কোল্
হরিধ্বনি দিয়া
নীলাচলে চলেন প্রভু
দু বাহু তুলিয়া।
ভাসিল নামের স্রোতে
যত নর-নারী
নামেতেই নেমে এলেন
"নামী" সে-কাণ্ডারী।
কলিযুগে নাম রূপে
কৃষ্ণ অবতার—
রাঙা-পদে কোটি কোটি
প্রণতি আমার।



২০/৩/৮৫

পাকদন্ড

ছেলেবেলা

ফিরে কি আস্‌বে আবার
ছেলেবেলার দিনগুলি
ফাগুন কি আস্‌বে নিয়ে
আঁকিয়েরই রং-তুলি ?
ফিরে কি পাবো আমি
জলেতে হুড়োহুড়ি
ভর্‌ দুপুরে ছুটোছুটি
আমবাগানে লুকোচুরি ?
খেজুরের রস খেয়ে আর
গাছে-ঝোলা ভাঁড়-ভাঙা
চুরি ক'রে ছিপ্‌ ফেলা সেই
রং-বেরঙের মাছরাঙা ?
দেরী ক'রে ফিরলে বাড়ী
ভীষণভাবে মার-খাওয়া
সেই সঙ্গে কানমলা আর
বন্ধ হত খাওয়া-দাওয়া ।
জীবনের শেষে এসে
যৌবনেরই রং মুছে
ছোট ছোট কত কথা
কত মোর দেয় খুঁচে ।

যায় যাক্ এই বয়সটা
যাক্ নাকো এই মন
ফিরে পেতে তবু যে চাই
ছেলেবেলার সেই জীবন।



মার্চ, ১৯৬৯

উত্তম কুমার

সিনেমা-জগৎ ছেড়ে
চ'লে গেলে "উত্তমকুমার"
চিত্রামোদী ফেলে অশ্রু
অঝোরেতে বিহনে তোমার।
নামেতেই "উত্তম" ন'হ
সবেতে উত্তম
সিনেমার সিঁড়ি বেয়ে
উঠেই প্রথম।
শূন্য র'বে তব স্থান
কে বলো পূরাবে
দ্বিতীয় উত্তম আর
কভু নাহি হ'বে!

তোমার মুখের কথা
হাসি আর গান
চলন-বলন র'বে
চির-অম্লান।
কী ক'রে জানাই ব্যথা
ভাষা হায় মানে
নীরবেতে ঝরে আঁখি
মন শুধু জানে।
মুখে মুখে ফেরে নাম
জনপ্রিয় এত
প্রশংসা-মুখর ছিল
চিত্রামোদী যত।
সকলের ভালবাসা
নিয়ে গেলে তুমি
তোমার তরেতে দেখি
কাঁদে মাতৃভূমি।
অশ্রু-গাঁথা মালা দিনু
অমর "উত্তমে"—
তুলিবে এ-রত্ন হার
নিত্য পুরো দমে।
ভুলিবে কে বলো তোমা
কে পারে ভুলিতে
যতদিন চিত্রালোক
র'বে এ-মহীতে।



২৩/৭/৮০

তপন-আহ্বান*

কত আশা পুষেছিনু মনে
রে তপন, সোনার পুতলী
সব কিছু রঙীন্ স্বপন
একেবারে ভেঙে দিয়ে গেলি !
কত গণ্ডী, কতই নিষেধ
সংখ্যাহীন বারণের বেড়া
অবিরাম চোখে-চোখে রাখা
পদে পদে কঠিন পাহারা ;
দিন রাত ভগবানে ডাকা
অবিরত পায়ে মাথা-খোঁড়া—
কোন কিছু শুনিলি না তুই
দিলি দুঃখ বিশ্ব-প্রাণ-পোড়া !
কোথা গেলি অভিমান ক'রে
কেন গেলি 'তপু' ফিরে আয়
দেখে যারে আমাদের দশা
তুই বিনে কি হ'য়েছে হায় !

২৩/৯/৪৩

---

* প্রথম শিশুপুত্র-বিয়োগে লেখা ।



ভন্টু-বিয়োগে

চ'লে গেলি অভিমান ক'রে
রেখে গেলি আমাদের হেথা
বিদায়ের কালে তুই কোন
কহিলি না কারো সনে কথা।
আজীবন ব্যথা তোর যত
জমা ক'রে নিয়ে গেলি সাথে
চিনে গেলি, চিনিল না কেউ
দিলিনাকো ধরা কারো হাতে।
মানব দরদী ছিলি তুই
প্রেম দিয়ে সকলেরে নিজে
ঘৃণা পেয়ে, ঠেলে এ-ধরারে
গেলি তুই আঁখি-জলে ভিজে।
লাঞ্ছনার মালা পরি' গলে
সবাকার শত অত্যাচার
সব স'হে হাসি দিয়ে ঢেকে
সব নিলি ক'রে আপনার।
এবে তাই লাজে মরি সবে
শোকে-তাপে-দুঃখে জর্জ্জরিত
দেহে-মনে আপনা-আপনি
অশ্রু-নদী বহিছে নিয়ত।

কত কথা ভীড় করে আসে
সাজাই কেমনে থরে থরে
এ মহা-সমস্যা—কা'রে দিই
আগে স্থান, কারে দিই পরে ?
যত লিখি, হয় নাকো শেষ
তোর কথা, কী ক'রে ফুরাই
তোর মায়া আমাদের 'পরে
নেই কোন তা'র তুলনাই।
রাগ ক'রে কতদিন র'বি
আর কেন চ'লে আয় হেথা
অযতন করিবে না কেহ
কহিবে না কেহ রূঢ় কথা।
নিজ গুণে ক্ষমা কর তুই
তোর কাছে মহা-অপরাধী
বিধাতার বিচার-আলয়ে
আমরা যে জঘন্য বিবাদী।

১০/৪/৬২

* অগ্রজ ভ্রাতা প্রাবৃট্ কুসুমের মৃত্যুতে।

—□—

১০ই ফেব্রুয়ারী

অর্দ্ধশত বৎসর হ'য়ে গেছে কবে
চ'লে গেছ তুমি পিতামহ—
এর মাঝে গঙ্গায়, কত গেছে জল
শোক-তাপ কত দুখবহ!
তিরাশী বছর ছিলে তুমি বেঁচে
ছিলে আমাদের মাঝে
কত শত স্মৃতি, মনের দুয়ারে
ঝঙ্কারি বীণা বাজে।
সৌম্য—শান্ত গৌর বর্ণ
ছিলে উজ্জ্বল অতি
অত বয়সেতে তরুণের মত
কর্ম্মঠ দ্রুতগতি।
হৃদয় ছিল যে কুসুম-কোমল
মায়া-সৌরভে ভরা
সজ্জন ছিলে, ছিলে যে মধুর
সবাকার মনোহরা।
সাহিত্য-সেবায় কেটেছে জীবন
শিক্ষার অনুরাগী
পড়ুয়া ছেলেরা হারায়েছে এক
তা'দের দুঃখ-ভাগী।

নীরবেতে কত দান ক'রে গেছ
কে তা'র খবর রাখে
তোমার মনের অপরূপ ছবি
তুলি দিয়ে কে বা আঁকে ?
হাতে ছড়ি আর মুখেতে চুরুট
পাঞ্জাবী-ধুতিতে তব
ধব্‌ধবে পাকা, চুল ও গোঁফেতে
দেখাইত অভিনব !
ঋজু দেহে তুমি চলিতে ফিরিতে
হাসি থাকিত যে মুখে
সব ঝড় তুমি স'হেছ নীরবে
দুঃখ ভ'রেছ সুখে।
শিশুরা তোমার ছিল বড় প্রিয়
দুঃখীরা ছিল প্রাণ
সাহিত্য যে ছিল শোণিতে তোমার
জীবনে ছিল যে গান।
কত গুণী-জ্ঞানী সঙ্গ পেয়েছ
সবারে বেসেছ ভালো
ক্ষমা করিয়াছ দোষীদের তুমি
জ্বালিয়া প্রেমের আলো।
অন্যায় কভু সহনি কাহারো
প্রতিবাদ-তীর হানি
জর্জ্জরি তা'রে, ভেঙে দিয়ে ভুল
বুকেতে নিয়েছ টানি।

প্রয়াণ-দিবসে আজিকে তোমায়
বার বার পড়ে মনে
শ্রদ্ধা-প্রণাম "প্রদোষের" নিও
কৃপা ক'রে শ্রীচরণে।
যেখানেই থাকো, যতদূরে থাকো
কোরোনাকো বঞ্চিত
সদা-মঙ্গল আশিসে তোমার
যেন থাকি সিঞ্চিত !



১/২/৯০

অমর রাজীব

কোন্ নরপশু জন্ম দিয়েছে
কোন্ পাপাত্মা পিতা
অমূল্য প্রাণ হ'রে নিয়ে তুই
জ্বালিলি ভারতে চিতা ?
বোমার আঘাতে রাজীব-জীবন
অকালে হইল শেষ
বিধাতার এ কী অমোঘ বিধান
এ কী হ'ল পরিবেশ !
ভারতে গড়িয়া নব রূপ দিতে
ছিল যাঁ'র শুধু স্বপ্ন
বাস্তবে আসার, আগেতেই তাঁ'র
সব আশা হ'ল ভগ্ন !
তরী গেল ডুবে, তীরে না পৌঁছে
মোরা আজি অসহায়
কোথা গেলে তুমি, রাজীব কাণ্ডারী
কোথা গেলে হায় হায় !

"পাইলট" ছেড়ে, রাজনীতি ধ'রে
হ'য়েছিলে নেতা দক্ষ
কেন যে বিধাতা, সরালো তোমাকে
কে বুঝে বিচার সূক্ষ্ম ?
সব কথা বলা, যেত অকপটে
তোমারে বন্ধু ভাবিয়া—
যে আসিত কাছে, নিরুপায় হ'য়ে
কাটাতে বিপদ, হাসিয়া।
গরীবের ছিলে সাক্ষাৎ পিতা
তা'রা হ'ল পিতাহীন
তাদের দুঃখ, কে আর শুনিবে
দীন হ'তে হ'বে দীন।
ঐক্য, সংহতি, অখণ্ডতার
মূর্ত্ত প্রতীক ছিলে
এ কী পরিহাস, বিধির বুঝি না
কী কারণে কেড়ে নিলে ?
হে তেজস্বীবর, হে বীর মহান্
কত আশা ছিল মনে
"স্থায়ী সরকার" হ'লনাকো গড়া
পুড়িল 'ক কুক্ষণে !
করিতে দিল না, সমাধা তাহার
করিতে তুমি যা 'কাজ
অধম, বর্ব্বর, নৃশংস পশুরা
ফেলিল শিরেতে বাজ।
সকলেরে তুমি, আপন ভাবিয়া
বুকেতে লইতে টানি
সে-দৃঢ় বিশ্বাস, ছিন্ন করিল
নিয়তি কুঠার হানি !

সকলের মন ক'রেছিলে জয়
হাসি দিয়ে, ব্যবহারে
এমন হাসিটি দেখিতে পাবো না
জানাবো এ-কথা কা'রে ?
"কংগ্রেস" বলিতে, অধুনা "যে" ছিল
তাহাকেই শেষ করি
অন্তরে উল্লাস, করে কাপুরুষ
ছদ্মের বেশ পরি।
বাবার বাবা তো, সকলেরই আছে
ইহারাও একদিন—
মুছে যাবে এই, ধরা থেকে জানি
র'বে না চিহ্ন ক্ষীণ !
নিজ জীবনের নিরাপত্তা কি
ভেবেছিলে কোন কালে
তাঁর পরে ভার, দিয়ে এই হ'ল
অকালেতে চলে গেলে !
নব ভারতের, ভাবী রূপকার
হে রাজীব মহাপ্রাণ
শুদ্ধ আত্মার হোক্ উর্ধ্বগতি
অশান্তির অবসান।
শক্তি দাও মনে, "প্রিয়াঙ্কা রাহুলে"
পত্নী "সোনিয়ায়" আর
কুন্ঠিত তা'রা, হয়নাকো যেন
বহিতে দেশের ভার।
বিদেশীরা সব শোকেতে স্তব্ধ
জানাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি
এসেছেন যত বড় বড় নেতা
ভুলে সব দলাদলি।

অমর হইয়া রহিবে "রাজীব"
তুমি আমাদের মনে
যতদিন দেবে, রবি-চাঁদ আলো
ভাতিবে তারারা গগনে।
"রাজীব-রতন", শতদল সম
সৌরভ করি দান
ফুটিয়া রহিবে, ভারত-হৃদয়ে
চিরদিন অম্লান।
শ্রদ্ধা-প্রণাম তোমার চরণে
সবিনয়ে দিনু রাখি—
নিও তুমি, সব দোষ আমাদের
ক্ষমার চোখেতে দেখি।



দুপুর ১।। টা
২২/৫/৯১

প্রবন্ধ প্রলাপ

ব্রহ্মজ্ঞান

সকল জীবেই ব্রহ্ম আছেন
ঘৃণ্য কেহ নয়
কুকুর হ'তে আচণ্ডাল
সবাই ব্রহ্মময়।
আনন্দের ভাণ্ড হ'ন
ব্রহ্ম আনন্দময়
আনন্দেতেই জন্ম জীবের
আনন্দেতেই লয়।
বিষয়-বাসনা না ত্যজিলে
ব্রহ্মে নাহি পা'বে
পরমাত্মায় মিলি আত্মা
ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে।
যে পায় আত্মাতে সুখ
বাহ্য বিষয়ে নয়
ব্রহ্মানন্দ লভি তা'র
মোক্ষ লাভ হয়।
ব্রহ্মস্বরূপ নিজেই হ'বে
সমজ্ঞান হ'লে
নিমজ্জিবে তখন মহা-
আনন্দ-সলিলে।

শাশ্বত সুখ পাবে নিশ্চয়
মনের মাঝারে—
ইহকালেই পরা-মুক্তি
অপেক্ষিবে দ্বারে।
নতুন করে চাইতে আর
কিছুই নাহি হ'বে
অপূর্ণ সাধ আপনা হ'তেই
পূর্ণ হ'য়ে যাবে।
ব্রহ্মে স্থিতি হ'লে পরে
রইল কী আর বাকি
জগৎ অসার, মনে হ'বে
মিথ্যে, ঝুটো, ফাঁকি।



১/৫/৮৯

ভাঙা নৌকা

আমার এ-ভাঙা নৌকা
চল্‌বে ক'দিন আর
হাল ভেঙেছে, দাঁড় ভেঙেছে
পাল ছিঁড়েছে তা'র ?
জলের ঢেউয়ে হাঁফাচ্ছি যে
সামাল্ দেবে কে
ঝড়ের ঘায়ে নৌকা এবার
ডুব্‌তে ব'সেছে।
দেহ গেছে, মন ভেঙেছে
নেইকো আর আশা
শুকিয়ে গেছে প্রেমের কুসুম
প্রাণের ভালবাসা।
প্রেমের ঠাকুর গোবিন্দই
ভরসা এখন শুধু
মৌমাছিরা নিয়ে গেছে
মৌচাকের সব মধু।
(এখন) তুমি ছাড়া আর গতি নেই
শ্রীচরণই সার
"আমার" বল্‌তে কে আর আছে
যে শুধু আমার।

শেষের দিনে যাবার আগে
প্রণাম করে যাই
পূর্ণ হ'বে মনোবাঞ্ছা
যদিই দেখা পাই।



১৫/১২/৮৭

আশার আলো

হঠাৎ আলোর ঝল্কানি লেগে
ঝলমল্ করে চিত্ত
হতাশায় মরা এ-মন আবার
শুরু ক'রে দেয় নৃত্য!
জীবনে আমার আশা জেগে ওঠে
কাণে কাণে কথা কয়
মরণ-বার্ত্তা যদিও সত্য
বেঁচে-থাকা মিছে নয়।
পরাণ-প্রেয়সী, এসো কাছে এসো
বারেক জড়াও মোরে
ভালবাসা এসে দোহাও ছুঁছকে
দিক্না আবার ভ'রে।

পরাণে পরাণে হউক্ মিলন
একটি সুতায় বাঁধা
কণ্ঠ আবার উঠুক্ গাহিয়া
গানেতে হউক্ সাধা।
হে দয়াল, ওগো প্রাণ-গোবিন্দ
দেখা দাও সম্মুখে
বিপদ-আপদ, সব কেটে যাক্
প্রেম ভ'রে থাক্ বুকে।



৩/৯/৮৯

কবির উদ্দেশে

কবি তুমি এত কথা
কোথা থেকে পাও—
আমাদের সকলি শোনাও।
চাঁদের জোছনা ছানি
ফুলের সৌরভ—
কোথা থেকে এনে দাও সব ?
পুরুষের ভালবাসা
নারীর উদগ্র কাম—
জানায় সে, সারা দিবাযাম।

নিখুঁত হাতেতে তুমি
কী ক'রে রচনা—
করো অত সুন্দর গহনা ?
আমি তো পারিনা হ'তে
তোমারই মতন—
জানিনাকো এ-ধারা কেমন ?
তাই শুধু চেয়ে থাকি
নীলাকাশ পানে—
অতৃপ্ত সতৃষ্ণ নয়নে !
যদি তুমি কৃপা ক'রে
ব'লে দাও মোরে—
সার্থক হবে এ-জীবন
জুড়াইবে এই দেহ-মন।



২৪/৭/৮৯

ফিরায়োনা তাঁরে

অনাথ-আতুর, দীন-দুঃখী
　　দেখ্‌লে ভালোবাসো
তা'দের মনে জ্বালিয়ে আলো
　　নিজের আঁধার নাশো।
সাহায্য-হাত বাড়িয়ে দিয়ে
　　অভাব করো দূর
আপ্‌না হ'তে তোমার জেনো
　　হ'বেই ভরপূর।
অলক্ষ্যেতে আশিস্‌ প্রভুর
　　ঝর্‌বে তোমার শিরে
সুখ-শান্তি আস্‌বে মনে
　　যাবে অশান্তি দূরে।
বুঝতে পারবে নিজেই তখন
　　আস্‌বে আনন্দময়
মহানন্দে ভাস্‌বে তুমি
　　পাপ হবে সব ক্ষয়।
পরখ্‌ কর্‌তে তোমার দ্বারে
　　ভিখারী রূপ নিয়ে
এলে তিনি যত্ন কোরো
　　দিও না ফিরায়ে।

দীন-দুঃখী, কাণা-খোঁড়া
গরীবের ভগবান
সবাই মোরা পরম পিতার
স্নেহের সন্তান।
প্রভু তোমায় যা' দিয়েছেন
একার জন্যে নয়
অভাবীরে দিলে কিছু
দান কি বিফল হয়?
দ্বিগুণ হ'য়ে আসবে ফিরে
যা' দিয়েছ তুমি—
জয় ভগবান, জয় ভগবান
জয় হে অন্তর্যামী।

—□—

৩/১/৮৯

৺বিজয়া দশমীতে

দুঃখ-শোক-তাপে ক্লিষ্ট
সারাটি বছর
মুখ বুজে কাটায়েছি
ধৈর্য্যে করি ভর।
তাই মা আসেন উমা
সহিতে না পেরে
শান্তি দিতে, সুখ দিতে
প্রিয় সন্তানেরে।
যে চারি দিবস তিনি
থাকেন এখানে
সুখোল্লাসে ধরা যেন
ভেসে যায় বানে।
ধীর পায়ে, আসে কাল-
নবমীর নিশি
পোহালেই মা যাবেন
আঁধারিয়া দিশি।
নবমী নিশিরে তাই
করি যে বারণ
"পোহায়োনা নিশি তুমি
ধরি ও-চরণ।"

তবু সে পোহায়ে যায়—
দশমী বিজয়া
আসে মহানন্দ নিয়ে
সর্ব্বদুঃখজয়া।
এই বিজয়াতে সব
দুঃখ ভুলে যাই
কলহের অবসানে
ভাই পায় ভাই।
শরতের নীলাকাশে
মেঘ ভেসে যায়
রাশি রাশি কাশ ফুল
মেলা যে বসায়।
গাছে-গাছে স্থলপদ্ম
শেফালী যে ঝরে
মায়ের চরণ-স্পর্শ
পাইবার তরে।
নদী বহে কুলু কুলু
কাণ পেতে শুনি
ভেসে আসে বিহগের
সুমধুর ধ্বনি।
আনন্দের আজ ভাই
মিলনের দিন
সবাই আপন যেন
হোক না অচিন্।
সব ধর্ম্ম গাঁথা হোক্
একটি মালায়
সব জাতি এক স্রোতে
ভেসে যেন যায়।

মাতা-পুত্রে, ভাই-বোনে
ঘুচে যাক্ ভেদ
পড়ুক্ কলহ-দ্বন্দ্বে
চিরতরে ছেদ।
শুধু সুখ, শুধু শান্তি
আনন্দই শুধু
প্রণাম ও আলিঙ্গনে
ভ'রে থাক্ মধু।
সত্যই আনন্দ, আর
আনন্দই তিনি
এই বিশ্ব চরাচর
র'চেছেন যিনি।
সাধুসন্ত করেছেন
কত দেহপাত
নিত্যযুক্ত হ'তে সেই
আনন্দের সাথ।
আনন্দ যায় না দেখা
বুঝানো না যায়
অন্তঃসলিলা বহে
ফল্গুর ধারায়।
বিজয়ার আনন্দেতে
মাগি আশীর্ব্বাদ
পাই যেন পরমার
পরম প্রসাদ।
সব কাজে হোক্ সিদ্ধি
সব স্থানে জয়ী
তোমার চরণে দুর্গে
যাচি কল্যাণময়ী।

দুর্গতিনাশিনী মাগো
কর দুঃখ দূর
ঘরে ঘরে সুখ-শান্তি
থাক্ ভরপুর।
বছরে বছরে এসো
আমাদের ঘরে
তোমার আসন পাতা
রবে যে অন্তরে।



২৬/১০/৮৮

সবই সম্ভব

সুখ দিয়ে কেড়ে নাও
ডোবাও দুঃখেতে
কখনো বানাও রাজা
কখনো ধূলিতে!
রহস্য খেলার তব
কা'র সাধ্য বুঝে
তবুও সন্ধানী মন
মরে খুঁজে খুঁজে।
যে-সুখেতে ডুবে ছিনু
আমি একদিন
আর কী-আসিবে ফিরে
সে-মোর সুদিন?

সুগন্ধী বেলীর মালা
শুকায়েছে আজ
রূপ গেছে, গন্ধ গেছে
চ'লে গেছে সাজ।
রিক্ত আমি, শূন্য আমি
ভিখারীর দশা—
জানিনা কী ক'রে হ'ল
এমন সহসা?
হতাশার বেদনায়
কাটিছে আমার
আলো নেই, চারিধারে
শুধু অন্ধকার।
তুমি যদি কৃপা করো
হ'বে অঘটন
আবার হাসিবে এই
ম'রে-যাওয়া মন।



১২/৭/৮৮

কবির সাধ

কোন্ লেখা, কখন যে বেরুবে
জানিনাকো আমি তা'র কিছু
লেখনী আমার ছুটে চলে দেখি
কোন্ এক শক্তির পিছু।
ভাব নেই, তাই ভাবিতে পারিনা
ভাবি যা' তোমারই কথা—
সবারে জানাতে, কবিতায় লিখে
তুলে ধরি মোর বারতা।
তুমি দিলে ভাষা, তবে ভাষা পাই
মহিমা তোমারই প্রকাশি—
ভালো কি মন্দ, কি হ'ল না হ'ল
দেখে নাও, নিজে আসি।
শকতি বলিতে, নেই মোর কিছু
লেখনী হয়না বন্ধ
আপনা-আপনি দেখি মিলে যায়
কবিতারই সব ছন্দ!
যা'রা আসে হেথা, ভালবেসে মোরে
তা'রা সব শুনে যায়—
আমার কবিতা, অজানিতে দেখি
কত যে বাহবা পায়!

সুখ্যাতি-অখ্যাতি, যাহা কিছু পাই
সকলি প্রাপ্য তব
কোন কৃতিত্ব নেইকো আমার
তবু আমি কবি হ'ব।



২/২/৮১

মিলন আবার

বছরগুলো কেটে গেল
কোথায় দিয়ে আজ
পুনর্মিলন আবার এলো
পʼরে নতুন সাজ।
হৃদয়-দুয়ার, দাও খুলে দাও
করো আলিঙ্গন
আত্মায় আত্মায় হোক্
অপূর্ব্ব মিলন!
এসো বন্ধু, প্রাণের বন্ধু
গল্প মোরা করি
গতদিনের স্মৃতি হ'বে
কতই আহামরি

পড়াশুনা, খেলাধূলা
খুনসুটি যে কত
ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি
হ'তই অবিরত।
তারপরেতেই কোথা থেকে
হ'ত আবার ভাব
ছেলেবেলার এই তো রীতি
ইহাই স্বভাব!
বড়ই মজায় কেটে গেছে
আগেকার সেই দিন
ভাবলে হাসি, পায় সহসা
হই যে উদাসীন।
অনেক বন্ধুই চ'লে গেছে
এই পৃথিবী ছেড়ে
যায়নি কেহই, আছে সবাই
মোদের হৃদয় জুড়ে।
এই দিনটি ঘুরে ঘুরে
আসুক্ বারে বারে
নতুন ডালি ভ'রে নিয়ে
নতুন সম্ভারে।



১২/২/৮৯

প্রেয় ও শ্রেয়

জাগতিক সুখ সব
প্রেয় বলে তা'য়
উহার ঊর্ধ্বেতে যিনি
তিনি শ্রেয়োময়।
ক্ষণিকের ইহ সুখ
প্রেয় দিতে পারে
চিরন্তন সুখ পেলে
শ্রেয় বলি তা'রে।
প্রেয় বস্তু কে না চায়
ভোগ করিবারে
শ্রেয় পাওয়া দুষ্কর
এ-বিশ্ব মাঝারে।
কামের মাধ্যমে প্রেয়
নামায় নরকে
ঈশ্বরের খোঁজ দেয়
শ্রেয় নরলোকে।
শ্রেয় ছেড়ে প্রেয় ধরে
এমনি বাতুল
পাপীর জীবন হয়
শুধু ভরা ভুল।

একমনে শ্রেয় ধ'রে
প্রেয়রে ছাড়িলে
মিলিবে তাঁহার কৃপা
"নামেতে" ডুবিলে ।
শ্রেয় পেলে সব পাওয়া
হ'য়ে যায় জানি
তখন প্রেয়রে অতি
তুচ্ছ ব'লে মানি ।



১০/৫/৮৮

নারী-শক্তি

সারাটা জীবন যা'র
নারী আছে জুড়ে
তাহাকে ছাড়িয়া কভু
থাকিতে কি পারে ?
কবিতার উৎস সে যে
সেই তো প্রেরণা
জোগায় সে সব শক্তি
জাগে উন্মাদনা !
নব ভাব সেই আনে
সৃষ্টি-মূলে নারী
নারী ছাড়া পুরুষের
ভাঙে জারিজুরি ।

নারী ধরে গর্ভে নর
নারী করে ধ্বংস
একধারে কৃষ্ণরূপী
অন্যধারে কংস।
বহু রূপ ধরে নারী
চেনা বড় দায়
কল্যাণী ও ভয়ঙ্করী
কখন কি হয়!
পুরুষ আসিত কোথা
নারী না থাকিলে
সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত
নারী না জন্মিলে।
এক ঠোঁটে মধু ঝরে
অন্য ঠোঁটে বিষ
সুখ দিয়ে, ছোবল্ সে
মারে অহর্নিশ্।
নারী না থাকিলে পৃথ্বী
মরুভূমি হ'ত
রস-ধারা হ'য়ে সৃষ্টি
মাঝে না বহিত।
নারী-শক্তি সাধনায়
থাকো মশ্গুল
নারী বিনা সবই হয়
নিরর্থক ভুল।

মিত্র নারী শত্রু হয়
সময় বিশেষে
জড়ায় কখনো, কভু
ছুরি বুকে বসে !



২/৫/৮৮

মুক্তি

বন্ধনের মাঝে আছে
মুক্তি যে লুকানো
তাই তা'রে খুঁজে ফেরে
অস্থির এ-মন।
কোথা মুক্তি, মুক্তি কোথা
মুক্তির সন্ধান
কে দেবে ঠিকানা তা'র
হ'বে মুক্তি-স্নান ?
মুক্তির মালিক যিনি
তিনি তো হৃদয়ে
ব'সে ব'সে হাসিছেন
নীরবে তাকায়ে।

দুর্গম স্থানে কত
পাহাড়-পর্ব্বতে
সাধকেরা কৃচ্ছ্র সাধন
করে মুক্তি পেতে।
বিষয়-বাসনা সব
জলাঞ্জলি দিলে
তবেই তাঁহার দেখা
ভাগ্যে যদি মেলে।
স্নেহ-দয়া, ভালবাসা
মায়া ও মমতা
ত্যজিলেই তবে মুক্তি
দেন পরিত্রাতা।
তর্ক-যুক্তি মাঝে মুক্তি
কেহ নাহি পায়
বিচার-বুদ্ধিতে সব
হার মেনে যায়।
মুক্তি পেয়ে গেলে আর
জন্মাতে হ'বে না
কাটিবে সকল জানি
ভবের যাতনা।



২৪/৪/৮৮

এলো-মেলো

এতটুকু, এতটুকু মাথা—
কী করে সে মনে রাখে, শত শত কথা ?
মনের গভীরে কি, আছে "টেপ্ রেকর্ডার"
সব কথা ধরিবার, শক্তি আছে যা'র ?
দিন-লিপি ঘটে যাহা, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
ছায়া ফেলে জানিনাকো, কী ক'রে সে মনে ?
কোন ভুল হয়নাকো, "কম্প্যুটার" সম
পর পর কাজ সব, ক'রে দেয় মম।
কী অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য সৃষ্টি বিধাতার—
কী করে সম্ভব হয়, ভাবি বার বার !
এই হাসি আনন্দেতে, কাঁদি বা বিরহে
এই মাথা ঝড়-ঝঞ্ঝা, সব কিছু সহে।
হয় না বিফল কভু, হয় না বদল
নিয়তির চাকা ঘোরে, ঘোরে অবিরল।
কত আশা, আছে এ-জীবনে
কী ক'রে সফল হ'বে, জানিনাকো মনে।
বয়স তো বেড়ে চলে দিন দিন
ক'মে ক'মে আয়ু হয় ক্ষীণ।
কে জানে আসিবে ক'বে, ওপারের ডাক—
তখুনি তো যেতে হ'বে, থাকার যা' থাক্।
বাড়্তি সময় কোন, পাবোনাকো জানি
মৃত্যু দেয় ঘন ঘন, কালো হাতছানি।

চ'লে তো যেতেই হ'বে, মায়া-ডোর কাটি
ভাবিতে এ-কথা মোর, বুক যায় ফাটি।
প্রিয়জন এসো কাছে, ভালোবাসো মোরে
নেইকো সময়—মৃত্যু কড়া নাড়ে দোরে।



১২/১১/৮৭

যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি

পুতুলনাচের পুতুল মোরা
যেমন নাচাও, তেম্‌নি নাচি
তুমি ছাড়া কে আর আছে
তোমায় নিয়েই আমরা বাঁচি।
কা'কেও হাসাও, কা'কেও কাঁদাও
কা'কেও ফেলো, কা'কেও তোল
দয়ার পাথার, হে লীলাময়
দয়ার উৎস বারেক খোল।
কা'কেও বসাও সিংহাসনে
কা'কেও করো পথ-ভিখারী
তোমার লীলার নেই তুলনা
দিই তোমারে বলিহারি।

যাদুকর যাদুর খেলা
দেখাও কত যাদুর গুণে
আমরা শুধুই অবাক হ'য়ে
স্বপ্নের জাল যাচ্ছি বুনে।
মায়া দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
সংসারেতে বাঁধ্‌ছ ক'ষে
"আমার আমার", ক'রেই মরি
সবাই আছি মায়ার বশে।
খসিয়ে দিয়ে এই আবরণ
শ্রীচরণে দিও ঠাঁই—
পার কর্‌তে ভব-সাগর
তুমি ভিন্ন গতি নাই।



২৮/৯,৮৭

কে শত্রু—
মন না বন

পরম শত্রু মনের পাপ
বনের সাপ নয়—
সাপকে বশে আনা সোজা
পাপকে শক্ত জয়।

মনের-বনের কলুষ-মুক্ত
পবিত্র ক'রে মন
পাত্‌তে হবে মনের বনে
তাঁহার সিংহাসন।

বনে থাকে শ্বাপদ নানা
হিংস্র তা'রা অতি
ভালবাসায় বশীভূত
হয় আমাদের প্রতি।

মনের পাপ করতে দূর
সাধন-ভজন চাই
পাপ সরলে তবেই যদি
তাঁহার দেখা পাই।

নানান্ বাধা এসে জোটে
পাপ চায় না যেতে
প্রলোভনে আমরা প'ড়ে
থাকি তা'তেই মেতে।

বনের ভিতর মন বসিলে
সিদ্ধি মিলে যায়
পাওয়ার তখন কী আর থাকে
মন কিছু না চায়।

জঞ্জাল সব সরিয়ে ফেলতে
হ'বে যে বন থেকে
তবেই মন বস্‌বে সেথায়
শুচি—চন্দন মেখে।

বনকে চাই, মনকে চাই
কেহই তুচ্ছ নয়
দু'য়ে মিলে, এক হ'লেই তো
ইষ্টলাভ হয়।

মনের বনকে হঠাও দূরে
বনের থাকুক মন
পাপ-মুক্ত মন হ'বে যে
শ্বাপদ-শূন্য বন।

বনই হ'ল একমাত্র
মনের সাধনপীঠ
একান্ত তা'র নির্জ্জনতাই
আনে মনের জিৎ।

বনবাসী হ'তে হবে
মনোবাসী হ'তে
মন তখুনি ভ'রে যাবে
মনোসিদ্ধির স্রোতে।

বনে-মনে এক হ'লে তো
মন মনে পা'বে
"মন্মনা" হ'লেই তিনি
নিজেই দেখা দেবে।
সিদ্ধিলাভ বনেই হয়
মন থাকে তা'র মূলে
শান্তি পায় না, মন কিছুতেই
বনকে দূরে ঠেলে।
মন থেকে বন সরিয়ে দিয়ে
বনে আন্‌লে মন
মিল্‌বে সদ্‌চিদানন্দে
পরম আনন্দ-ধন।



২৯/৮/৮৭

শেষ ক'রে দাও

কিছুই ভালো লাগ্‌ছেনা আর মোর
এম্‌নি ভাবে ঘরের মধ্যে থাকা
  নেই কোন কাজ, অনেক কাজ বাকি
  শুধুই আছে, তোমায় মিছে ডাকা।
দুর্বিবষহ লাগ্‌ছে আমার কাছে
অকর্ম্মণ্য হ'য়েই নাকি গেলুম
  বন্ধ হ'ল আমার ছোটাছুটি
  কা'র বদলে, কতটুকুই পেলুম ?
প্রেম বিলায়ে, প্রেম-ভিখারী হ'য়ে
প্রেম পেতে তো, হ'লেম নাজেহাল
  দুঃস্থ হ'য়ে জীবন গেল কেটে
  বিচার কর্‌বে সাক্ষী মহাকাল।
কতই আঘাত, কতই বাধা আমি
এই জীবনে কতই দিয়েছি
  ব্যুমেরাং কি, হ'ল সে-সব দাগা
  তাই কি আবার ফিরেই পেয়েছি ?
এইভাবে আর থাকৃতে চাই না বেঁচে
সুস্থ যদি না হই আমি আর
  মেরেই ফেলো একেবারে মোরে
  আস্‌তে যা'তে, পারি পুনর্ব্বার।

কতই পাপ ক'রেছি অজ্ঞাতে
সাজা যাহার হয়নি আজও শেষ
পাপের সাথে, শেষ করে দাও মোরে
ওগো আমার দয়াল পরমেশ।

রোগ-শয্যায় লেখা।



২৫/৭/৮৭

শেষ ভালবাসা

যৌবন, এসো তব ভালে দিই
এঁকে জয়টিকা
তরুণ-তরুণী-দেহে
জ্বলন্ত যে-শিখা।
তুমি চ'লে গেলে প্রিয়া
চ'লে যায় প্রাণ
আনন্দ-উল্লাস যায়
থেমে যায় গান।
জীবনেতে ফুল তুমি
কত যে ফোটাও
নানা দিক থেকে এনে
অলি যে জোটাও।

কত নাচ, কত গান
হাসির তুফান
কত ভাবে, দেহে সুখে
বহে যায় বান।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি
তুমিই আনন্দ
প্রেমের কবিতা তুমি
নৃত্যেরই ছন্দ।
রূপসীর রূপ তুমি
কুসুম-সুবাস
কোকিলের গান তুমি
মলয়া বাতাস।
আমি বৃদ্ধ, জীবনের
শেষ প্রান্তে এসে—
যেতে চাই তোমাকেই
শেষ ভালোবেসে।



১২/৭/৮৭

আত্মদর্শন

ভক্তি এনে দেয় কৃষ্ণ
তর্ক নাহি পারে
ভক্তি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি
সার চরাচরে।
ভক্তি বিনা হয়নাকো
তাঁর দরশন
নাম-গান, সাধুসঙ্গ
স্মরণ-মনন।
শুদ্ধা ভক্তি এনে দেবে
পরা-মুক্তি জেনো
মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে
ধর্ম্ম-কথা শোনো।
অনিত্য অসার এই
সংসারে এ-দেহ
নিত্য শুধু আত্মা, এতে
নেইকো সন্দেহ।
অবিনশ্বর এ-আত্মার
নেই ক্ষয়-ব্যয়
অজর, অমর ইহা
পায়নাকো লয়।

খণ্ড নাহি করা যায়
অনলে না-পোড়ে
অন্য দেহে যায় আত্মা
জীর্ণ দেহ ছেড়ে।

আত্মাই ব্রহ্ম—তাঁর
হৃদয়েতে বাস—
স্মরো তাঁরে, পূজো তাঁরে
নিত্য বারমাস।

আকুলি-বিকুলি হ'য়ে
কৃপা চাহো তাঁর
ভক্তি পেলে, তাঁর সাথে
করিবে বিহার।

নিত্যানন্দে ডুবে যাবে
আনন্দ-সাগর
উথলি উঠিয়া দেখা
দেবেন ঈশ্বর।



৮/১/৮৬

রহস্যময়ী

ক্ষণে ক্ষণে কত রূপ
ধরো তুমি নারী ;
দেবতা বোঝেনি যা'রে
আমি কি তা' পারি ?
কতখানি বুদ্ধি ধরো
কত মায়া-ভরা ;
সাধ্য নেই পুরুষের
পরিমাপ করা !
হেসে হেসে কথা কও
মিঠে লাগে কাণে :
আসল-নকল ধরা
সবে হার মানে !
জননীর ছদ্মরূপে
বাঁধো সন্তানেরে ;
মাতৃস্নেহে ভুলে, ধরা
দেয় আপনারে ।
মোহিনীর বেশে তুমি
পতিরে ভোলাও ;
হেসে গায়ে ঢ'লে পড়ো
বাঁকা চোখে চাও ।

দিদি সেজে ভালবাসা
ভা'য়েরে দেখাও ;
বোন হ'য়ে দাদাদের
সোহাগে গড়াও।
দিদির শাসনে ভাই
জড়োসড়ো ভয়ে ;
দাদা ভোলে ভগিনীর
ভালবাসা পেয়ে।
প্রেমিকার রূপ নিয়ে
সব শেষে আসি :
দেখাও—"তোমারে প্রাণ
দিয়ে ভালবাসি।
তুমি ছাড়া প্রিয়তম
কে আছে আমার ;
তোমা বিনা দেখি আমি
সকলি আঁধার।
সদা মোর কাছে থাকো
নয়নের তারা :
তোমারে হারালে হই
আমি দিশাহারা।"
প্রেমিক পাগল হয়
এই কথা শুনে :
ভুলের মাশুল তা'র
দেয় গুনে গুনে।

এ-রহস্য-জাল কেহ
পারে নি ছিঁড়িতে ;
কত প্রাণ বলি হয়
নারী-সঙ্গ পেতে।
তাই বলি, মোহময়ী
জাদু-জানা নারী ;
তোমারে বুঝিবে কে বা
কোন্ শক্তিধারী ?
যুগ যুগ ধ'রে তুমি
রহস্যেতে ঢাকা;
হ'য়ে র'বে পুরুষের
মনে ছবি-আঁকা।



১৩/৭/৭১

ভালবাসার মালিক

প্রেমের বেসাতি ক'রে, হেথা-হোথা ফিরি
প্রেম কী, তা' আজও জানি না
চোখে এসে জল, মোরে করে যে উতল
প্রেম ব'লে তা'রে মানি না।
আলো ভেবে আলেয়ার পিছু পিছু ছুটি
সে কী সব ফাঁকি, বৃথা শুধু—
জল ভেবে মরীচিকা-পানে ধাই আমি
বালুময় সে কী মরু ধূ ধূ!
যেথায় যেটুকু আছে, প্রেম-ভালবাসা
তিলে তিলে আমি নিতে চাই
দাম দিয়ে নেবো কিনে, সব ভালবাসা
যা'র কাছে যতটুকু পাই।
ভালবাসি আমি এই বিশাল ধরার
ফল ফুল, আকাশ বাতাস
যত নর আছে, আর নারী আছে যত
বারে বারে যাই তা'র পাশ।
কেউ এসে ধরা দেয়, কেউ দূরে স'রে যায়
আমি যে ফেলেছি জাল ছড়ায়ে—
ভালবাসা দিয়ে তাই, আমি যে কুড়াতে চাই
বাহু পাশে বেঁধে তা'রে জড়ায়ে।

কোথা গেল ভালবাসা, কোথা গেল প্রেম
কোথা গেলে পাবো ভালবাসা—
ভেঙেছে আমার ভুল, জেনেছি এখন
তুমি ছাড়া কে পুরাবে আশা ?
তোমার চরণ দুটি, এবে করিয়াছি সার
ভালবেসে দিও ঠাঁই এ-দীনে
তুমি ভালো না বাসিলে, ভালবাসা নাহি মেলে
বাঁচিব না আমি তোমা বিনে ।



১৭/৪/৭৩

কবির কবিতা

কবিতা লিখ্‌তে বল্‌ছো আমায়
কবিতা লিখি যে কী ক'রে ;
কোথা চাঁদ, ফুল—কোথা কুহুরব
    কোথা পাশে মোর প্রিয়া রে ?
আসেনাকো ভাব, জোটেনাকো ভাষা
পাই না ছন্দ-মিল ;
রুদ্ধ আঁধার—ঘর যে মনের
        কী ক'রে খুলিব খিল্‌ ?

জীবনের সুখ-দুখ, নিয়ে আর
প্রেমিকার ভালবাসা ;
নদ-নদী কত, মরু-কান্তার
যৌবন-ভরা আশা।
এই সব নিয়ে ভাবুক-কবিরা
কবিতা যে লিখে চলে ;
পেলো না এ-কবি, যশ-খ্যাতি-মান
মন্দভাগ্য ব'লে !

—□—

১৩/৩/৬৯

শেষের হাসি

শেষ হ'ল সব খেলা-ধূলা
রইলো কাজ বাকী
এবার চ'লে যাবো আমি
দিয়ে সবায় ফাঁকি।
নতুন রূপে আস্‌বো হেথায়
নতুন নিয়ে আশা
নতুন জনে দেবো আমার
নতুন ভালবাসা।

যাবার সময়, তোমরা যা'রা
ভালবাসো মোরে
জল ফেলো না চোখের, যাওয়ার
পথটি পিছল্‌ ক'রে।
পারো যদি দিও শুধু
এক গুচ্ছ ফুল
তা'তেই আমার মন ভরাবে
হ'বো যে আকুল।
হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে যে চাই
হাসির হাট দেখে
হাসি দিয়ে দেবো সবার
হাসি মুখটা ঢেকে।
হাসির ফুল ঝরিয়ে দিও
মোর সমাধি 'পরে
হাসির সুবাস মনকে যেন
সবার দেয় ভ'রে।



২৬/৭/৮৯

রোগ-শয্যায় লেখা।

বিচিত্র বিচরণ

নামের বালাই

যতক্ষণ আছি হেথায়
নামটা ততক্ষণ
চ'লে গেলেই মুছে যাবে
ভুলবে জনগণ।
যে যতদিন থাকে ধরায়
মাতি তা'কে নিয়ে
যেই যা'বে সে চ'লে, তা'র
নামও যাবে ধুয়ে।
কেমন রীতি, এই আমাদের
ক্ষমার যোগ্য নয়
বাঁচ্‌লে তবে নাম থাকে তা'র
মর্‌লে সবই যায়।
চাইনাকো তাই, যশের মুকুট
থাক্‌বে না, যা' চিরকাল
কী হ'বে এই মান-সম্মানে
ঝুটো যা' জঞ্জাল?
অখ্যাত হ'য়ে থাকাই ভালো
দরকার কি চেনার
কাণাকড়িও, এই জগতে
মূল্য নেইকো যা'র?



২৭/৫/৮৯

মানবী 'সান্ত্বনা'

মানবী "সান্ত্বনা", দেবী রূপে তুমি
এসেছ সান্ত্বনা দিতে
পীড়িতের ক্লেশ, তাপিতের ব্যথা
মুছে দিয়ে বুকে নিতে ?
প্রেম-ভালবাসা পুষে সদা মনে
ফল্গু-ধারায় বহ
জয় করো মন, জয় করো প্রাণ
চুপে চুপে কথা কহ ।
মৃদুভাষী তুমি, জ্ঞানেতে দীপ্ত
ভাষা-ভরা চোখ দুটি
মোলায়েম হাসি, খেলা করে মুখে
মনোরম পরিপাটি ।
কালোর ভিতরে, আলো যে লুকানো
দেহ যৌবন-ভরা—
কাম-গন্ধ নেই, শান্ত-শীতল
শতদলে আলো-করা ।
আঙুরের রসে, ভরা ঠোঁট দুটি
বুকে রয় মধু ভাণ্ড—
চুঁয়ে চুঁয়ে রূপ, ঝরিছে যে দেখি
অবাক-করা, এ-কাণ্ড !

পরকে আপন করিতে শিখেছ
কী যাদু-মন্ত্রে বলো
শুষ্ক শরীরে কেমনেতে করো
প্রাণ-রসে উচ্ছল ?
কঠোর কোমল, দুই ভাবই আছে
লুকানো তোমার মাঝেতে
স্থির জানি, তুমি অজান্তে-ভরা
মায়ের আত্মা—শক্তিতে !
মমতা—মাখানো সেবা-হাত নিয়ে
হেথা তুমি জনমিলে
মৃতে দিয়ে প্রাণ, দূর করি ব্যাধি
দেবী নিবেদিতা হ'লে।
তোমার মায়ার প্রকাশ দেখি যে
বিবেকানন্দ-নীতিতে
পশু-পাখী আর কুসুমে কুসুমে
মিশে গেছে প্রেম—প্রীতিতে।
কোন কাজে তুমি, হটোনাকো পিছু
সব কাজে আগুয়ান—
এমন নারীই ঘরে-ঘরে হোক্
রাখিতে ভারত-মান।
এমনি অনেক গুণের আধার
বর্ণিতে নাহি পারি
ভাব-ভাষা দুই পলায়ে গিয়েছে
"সান্ত্বনা" বরনারী।



১/১/৯০

"দেবমাল্য"র জন্মদিনে

বড় হও, শুধু নহে
বয়স-বৃদ্ধিতে—
লেখা ও পড়ায় বড়
জ্ঞান ও বুদ্ধিতে।
দীর্ঘজীবি হ'য়ে তুমি
মুখোজ্জ্বল করো—
দেশের সেবায় "মাল্য"
সৌরভে ভরো।
অন্যায়ে সোচ্চার হ'বে
দুঃখীর কোরো দুঃখ দূর—
আনন্দ দেবেন "তিনি"
আনন্দেতে র'বে ভরপুর।
বংশের প্রদীপ তুমি
হে কুল-তিলক
দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাক্
জ্ঞানের আলোক।
যশ পেয়ো, মান পেয়ো
ভালবেসো সবে
জননীরে দেবী-জ্ঞানে
সদাই সেবিবে।

ভক্তি কোরো গুরুজনে
হোয়ো তুমি বিনম্র, বিনয়ী—
এইসব সদ্‌গুণে, মানুষে "মানুষ" করে
ইহাদের হোয়ো চিরাশ্রয়ী।
এ-বৃদ্ধ বয়সে "দাদু"
করে আশীর্ব্বাদ—
মনে রেখো "গৃহ-দেবে"
লভিবেই তাঁহার প্রসাদ।



২৬/১১/৮৯

আবীরার গুণ

নাত্‌নি আমার রাঙা "আবীর"
রঙের খেলাতে—
পরাণ কি চায় আপ্‌না হ'তে
পরাণ মেলাতে?
রবির কিরণ সব নিয়েছে
চাঁদের সোনা ছানি'
হোলির দিনে, দোল্‌না ফুলের
ঝুলায় রাধারাণী।

প্রাণ-চঞ্চল দেহ যে তা'র
বুদ্ধি-দীপ্ত চোখে
মুখের নরম মিষ্টি কথায়
ভুলিয়ে দেয় সে লোকে।
পড়াশুনা নিয়েই থাকে
ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ
জ্ঞানের খোঁজে ছোটে সদাই
নিরলস তা'র মন।
কথা যখন কহে সে, দেখি
ঝরে মিষ্টি হাসি
তাইতো আমি নাত্‌নিকে মোর
এতই ভালোবাসি।
"ভালো দাদু" নাম দিয়েছে
নিজে ভালো ব'লেই
নেইকো মনে প্যাঁচ্ ঘোরালো
নেইকো পাপ মোটেই।
খেলা-ধূলা নাত্‌নি কত
দেখ্‌তে ভালবাসে
লিখ্‌তে ভাষা, হার মেনে যায়
কলমে নাহি আসে।
কুকুর বিড়াল ভালোবাসে
পশু-প্রীতি তা'র
গান জানে সে, গানের গলা
অতি চমৎকার!
মা'র কথাতেই ওঠে বসে
মাতৃভক্তি এত
জননী ও তা'র বুদ্ধিমতী
তিনিও সুশিক্ষিত।

আরও অনেক গুণ আছে তাঁর
বল্‌বো না সব আজই
সব শুনাবো, তোমরা যদি
শুনতে থাকো রাজী।



১৫/৭/৮৯

হোলি হ্যায়

দোল্‌ এসেছে দোল্‌
হৃদয় উতরোল।
কৃষ্ণ খেলেন রাধার সনে
গোপীর সাথে হোলি
রঙে-রঙে, ফাগে-ফাগে
হ'চ্ছে-কোলাকুলি।
রং লেগেছে পলাশ-বনে
কৃষ্ণচূড়ায় কে দিল
বংশীধারী বলো কোথায়
তোমার এত রং ছিল?
আকাশ-বাতাস রং মেখেছে
রং মেখেছে বকের সারি
যমুনা আজ লাল হ'য়ে যে
নাচ দেখাচ্ছে ঝকমারি!

শুক-সারীদের কণ্ঠে শুনি
আজ ফাগুনে রসের গান
রং মেখে নাচ নাচে শিখী
কোকিল বহায় প্রেমের বান।
বৃন্দাবন স্নান করেছে
রঙের যমুনায়—
কদম গাছে চ'ড়ে কৃষ্ণ
মুরলী বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ তোমাদের
রং দিতে মোর, সাধ জাগে
এই কথাটা ভাব্‌লে, মনের
কল্পনাতে রং লাগে।
রং ব'য়ে যায় ত্রিভুবনে
ভাস্‌ছে নর নারী তা'তে
রং ধ'রেছে সবার মনে
রঙের নেশায় তাইতো মাতে।
আনন্দের ঝরণা ঝরে
প্রেমেরই হিল্লোল্‌
সবার মনে, সবার প্রাণে
খায় সে নিজেই দোল্‌।
গোরাচাঁদ নদীয়াতে
প্রেম বিলায়ে চলে
আচণ্ডালে দেন তিনি কোল্‌
"হরেকৃষ্ণ" ব'লে।
প্রেমানন্দে ধূলায় গোরা
খান্‌ যে গড়াগড়ি
মুখে শুধুই ব'লে চলেন
"হরি হরি হরি"।

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গোরা
নবদ্বীপের চাঁদ
হরি-ধ্বনির মাঝেই পাতেন
বিশ্বে প্রেমের ফাঁদ্।
কৃষ্ণ দোলেন বৃন্দাবনে
গোরা দোলেন নদীয়ায়
যুগল চাঁদ ধরায় নামেন
প্রেমের তুফান ব'হেই যায়।
রং যে দেবে, ফাগ মাখাবে
দাও না এসে দাও—
রঙের সাগর, ফাগের পাহাড়
উজাড় করে নাও।
এই বয়সে যৌবনেরই
রং লাগলো কী ক'রে
শুধাওনাকো গোপিনীদের
তা'রাই বল্‌তে পারে।
এ-দোল যেন নিত্য চলে
হয়না রঙের শেষ—
এসো রঙে সিনান্ করাই
হৃদয়-পরমেশ।



২২/৩/৮৯

ডাক্তারবাবুকে চিঠি

বাঁ কষের দাঁতটা বড়ই
দিচ্ছে মোরে যন্ত্রণা
এমন ওষুধ দিলেন, তা'তে
কিছুই দেখি কম্‌লোনা।
গল্‌দা চিংড়ী এনেছিল
ছেলে বাজার থেকে
তৃপ্তি ক'রে খেতে ব'সে
মনে পড়্‌ছে কষ্টকে।
দু' পায়ের পাতা দুটো
ফুল্‌ছে সকাল-সাঁঝে
দিনে রাতে সব সময়েই
থাক্‌ছে মাঝে মাঝে।
B.coli তো জেঁকেই ব'সে
আছে মনে হয়
কম্‌বে ক'বে, সার্‌বে ক'বে
কতদিন আর সয়?
ভালো যদি ওষুধ থাকে
দয়া ক'রে দেবেন
সারিয়ে অসুখ, এই কবিরই
নমস্কারটা নেবেন।

অসুখ সারতে দেরী হ'লে
হ'বেই রাগারাগি
এর জন্যে আপনাকেই
করবো দোষের ভাগী



১৩/৪/৮৮

বামদেব, তারা মা
ও আমি

কে তোকে চেনাতো তারা
বামা ক্ষ্যাপা না জন্ম নিলে
"তারা তারা" ব'লে যে "বামা"
জীবন দিল পদতলে।
তুই না খেলে, মা গো তারা
বামাক্ষ্যাপা খেতনাকো
কোথায় পা'বি এমন ছেলে
যা'র জুড়ি আর মেলেনাকো!
ব্রহ্মার মানস-পুত্র
বশিষ্ঠদেব মুনি
তারা-সিদ্ধ হ'য়ে প্রতিষ্ঠা
ক'রেছিলেন তিনি;

শিলাময়ীর প্রতীকীরে
তারা মা'য়ে হেথা
"সিদ্ধপীঠ" আখ্যা নিয়ে
হ'ন যে পূজিতা।
সাধন ক'রে এ-তারাপীঠে
সিদ্ধ হ'লেন বামা ক্ষ্যাপা
জগৎ-জোড়া নাম ছড়ালো
কিছু দিয়েই যায় না মাপা।
কত জনাই সিদ্ধি পেল
তারাপীঠের মহাশ্মশানে
শ্মশান তো নয়, মহাতীর্থ
বিরাজ করে মুক্তি এখানে।
কতই সাধক ঠাঁই নিয়েছেন
এই শ্মশানের মাটির বুকে
সাধ জাগে মা, তোকে নিয়ে
ঘুমাই হেথা পরম সুখে।
তারা-ছাড়া না হই যেন
মুখে থাকুক্ "তারা" নাম
তারা মা'ই করবে পূরণ
আমার যত মনস্কাম।
কেমন ক'রে আমায় তারা
মন থেকে তোর সরিয়ে দিয়ে
শিব-স্বামীকে স্তন দিতেছিস্
ব্রহ্মশিলার রূপটি নিয়ে?
কী দোষ আমি ক'রেছি বল্
দেখিস্ নাকো কেনই মোরে
মা-ছাড়া কিছু জানিনাকো
যতই ছুঁড়ে ফেলিস্ দূরে।

মা যে আমার ধ্যান-ধারণা
মা যে আমার চলা-বলা
আমায় তুই বোকা ভেবে
দেখাস্ কতই ছলা-কলা।
আমি মায়ের, মা যে আমার
এই কথাটাই মনে থাক্
মায়ের সেবায়, মা'র চরণে
তুচ্ছ এ-মোর জীবন যাক্।
জয় তারা মা, জয় মা তারা
জয় হে বামাক্ষ্যাপা
জয় তারাপীঠ, জয় সাধকেরা
যাঁরা শ্মশান-চাপা।



১/৪/৮৮

ভক্ত-সম্মেলন

বহু ভক্ত এসেছেন এই
ভক্ত সম্মেলনে
বাঁধ্‌তে তাঁদের, হাজির আমি
প্রীতির আলিঙ্গনে।
কে ভক্ত, ভক্ত কে নয়
বিচার নাহি ক'রে
সাধন-পথে এগিয়ে চলো
শ্রদ্ধা-ভক্তি জোরে!
ভক্ত ছাড়া ভগবানে
প্রচার করতো কেবা
কেমন ক'রে পেতেন তিনি
এতই শ্রদ্ধা-সেবা?
ভক্ত-বোঝা তাই ভগবান
বহেন নিজের কাঁধে
জড়িয়ে রাখেন বিষয়ীরে
ভীষণ মায়ার ফাঁদে।
ভক্ত আবার ভক্তি-জোরেই
ভগবান যে হয়
ভাব্‌লে মনে এসব কথা
লাগে যে বিস্ময়!

সব সমর্পণ করতে হ'বে
ভগবানের পা'য়ে
তবেই তুলে নেবেন তিনি
ভবপারের না'য়ে।

এক ভগবান আছেন জানি
বিশ্বভুবন জুড়ে
কোটি কোটি ভক্ত এসে
তাঁর চরণেই পড়ে।

ভক্ত ছাড়া ভগবান
তিলেক নাহি রয়
ভক্ত-প্রাণে তাই নিয়েছেন
নিজেই আশ্রয়।

ভক্ত চলে আগে আগে
পিছে ভগবান
দু'হাত দিয়ে করেন রক্ষা
রাত্রি দিন-মান।

ভক্তি-কৃষ্ণ-সাধনেতে
নিযুক্ত যে থাকে
মৃত্যু-সংসার-সাগরে ত্রাণ
করেন কৃষ্ণ তা'কে।

গীতায় আছে—কৃষ্ণ-ভক্তের
বিনাশ নাহি হয়
বিপদ-মুক্ত করেন তাঁ'রে
দূর করে সব ভয়।

ভক্ত এসে ভক্তে বাঁধুন
প্রীতির মিলন-ডোরে
পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করুন
পূর্ণ স্বরূপ ধ'রে।

ভক্ত-বৃন্দ-পদধূলি
মাখি আমার শিরে—
এ-মন যেন মগ্ন থাকে
গোবিন্দকেই ঘিরে।



২৫/১২/৮৭

ভুল

ভুল মহাভুল—ভুলের মালিক
তুমি করালে যে-ভুল—
সারাটা জীবন ধ'রে, অনুতাপ ব'হে
দিতে হ'বে ভুলের মাশুল।
প্রতি পদক্ষেপে মোরা
ভুল ক'রে ফেলি
না-জেনে না-শুনে
খালি ভুল পথে চলি।
ক্ষমা-সুন্দর চোখে
ক্ষমা করো কিছু কিছু
বাকি সব জীবনেরে
তাড়া করে পিছু।

তুমি তো করাও ভুল
দোষী হই মোরা
কে বুঝিবে লীলা তব
ওগো বর্ণচোরা!
ভুল করে দেবতা যখন
মানুষ নগণ্য
বিরাট ক্ষতি যে হয়
ভুলেতে সামান্য।
মায়া-মোহ-ভালবাসা
সর্ব্বনাশ করে
ভুল নিজে করে ভুল—
চোখে নাহি পড়ে।
ভুলে-ভরা আমি তুমি,
ভুল এ-পৃথিবী
জীবন-মরণ ভুল—
আসা যাওয়া সবই।

—□—

৮/৯/৮৭

লোপুরাণী

লোপুরাণী শিবরাণী, ক'বেই বড় হ'বে—
বই ব্যাগেতে, সাইকেলেতে, ইস্কুলে সে যাবে ?
লেখাপড়ায় হ'বে লোপু, সবার চেয়ে ভালো
ইস্কুলেতে জ্বাল্‌বে সে তা'র, নামের যশের আলো।
বা-বা বলে, মা-মা বলে, দাদু দিদা বল্‌বে ক'বে
সেই কথাটা শোনার আশায়
মোদের আরো বাঁচতে হবে !
লেখা-পড়ার শেষে ডিগ্রী, পোরা হ'লে ব্যাগেতে
বিয়ের জন্যে কোমর বেঁধে, লাগ্‌বে বাপ-মায়েতে।
লোপু বিয়ের কথা শুনে, খিল্‌খিলিয়ে হাসে
বাবা মা আর দাদু-দিদায়, বড্ড ভালবাসে।
ঘটক ছুট্‌বে হেথায়-হোথায়,
বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে
কোথা থেকে আস্‌বে যে বর, কুলায়নাকো মগজে।
দেখ্‌তে তা'কে হ'বে কেমন, নাম করা কি ডাক্তার
বিলাত-ফেরৎ, ডিগ্রীধারী, মস্ত ইন্‌জিনিয়র ?
বাপ-মা'র মহা ফাঁপর, দাদু-দিদার ভাব্‌না
এ-ধারেতে পোঁ ধর্‌বে, সানাই এবং বাজ্‌না।



শান্তিনিকেতন

আমার সাধের শান্তিনিকেতন।
কবিগুরু মহর্ষির সাধনার এ-ধন॥
কত গুণী এর কাছেতে
আসে নানান্ দেশ থেকে
ধন্য হ'য়ে যান্ তাঁহারা
গা'য়ে মাটি এর মেখে।
পুণ্যতীর্থ মোর কাছেতে
সারা দেহে ধূলা মা'খি
হৃদয়-মাঝে, মাথায় ক'রে
যতন ক'রে এরে রাখি।
গুরুদেবের স্মৃতিধন্য
শান্তিনিকেতন
সবার কাছে পুণ্যভূমি
আনন্দ-ভবন।
তা'রাই ছুটে আসে হেথা
অশান্তি যাদের মনে
শান্তির আগার, শান্তিভূমি
শান্তিনিকেতনে।
কোকিল ডাকে কুহু কুহু
তোমার কথাই বলে
সুরে তা'র হারিয়ে এ-মন
যায় তোমারি কোলে।

নাম-না-জানা পাখী গাছে
গাছে গান আপন-মনে
সুর যে তাহার, দোল্ দিয়ে যায়
বন থেকে বন—উপবনে।
গরব করার সকল বস্তু
হেথায় ধরা আছে
নেইকো শুধুই তুমি মোদের
আপন হয়েও কাছে।
হে গুরুদেব, জানাই প্রণাম
ওগো পরম জন—
জানাই প্রণাম, সবার সেরা
শান্তিনিকেতন।



২১/৩/৮৮

সতীদাহ

"রূপ কানোয়ার" জীবন দিল সে
স্বামীর চিতায় সতী
ভাবিতে এ-কথা শিহরিয়া উঠি
বর্ব্বরতার প্রতি।
সভ্য সমাজে এ-রূপ ঘটনা
কী ক'রে ঘটিতে পারে
রাজস্থান এর অবাবেতে যাবে
কোন্ যুক্তির দ্বারে?
পৃথিবীর কাছে ভারতের মাথা
লজ্জায় নত হয়
কেমন ক'রে যে ভারতবাসীরা
এই অবিচার সয়?
প্ররোচনা আর উৎসাহেরই
পিছনে যাদের হাত
এসো সেই হাত গুঁড়ো করে দিই
মোরা মিলে এক সাথ।
মনুষ্যত্ব, বিবেক-বুদ্ধি
সকলি কি মুছে গেল
মানুষ কি সব, অমানুষ হ'য়ে
পশুত্বে রূপ নিল?

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হউক
এখনি যে কোন মূল্যে
অত্যাচারীকে সাজা দিতে হ'বে
চলবে না ইহা ভুললে।
বিদ্যাসাগর, রামমোহনেরে
ভুলে গেল সকলেই
ক'রেছিল যাঁরা এ-প্রথা বন্ধ
কঠিন হস্তেতেই !
এসো মোরা সবে, এ-শপথ নিই
সতীদাহ হ'বে রোধ
জাগাবো আমরা, সমাজের মনে
পুনঃ মানবতা-বোধ।



১৮/১০/৮৭

ভালোবাসার বাড়ী

ভালোবাসাই আমার বাড়ীর ভিৎ
তা'র ওপরেই আমার ইমারত
সবার চেয়ে ভালোই লাগে মোর
মুশাফিরের পায়ে চলার পথ।
ভালোবাসায় সুখ আছে জানি
বাড়ী তুলতে অনেক শ্রম হয়
মিলন আসে বিরহের ঠিক পরে
বাড়ী হ'লে সুখ যে উপজয়।
প্রেমের কাঁটার তীব্র জ্বালা জেনো
অন্তরেতে আমূল বিদ্ধ করে
বিষয়-বিষ, কামনা-বাসনা যত
জীবন-ভোর পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারে।
নারী-সঙ্গ কা'র না লোভনীয়
লোভনীয় মিষ্টি মুখের হাসি
পিঠ-ছাওয়া তা'র, কোঁকড়া এলো চুল
ছড়িয়ে পড়ে দিক্ দিগন্তে রাশি।
ঘরের সুখ যে, পেয়েছে একবার
আর কোন সুখ নেইকো প্রয়োজন
মনের মত সাথী একটি পেলে
সুখেই ভরে, তা'র যে ত্রিভুবন।



১৪/৬/৮৭

টাইগার

গোল গোল, বড় বড়
জ্বলজ্বলে চোখ
"টাইগার" নামে তা'রে
ডাকে সব লোক।
ছোটখাটো দেহ তা'র
বড় লোমে ভরা
ঝোলা-ঝোলা চুলে দেখি
সব ঢাকা পড়া।
ভাঁটা ভাঁটা চোখ থেকে
মায়া ঝ'রে পড়ে
ইচ্ছা হয় আদরেতে
নিই কোলে ক'রে।
দেখিলে মনেতে ভয়
হয় মোর ভারী
জিভ্‌ দিয়ে পা-পা চাটে
খুব মজাদারি।
লাফ্‌ দিয়ে গা'য়ে উঠে
সোহাগ জানায়
মনে মোর ভয় খালি
আসে আর যায়।

লোভাতুর জিহ্বাটি
　　　　লক্‌লক্‌ করে
বিস্কুট ভেঙে দিই
　　　　মুখে তা'র পুরে।
আহ্লাদে আটখানা
　　　　লেজ তা'র নাড়ে
কৃতজ্ঞতা দেখে বাহবা
　　　　আমি দিই তা'রে।
খেলা করে পুষি সাথে
　　　　খেলনা নিয়ে যেন
রসে-বশে আছে বেশ
　　　　কুকুর এ-হেন।
হিংসা কিন্তু পোষে মনে
　　　　আর কাহাকেও
করিলে আদর, ভালো
　　　　লাগে না মোটেও।
"সান্ত্বনা"র প্রিয় খুব
　　　　ভালবাসে "আবীরা"
'গোপালে'র ও আদরের
　　　　সকলেরই সে সেরা।
বাড়ীর ছেলের মত
　　　　নেচে কুঁদে সারা
চোখের মণিটি হ'য়ে
　　　　আছে ঘর-জোড়া।
জন্মাবধি এখানেই
　　　　বড় হয়ে উঠেছে
তাই এত মায়া—কাড়া
　　　　মন জয় করেছে।

খাওয়া-দাওয়া পরিপাটি
"সান্ত্বনা" যতনে
দেখাশুনা করে তা'রে
মনেরই মতনে।
ছোট এক কুকুরের
লিখিলাম কাহিনী
যেটুকু দেখেছি তা'রে
ফাঁকি আমি দিইনি।



১৮/৭/৮৯

কে তিনি

ঈশ্বরের সৃষ্ট ফুল
শোভে গাছে গাছে
পূজায় লাগিবে ব'লে
ভোরে ফুটিয়াছে।
কোথা থেকে এত রং
এনে তুমি দাও
যেখানে যা' প্রয়োজন
সেখানে লাগাও?
রং দেওয়া শেষ হ'লে
সুবাসেতে ভরো
প্রেমিক ও প্রেমিকার
মন জয় করো।

তোমার শক্তির কোন
নেই সীমা নেই—
কত ভাবে ভাবি, তা'র
পাইনাকো থেই।
তাই শুধু প্রশ্ন করি
ওগো রূপরাজ
জোগায় তোমার নিত্য
কে যে এত সাজ?
তুমি কোন্ নিরালায়
এঁকে চলো ছবি
কোন্ সে গুহায় বসি
আছো তুমি কবি?
একবার দেখা দিয়ে
বাসনা মেটাও
অন্ধ মোর আঁখি খুলি
আলো জেলে দাও।



৯/৮/৮৭

এবার চলি

যে-বয়সকে কোন দিনই
দিইনি আমল
সেই বয়সই এখন সবই
ক'রেছে দখল !
বাহাত্তর বছর বয়স এখন
দেহের উপর চেপে
স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে এবে
বেড়াচ্ছে সে দেপে।
নানান্ অসুখ হ'চ্ছে এখন
শরীর বিকল
নেই শকতি দেহে আমার
ইন্দ্রিয় অচল।
বৃদ্ধ এখন বেশ হ'য়েছি
সদাই টল্‌মল্
হাতে-পায়ে একটি ফোঁটাও
নেইকো আমার বল।
যাবার সময় হ'ল বুঝি
এবার যেতে হ'বে
আর দেরী নয়, ঘন্টা বাজে
চলি এবার তবে।



২৫/৭/৮৭

ঝুন্ ঝুন্

রূপেতে মামাও হার
ওগো "ঝুনঝুন্"—
শুধু রূপ নয়, আছে
তব শতগুণ।
নবনীত দেহ আর
মনেতে কোমল
শান্ত দীঘিতে ফোটা
শ্বেত শতদল।
বুদ্ধিতে আছে তেজ
দেওয়া যেন শান্
গম্ভীর প্রকৃতি ধ'রে
আছে সম্মান।
শুচি-শুভ্র-সুন্দর
মুখে মিষ্টি হাসি
যুঁই-যূথী-কুঁদ ফুল
ঝরে রাশি রাশি।
অবোধ্য চোখের ভাষা
কে বুঝিবে হায়
এ-কবি তোমার কাছে
হার মেনে যায়!

তোমার যা' আভিজাত্য
সেই তো গৌরব
নারীর পরম ধন
তা'র কাছে সব।
আকাশের চাঁদ নেমে
এল কি ধরায়
অতৃপ্ত আঁখির তৃষ
মেটাতে সে চায়?
এক চাঁদেতেই রক্ষে নেই
তুমি ডবল্ চাঁদ
বিশ্বজুড়ে তাই পেতেছ
রূপের মহা-ফাঁদ।
ঘরণী যাহার হ'বে
ভাগ্যবান অতি—
রূপে লক্ষ্মী আর তুমি
গুণে সরস্বতী।



২৭/৯ ৯০

রক্তে-রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী, তোমায় নমস্কার।
ভা'য়ের রক্তে রাঙানো যে তুমি
নহে তাই ভুলিবার।
তোমায় নমস্কার ॥
ভুলিতে পারি না আর
ব্যথাতুর মায়ের ক্রন্দন
ভগিনীর ভালবাসা
দোলে যেন হারের মতন।
রক্তের ভাষা এ-যে, সোনার এ-ভাষা
এ-ভাষা যে বাংলা দেশের
এ-ভাষা তোমার ওগো, এ-ভাষা আমার
এ-ভাষা যে, সংগ্রামী মনের।
এ-ভাষার প্রতিষ্ঠাতে ঝ'রে গেছে
তাজা কত মহামূল্য প্রাণ
কে তা'র হিসাব রাখে—বরকত,
রফিউদ্দীন্ জব্বার, সফিউর রহমান্।
পদ্মা ও মেঘ্নার ঘূর্ণী-ভাঙা জল
এদের রক্তেতে লাল
এদের ইতিহাস লিখিবে যে
নিরপেক্ষ সে কি মহাকাল?

ভা'য়ের রক্তে ভিজেছে দেশের মাটি
গেছে প্রাণ শ'য়ে শ'য়ে
হৃদয়ে আমার কান্নার নদী বহে
মাথা মোর পড়ে নুয়ে।
বুলেটের ভয়ে দমেনিকো কিছু
হটেনিকো পিছু তা'রা
হাসিমুখে গান বাংলা ভাষায়
গেয়ে তুলেছিল সাড়া।
বাঙালীর ভাষা, বাংলার ভাষা
টকটকে লাল একুশে ফেব্রুয়ারী
চিরদিন র'বে, হয়ে উজ্জ্বল
তা'রে কি ভুলিতে পারি?
উনচল্লিশ বছর আগে, এই দিনে
হ'য়েছিল যজ্ঞ নরমেধ
শোণিতে শোণিতে দামামা বাজায়
প্রতিহিংসার কলুষ-কালিমা-ক্লেদ!
প্রমত্তা পদ্মার শত শত ঢেউ
এইদিনে পড়িবে আছাড়ি—
রক্ত-ঝরানো তোমারি যে গান
শুনিব মুখেতে তা'রই।
মুছিবেনা কভু, এ-ক্ষতের স্মৃতি
মানুষের মন হ'তে
ভাষা স্রোতস্বিনী রক্তের ধারা
বহিবে খরস্রোতে।
জানি তুমি ঘুরে, আসিবে হেথায়
জীবনের নব ক্যালেণ্ডারে
বুকফাটা কান্নার পশরা মাথায়
প্রতিবার বছরে বছরে।

তুমি র'বে গ্রামে-গঞ্জে, নদীতে-পাহাড়ে
গোলাপ-পদ্মেতে আর শিমূল-পলাশে
তুমি র'বে গরবিনী বাংলা ভাষায়
গানে-গানে এই বাংলা দেশে।
পৃথিবীর ইতিহাসে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা হ'য়ে
অমরত্ব লভিবে এ-নাম—
রক্ত পতাকা হাতে, ভা'য়েদের নামে
তোমাকেই জানাই সেলাম্।
তরুণ ভা'য়ের তাজা খুনে লাল
একুশে ফেব্রুয়ারী—
শপথ নিলাম—শুধিব এ-ঋণ
যেমন ক'রেই পারি।



২১/২/৭৩

নিশ্চিন্ত

দিনে দিনে দিন যেতেছে
　　　শুয়ে রোগের বিছানায়
রোগের বাক্স নিয়ে পেটে
　　　ভোগ করছি যাতনায়।
কতদিনে উঠ্‌বো সেরে
　　　করতে পার্‌বো মায়ের কাজ
নতুন শক্তি ফিরে পাবো
　　　ফেল্‌বো ছুঁড়ে রোগের সাজ ?
নিজের মা কি নোস্ আমারই
　　　আমি কি তোর সতীন-ছেলে
দেখেও তুই দেখিস্‌নাকো
　　　সরিয়ে দিচ্ছিস্ পায়ে ঠেলে ?
যতই পা'য়ে ঠেলিস্ কেন
　　　ততই উঠ্‌বো বুকে তোর
ধর্‌বো তোরে শক্ত ক'রে
　　　দেখ্‌বো তোর কতই জোর ?
দেহ-যন্ত্র বিকল আজি
　　　শেষের দিন শুন্‌ছি এবে
তোর কথাই-যে পড়্‌ছে মনে
　　　ক'বে আবার দেখা হবে !

কী করেছি, কী করিনি
হিসেব-নিকেশ কর্‌ছি না
জমার ঘরে সবই খালি
খরচ তাই দেখ্‌ছি না।
যা' করার তুই, কর্‌ মা নিজে
ওসব কথা ভাব্‌বো না
সব দিয়েছি তোকেই ছেড়ে
চিন্তা আর কর্‌বো না।



১৯/৭/৮৭

কেরোসিন তেল

হাহাকার প'ড়ে গেছে
কেরোসিন তেলে
মরিবার পথ বন্ধ
কেরোসিন ঢেলে।
ছেলে-বুড়ো ছোটে সব
নিয়ে টিন হাতে
রয়েছে এখনো ঘুম
জড়ানো চোখেতে।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে
দিয়েছে লাইন
যে-কোন উপায়ে নেবে
আজ কেরোসিন।
ঘোমটা নামিয়ে বউ
বাড়ী থেকে যায়
হাতেতে বোতল দেখে
লজ্জা পালায়।
ঠেলাঠেলি, মারামারি
গালাগালি কত
সময় কাটিয়ে দেয়
তা'রা অবিরত।
দোকান খুলিল যবে
সে কী উল্লাস
প'ড়ে গেল চারিদিকে
যেন পূজো মাস!
একধারে কমে লোক
আর ধারে বাড়ে
কোথা থেকে জড়ো হয়
কাতারে কাতারে।
"তেল শেষ"—বাকি লোক
নিশ্বাস ফেলে
খালি টিন হাতে নিয়ে
বাড়ী যায় চ'লে।
তেল নেই, তেল নেই
ছেলেরা পড়েনা
তেল নেই পটুয়ারা
ঠাকুর গড়ে না।

তেল নেই ব'লে, সারা
অন্ধকার ঘর
তেল নেই ব'লে, চোর
হ'য়েছে তৎপর।
তেল নেই ব'লে, গিন্নী
জ্বালেনা উনুন্
তেল নিয়ে চুলোচুলি
শেষে হয় খুন্।
তেল নেই ব'লে, বাড়ে
মশার উৎপাত
জ্ব'লে পুড়ে মরি মোরা
কামড়েতে কাৎ।
তেল নেই ব'লে, টিয়া
দাঁড়েতে ঝিমায়
আপেল, পেয়ারা প'ড়ে
কাঁদে সে খাঁচায়।
তেল নেই ব'লে, দেখে
চোখে অন্ধকার
ধাক্কাধাক্কি, পথ ভুল
হয় বারবার।
তেল নেই ব'লে, শিশু
কাঁদে অবিরত
যত কাঁদে, সে বেচারা
মার খায় তত।
তেল দিইনিকো ব'লে
বউ যে আগুন
জানিতাম না তো আগে
তেলে এত গুণ!

যা তেল, যো তেল, বলো
তেল কোথা পাই
তীর্থযাত্রীর মত
কোথা বলো যাই ?
জীবন-প্রদীপে তেল
ফুরায়ে কি গেছে
কবি বলে—"না, না বন্ধু
সব ভ'রে আছে।"



১৩/৯/৭৩

স্বাধীনতার কাটা

আমরা স্বাধীন হ'য়েছি।
দুধের আস্বাদ ঘোলেতে মিটায়ে
আমরা স্বাধীন হ'য়েছি।
চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ
মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল
ক্ষুদিরাম আর বাঘা যতীন
দেশের স্বার্থে, কত মহাপ্রাণ
নিজেরে দিয়েছে বলিদান—

এই স্বাধীনতা—ঝুটো আর মেকি
নেইকো মর্য্যাদা, সবটাই ফাঁকি
নেইকো ইহার মান।
এর চেয়ে পরাধীন—ঢের ভালো ছিল
হাড়ে হাড়ে আজ বুঝেছি—
এই স্বাধীনতা মোরা তো চাহিনি
খণ্ডিত ভারত দেখিতে চাহিনি
তবুও স্বাধীন হয়েছি।
চোরাকারবারী, মুনাফাবাজেরা
লুটিছে দেদার অর্থ—
স্ব স্ব কাজে তা'রা সদাই ব্যস্ত
নিয়ে নিজেদের স্বার্থ।
মরিতেছি মোরা, না-খেয়ে না-প'রে
ধনীরা করিছে স্ফূর্ত্তি—
এইভাবে হ'ল স্বাধীনতারই
তেতাল্লিশ বছর পূর্ত্তি।
পরাধীন হ'য়ে থাকিব আবার
চাহি না এ-স্বাধীনতা
ঘরে ঘরে আমি পৌঁছে দেবোই
নিছক খাঁটি এ-কথা।
আমরা স্বাধীন হ'য়েছি।
স্বাধীন হয়েছি কিসে ?
মন গেছে ম'রে, প্রাণ গেছে ম'রে
দেহ জর-জর বিষে।
শুধুই স্বার্থ—স্বার্থের পিছে
ঘুরিতেছি রাতদিন—
অর্থের লোভে, ছোরা বসাইতে
ভাই যে কুণ্ঠাহীন !

জীবন-দায়িনী ওষুধে ভেজাল
মিশায়ে চলেছে নিত্য
চোরাকারবারী উঠিতেছে কেঁপে
কাঁপে না জঘন্য চিত্ত !
চালেতে কাঁকর, ডালেতে পাথর
সোপ্ স্টোন্ ময়দাতে
তেলে শেয়াল-কাঁটা, ঘিয়েতে চর্বি
চামড়ার গুঁড়ো চায়েতে।
ভেজালের দেশে, নিত্য ভেজাল খেয়ে
নতুন নতুন অসুখে ধরলো দেহ
ভেজাল হয়েছি রক্তে-মাংসে
নেই এতে সন্দেহ।
রেপ্ সিড তেলে ভেজাল ঢুকিয়া
বেহালা হ'ল যে বেহাল্
টালিগঞ্জ দেখি, ট'লে ট'লে পড়ে
সামাল্ সামাল্ সামাল্।
পঙ্গু-বিবশ হ'ল শ'য়ে শ'য়ে
শিশু ও যুবার দল
কী জবাব দেবে সরকার এর
নেই কলিজায় বল ?
মানুষের মাঝে ভেজাল মিশেছে
কিসে যে ভেজাল নয়
ভেজালে ভেজালে দেশ ভ'রে গেছে
মনে জাগে বিস্ময় !
দুর্নীতিতেও ভেজাল এসেছে
একটি আজিও খাঁটি
নির্ভেজাল শুধু পুলিশের গুলি
আর পুলিশের লাঠি !

শিক্ষা-রাজ্যে, নৈরাজ্য চলে
লেখা-পড়া হ'ল শেষ
ঘুষ দিলে, তবে ভর্ত্তি করিবে
নেইকো দয়ার লেশ।
আধপেটা খেয়ে গরীবেরা আছে
পরণেতে ছেঁড়া বাস—
আঁস্তাকুড়ের খাদ্য ছিনিয়ে
কুকুরের মুখ থেকে ;
খেতেছে যে বারো মাস।
প্রতিটি জিনিষ অগ্নিমূল্য
নেইকো টাকার দাম—
মুখ বুজে সব সহিতেছি মোরা
চোখ বুজে অবিরাম।
সভায় সভায় ধ্বস্তাধ্বস্তি
কিল চড় লাথি, মাইক-ভাঙা
বনের পশুও এমন করে না
খুনে খুনে রোজ রাস্তা রাঙা।
বধূহত্যা, নারীধর্ষণ, গ্যাস্‌লিক্‌, গাড়ীচাপা
রোজ কাগজে তো দেখি
নেতা হয়ে যাঁ'রা গদিতে আসীন
তাঁ'রা চম্‌কান্‌ না কি ?
শ'য়ে শ'য়ে আর হাজারে হাজারে
লাখে লাখ পথে বেকার-দল
নেইকো চাকুরী, উপায়ের পথ
মস্তান হ'য়ে, বেঁচে কি ফল ?

অন্ধ কি মোরা, কাণে কি শুনি না
নিরুপায় হ'য়ে, কী দেখি সব
বাস্তুহারার হাহাকার-ধ্বনি
মরণের ছলে মহোৎসব ?
শয়তানদের প্রকাশ্যেতে
শাস্তি দিতেই হ'বে
নরকের কীট, অত্যাচারীর
জব্দ হ'বেই তবে।
ঘুচ্‌বে এদের, দম্ভ দেমাক
নিস্তেজ হবে প্রাণ—
সম্বল ব'লে কিছুই র'বে না
ধূলায় লুটাবে মান।
পাপের ফল যে, কতই ভয়ঙ্কর
সাজার মতন সাজা পেলে পরে
বুঝ্‌বে কেমনতরো।
জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত
ড্রাগের নেশায় দেখি
অসুস্থ হ'ল স্বাস্থ্য ও মন
রইল কী আর বাকী ?
সনিষ্ঠ, সৎ, স্বার্থশূন্য
আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ
আদর্শ চরিত্র, নির্ভীক বীর
চিত্ত নির্মল, বুদ্ধি স্থির—
আস্‌তে হ'বে, তা'দের দলে দলে ;
দেশের সম্মান, রাখ্‌বে তা'রাই
নিজের সম্মান ব'লে।

জান্ দিয়ে সব খাট্‌বে তা'রা
দৈন্য-অভাব বুঝ্‌বে তা'রা
মোদের কথা শুন্‌বে তা'রা
দুর্নীতি-পাপ মুছ্‌বে তা'রা
নতুন দেশ গড়্‌বে তা'রা
নতুন জাতি উঠ্‌বে মাথা তুলে :
সংহতি আর একতারই
ভিত্ হবে, এই জাতির বেদী মূলে।

* * * *

"আমরা স্বাধীন হ'য়েছি।
পরাধীনতার নাগপাশ ছিঁড়ে
স্বাধীন-পতাকা ধ'রেছি।"
এ-শ্লোগান শুনে, দেখিও তখন
হাসিবে না কেহ আর
সুখে-সমৃদ্ধে বহিবে নিয়ত
শান্তির পারাবার।
স্বাধীন্ হ'য়েছি আমরা—
ম'রে ম'রে, বেঁচে গিয়েছিল যা'রা
বাঁচার মতন বাঁচিবে তাহারা
উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া বলিবে
"স্বাধীন, আমরা স্বাধীন"—
প্রতি মানুষের হৃদয়ে ধ্বনিবে
এই কথা প্রতিদিন।



২৬/১/৮৬

মা

সৃষ্টি নিয়ে পড়ে ব্রহ্মা
মহা-ফাঁপরেতে
প্রকৃতি ছাড়া কি সৃষ্টি
হ'বে কোন মতে ?
যাঁর ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে
রচি প্রকৃতিকে
পুরুষের মিলনেতে
আনিল সৃষ্টিকে।
জগৎ-জননী এই
পরমা প্রকৃতি—
বুঝা ভার এঁর লীলা
বিচিত্র যে গতি।
ছোট এই "মা" কথাটির
কী বিরাট মানে—
কী ক'রে বুঝাবো তাহা
যে জানে, সে জানে।
"মা" হ'তেই সৃষ্ট হ'ল
বিশ্ব-চরাচর
না হ'লে এ-ধরা হ'ত
ধূ ধূ প্রান্তর।

নানা রূপে বিরাজে "মা"
বিশাল ধরায়—
"কালীদুর্গা-তারা" আদি
নামে পূজা পায়।
"মা" নামে কতই মধু
ঝরে অনুক্ষণ
তৃপ্ত করে সকলের
দেহ-প্রাণ-মন।
দুইশত আশি দিন
গর্ভের যাতনা—
মুখ বুজে স'ন যিনি
আছে কি তুলনা?
"মা" হ'তে নয়ন মেলি
দেখিনু যে-আলো
ছিঁড়ে গেল তমসার
ঘোর অমা—কালো।
স্তন-বৃন্ত মুখে দিয়ে
অমৃতের ধারা
বহালেন অঝোরেতে
প্রাণের ফোয়ারা।
চোখ হ'তে আলো জ্বেলে
দিলেন চোখেতে
হাসি দিয়ে ফোটালেন
হাসি অধরেতে।
দারিদ্র্যের কশাঘাতে
জর্জ্জরিত হ'লে
না-খেয়ে, পুত্রের মুখে
অন্ন দেন তুলে।

যে-মাতা পুত্রের দুঃখে
অশ্রু-নীরে ভাসে
সেই মাতা সুখে তা'র
আনন্দেতে হাসে!
কী বর্ণিবে, এ-অধম
কত গুণ ধ'রে
নেই শেষ, জননীর
এই চরাচরে!
"মা" নেই যাহার এই
বিপুল ধরায়—
হাল-ভাঙা, তরী সম
ঘুরপাক্ খায়।
যে-কোন সময়ে, সে তো
ডুবে যেতে পারে
দাঁড় নেই, পাল নেই
চলিবে কি ক'রে?
সদাই দেখেন মাতা
সন্তানে তাঁহার
তিনি ছাড়া এ-সংসারে
সকলি আঁধার।
সকলের ঋণ শোধ
অনায়াসে হয়
মা'র ঋণ কোনকালে
শোধা নাহি যায়।
স্বর্গের চেয়ে বড়
হ'ন যে জননী
সৃষ্টির উৎস তিনি
তিনি যে ধরণী।

এসো মোরা, এক সাথে
শ্রীচরণে তাঁর—
সাষ্টাঙ্গ প্রণমি, যিনি
মা, মাটি সবার।



৪/১২/৮১

গুরু-দক্ষিণা

দীক্ষা-শেষে, শিষ্য কহে
গুরুদেবে তা'র
"কী দক্ষিণা দেব আজি
পদে আপনার?
টাকা-কড়ি, বস্ত্র—আদি
আরও বস্তু কোন্
কী পেলে সন্তুষ্ট হ'বে
আপনার মন?"
গুরুদেব ক'ন্ হেসে
"কিছুই না চাই
খুশী হ'বো, মনোমত
বস্তু যদি পাই।"

সকাতরে শিষ্য বলে
"যা' চাহেন দেবো
আপনি না নিলে, মনে
শান্তি নাহি পাবো।"
তখন কহেন গুরু
"দাও যদি মোরে
ঘৃণ্য হ'তে ঘৃণ্য বস্তু—
চিত্ত যাবে ভ'রে।"
এই কথা শুনি শিষ্য
মানে যে বিস্ময়
কেমনে নিকৃষ্ট বস্তু
গুরুদেবে দেয়!
"যা" বলি, তা' করো বৎস
এর অন্যথায়—
কোন বস্তু নেবোনাকো
জেনো তা' নিশ্চয়।"
ঘৃণ্যতম বস্তু খুঁজে
শিষ্য হয় সারা
দেহে বহে ঘর্ম্মস্রোত
চক্ষে বহে ধারা।
ঘুরিতে ঘুরিতে শিষ্য
আসি নদী-তীরে
দেখিতে পাইল এক
গলিত শবেরে।
মনে ভাবে, "এই শব
দেবো উপহার
এর চেয়ে ঘৃণ্য বস্তু
কিবা আছে আর?"

আরও কিছু দূরে দেখে
পচা যে বিষ্ঠায়
দুর্গন্ধে কাছেতে তা'র
কা'র সাধ্য যায়?
শিষ্য ভাবে "উপযুক্ত
এ হবে দক্ষিণা
ইহা পেলে, দেখি গুরু
তুষ্ট হ'ন্ কি না?"
এই ভেবে, যেই চোর
ঢাকা দিয়ে নাকে—
বিষ্ঠা কয়, "রে পাপিষ্ঠ
ছুঁস্‌নে আমাকে।"
আশ্চর্য্য হইয়া শিষ্য
জিজ্ঞাসে বিষ্ঠায়
"তোর চেয়ে ঘৃণ্য বস্তু
কী আছে ধরায়?"
বিষ্ঠা কয়, "উপাদেয়
ভোগ্য বস্তু ছিনু
তোর এই দেহ—স্পর্শে
নিকৃষ্ট হইনু।
যাবৎ উত্তম দ্রব্য
উদরেতে গিয়ে
বাহিরিনু অতি ঘৃণ্য
এই বিষ্ঠা হ'য়ে!"
এই কথা শুনি হ'ল
চৈতন্য-উদয়
শিষ্যের এ-সব দেখে
দূপ্ত উপজয়।

তখন শিষ্য যে যার
গুরুর সকাশে
দর-দর ধারে তা'র
আঁখি দুটি ভাসে।
বলে, "প্রভু, আপনার
এই ছিল মনে
বুঝিনু কী চান, আমি
বুঝিয়া এক্ষণে—
সব চেয়ে মূল্য এই
দেহ সঁপিলাম"—
ইহা বলি, শিষ্য তাঁরে
করিল প্রণাম।
গুরুদেব বক্ষে তা'রে
তুলিয়া কহিল—
"মোর দীক্ষা-দান আজি
সার্থক হইল।
অভীষ্ট পূরণ হোক্
আশীর্ব্বাদ করি
শেষের দিনেতে পার
করিবেন হরি।"

★ ★ ★ ★

গুরুর পরশে শিষ্য
মূর্চ্ছা যে যাইল
দেহ থেকে প্রাণবায়ু
ধীরে বাহিরিল।

ভাবাবেশে গুরু দেখে
শিষ্য ব্রহ্মলীন
কেটেছে মর্ত্যের মায়া
মিটে গেছে ঋণ

—□·

২০.৯/৮৪

গীতায় শ্রীভগবান

শ্রীমুখপদ্ম নিঃসৃত
ভগবদ্‌ গীতা
বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের
ধরে সার-কথা।
নিষ্কাম কর্ম থেকে
জ্ঞানলাভ হয়
জ্ঞান থেকে শুদ্ধা ভক্তি
পরা মুক্তি দেয়।
শ্রবণ-পঠন গীতা
গীতা অনুধ্যান
গীতা পাঠ যেথা হয়
তীর্থের সমান।

গীতা পাঠে শোকতাপ
দূরীভূত হয়
নারী-হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা
পাপ করে ক্ষয়।
পুণ্যফল হয় লাভ
এই গীতা–পাঠে
গোলক বৈকুণ্ঠ আসি
দাঁড়ায় নিকটে।
কর্ম্মফলের কভু
প্রত্যাশা না করি'
নিরলস কর্ম্ম সাথে
হও অগ্রসরি।
নিজের বলিতে কিছু
রেখোনাকো ধ'রে
"তিনি"ময় হ'য়ে যাও
সব ত্যাগ ক'রে।
তিনি শক্তি, তিনি ব্রহ্ম
তিনি ভগবান
সর্ব্বভূতে ফিরাছেন
সবাই সমান।
ভক্তকে বড়ই ভালো
বাসেন যে তিনি
প্রকৃত ভক্তের বোঝা
বহেন আপনি।
সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণা—
তীত তিনি হন
সাকার ও নিরাকার
তিনি নারায়ণ।

গীতা-নির্ঝরিণী হ'তে
অমৃত যে ঝরে
পান করো প্রাণ ভ'রে
গ্লানি যাবে স'রে।
বিষয়ে আসক্তি যাবে
ভোগের বাসনা
রিপুরা নিধন হ'বে
যাবে যে কামনা।
গীতা-সর্ব্বস্ব মন হ'লে
তবেই যে তিনি
ভক্তের ভক্তির টানে
আসেন আপনি।
আর কী অভাব থাকে
দেখা তাঁর পেলে
সব পাওয়া হ'য়ে যায়
তিনি মুক্তি দিলে।
ভগবান বলেছেন
"গীতাই হৃদয়
অষ্টাদশ অধ্যায়
ভগবতী হয়।"
যা' কিছু যখন করি
সব কর্ম্ম তাঁর
তবে কেন কর্ম্মফলে
হ'বো ভাগীদার?
"কৃষ্ণের বাঙ্ময়ী রূপ"—
অরবিন্দের কাছে
গীতা ছাড়া কা'র এত
শক্তি বলো আছে?

গীতার মাহাত্ম্য কত
বর্ণিব কেমনে
যে যা'র বুঝিছে মত
নিজ নিজ মনে।
ইহকাল পরকাল
গীতা সব কালে
গোবিন্দ তরীতে তুলে
দাঁড় বাহি চলে।
অভিলাষ আছে মনে
অন্তিম সময়ে
যেতে যেন পারি আমি
গীতা-নাম ল'য়ে।

—□—

১/১২/৮৪

প্রদোষ কুসুম আমি

প্রদোষ কুসুম আমি
প্রদোষেই ফুটে—
প্রভাত আসার আগে
ঝ'রে যেতে চাই।
স্বল্প হ'লেও আয়ু, জগতে সবারে
অকৃপণে সুবাস বিলাই।।
যা'রা ভালোবাসিয়াছ মোরে
বাঁধা প'ড়ে গেছি আমি
তাহাদের মায়া-স্মৃতি ডোরে।
যখন রবো না আমি, এই ধরাতে
এক ফোঁটা ফেলো আঁখি-জল—
ওপারে যাবার পথ সুগম করিয়া
হ'য়ে র'বে পথের সম্বল।



৭/৩/৮৮

